সেনসেক্স : ৮৩,৮৭১.৩২ (+৩৩৫.৯৭)
নিফটি : ২৫,৬৯৪.৯৫ (+১২০.৬০)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

ক্ষমতায় এনডিএ, ইঙ্গিত বিহারে
মগধভূমে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে দীর্ঘ দুই দশক ধরে চলতে থাকা নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারই। বিহারে দ্বিতীয় দফার ভোট শেষে এগজিট পোলে তেমনই ইঙ্গিত। » ৭

এবার কাঁপল ইসলামাবাদ, মৃত ১২
মঙ্গলবার বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ইসলামাবাদের ডিস্ট্রিক্ট জুডিসিয়াল কমপ্লেক্স চত্বর। মারা গিয়েছেন অন্তত ১২ জন। সরাসরি ভারতের দিকে আঙুল তুলেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩০°	২৯°	২৮°	২৮°
সর্বনিম্ন	১১°	১৬°	১৬°	১৭°

২০২৬ বিশ্বকাপ খেলেই অবসর : রোনাল্ডো » ১২

২৫ কার্তিক ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 12 November 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 173

ডাক্তারই জঙ্গি?

সেই গাড়ি ও ধোঁয়াশা

প্রথম যে গাড়িটিতে বিস্ফোরণ ঘটে, সেই গাড়িটি দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টা লালকেল্লার কাছে একটি পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে ছিল

গাড়িটিতে নীল-কালো রঙের টি-শার্ট পরা এক ব্যক্তিকে দেখা গিয়েছে সিসিটিভি ফুটেজে

সরকারি তরফে ওই ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ্যে না এলেও সংবাদমাধ্যমের একাংশের দাবি, ওই ব্যক্তি পুলওয়ামার চিকিৎসক উমর নবি

ফরিদাবাদ থেকে ধৃত মুজাম্মিলের সঙ্গে উমরের যোগ রয়েছে বলে সন্দেহ পুলিশের

ফরিদাবাদ কানেকশন

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে জইশ-ই-মহম্মদের সমর্থনে পোস্টার সাঁটানোয় চিকিৎসক আদিল আহমেদ র‍্যাদারকে গ্রেপ্তার করে কাশ্মীর পুলিশ

আদিলের সূত্র ধরে মুজাম্মিল আহমেদ নামে আরেক চিকিৎসকের খোঁজ

ফরিদাবাদে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকত মুজাম্মিল, সেখান থেকেই উদ্ধার ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক

মুজাম্মিলের সাহায্যে আদিল ওই বিস্ফোরক ফরিদাবাদে নিয়ে এসেছিল বলে সূত্রের দাবি

মুজাম্মিলের পাশাপাশি শাহিন শাহিদ নামে আরও এক মহিলা চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

দিল্লির বিস্ফোরণে কাশ্মীর যোগ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : নাশকতায় কাশ্মীর, হরিয়ানা ও দিল্লির যোগ। লালকেল্লায় মেট্রো স্টেশনের বাইরে সোমবারের এনআইএ তদন্তে সামনে এল কাশ্মীরি জঙ্গিদের হোয়াইট কলার মডিউলের সক্রিয়তা। তাও দেশের খাস রাজধানীর হাই সিকিউরিটি জোনে, সদা ব্যস্ত এলাকায়। বিস্ফোরণটি আসলে আত্মঘাতী হামলার তত্ত্বও তদন্তে জোরালো হচ্ছে। যে সাদা রংয়ের হুন্ডাই আই২০ গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে, চালকও কাশ্মীরি।

উমর উন নবি ওরফে উমর মহম্মদ নামে যে ব্যক্তি গাড়ি চালাচ্ছিল বলে পুলিশ মনে করছে, সে পুলওয়ামার বাসিন্দা এবং পেশায় চিকিৎসক। কাজ করত ফরিদাবাদের আল-ফালাহ মেডিকেল কলেজে। বিস্ফোরণের সময় গাড়িতে উমর ছাড়া আরও দুজন ছিল বলে গোয়েন্দারা প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পেয়েছেন। কীভাবে, কোথা থেকে গাড়িটি বিস্ফোরণ স্থলে এল, তার রুট ম্যাপ তৈরি করছে পুলিশ।

বিভিন্ন রাস্তা ও টোল প্লাজার সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট, সোমবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ গাড়িটিকে প্রথম হদিস করা গিয়েছে ফরিদাবাদের এশিয়ান হাসপাতালের কাছে। তারপর বাদরপুর টোল প্লাজা পার হয়ে গাড়িটি দিল্লিতে ঢোকে সকাল ৮টা ১৩ মিনিটে। সেসময় চালকের আসনে ছিল উমর। পরিচয় লুকোতে মুখে মাস্ক ছিল তার। সেখান থেকে গাড়িটি ওখলা পৌঁছোয় সকাল ৮টা ২০ মিনিটে।

পরে সুনিহারি মসজিদের কাছে উমরের গাড়িকে প্রায় ৩ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু একবারও গাড়ি থেকে বের হয়নি উমর। ঠায় গাড়িতে বসে ছিল। গোয়েন্দাদের অনুমান, পুলিশের নজর এড়াতে গাড়ি থেকে বের হওয়ার ঝুঁকি নেয়নি সে। সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে গাড়িটি পার্কিং ছেড়ে পুরাতন দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ইউ-টার্ন নেয়। তারপর ছাতা রেলচক ধরে লোয়ার সুভাষ মার্গের দিকে এগিয়ে যায়।

কয়েক মিনিট পর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিটে লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে নেতাজি সুভাষ মার্গে একটি ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ির গতি কমে গেলে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণ ঘটাতে উমর ও তার সঙ্গীদের বেশ কিছুদিন ধরে তৈরি হওয়ার প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছেন গোয়েন্দারা।

এরপর দশের পাতায়

সন্দেহভাজন জঙ্গির বাবাকে আটক করছে পুলিশ। কাশ্মীরে। (নীচে) নয়াদিল্লিতে কান্না মৃতের স্বজনের।

প্রতিশোধের গন্ধ

- এক মাস আগে মহিলা ব্রিগেড খোলা হবে ঘোষণা করেছিল জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদ। 'জামাত-উল-মোমিনাত'-এর শীর্ষে জইশ প্রধান মাসুদ আজহারের বোন
- শাহিন 'জামাত-উল-মোমিনাত'-এর ভারতীয় শাখার প্রধান বলে উঠে আসছে
- মুজাম্মিল গ্রেপ্তার হতেই লালকেল্লার সামনে হামলা কি না, তা নিয়ে রহস্য

চিকেন নেকে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি শুরু

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : দিল্লি বিস্ফোরণের মধ্যেই চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ। লালকেল্লার ঘটনার ঠিক আগেই আকাশপথে চিকেন নেকে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি শুরু করেছিল বায়ুসেনা ও সেনাবাহিনী। সেনা সূত্রের খবর, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশেষ বার্তা পেয়েই চিকেন নেকে অতিসক্রিয় হয়েছে তারা। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি করিডরের কাছে কিশনগঞ্জ, চোপড়া এবং ধুবড়ির বামুনিগাঁওতে তিনটি নতুন সেনাছাউনি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রক। গত এক মাসে করিডরের কাছে তিনটি বিশেষ অস্ত্র মহড়া হয়েছে। চিকেন নেক রক্ষায় কামিকাজে ড্রোন সজ্জিত 'অশনি' প্লাটুন এবং নির্ভুল আঘাত হানার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত 'ভৈরব' ব্যাটালিয়ন কাজে লাগানো হচ্ছে। বায়ুসেনা কর্তারা জানিয়েছেন, চিকেন নেক রক্ষায় তাঁরা যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারে আরও সক্রিয় হচ্ছেন। তাঁদের ভাষায়, চিকেন নেকে তৈরি হয়েছে প্রযুক্তি নির্ভর 'প্রতিরক্ষা ছাতা'। ব্রহ্মস ক্রুজ মিসাইল রেজিমেন্টকেও আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।

সেনা সূত্রের খবর, রবিবার থেকেই শিলিগুড়ি করিডরে আকাশপথে সবসময়ের জন্য নজরদারি শুরু হয়েছে। সেনার ত্রিশক্তি কোর ছাড়াও ব্রহ্মাস্ত্র এবং গজরাজ কোর আলাদা করে নজরদারি শুরু করেছে। চিন সীমান্তেও বাড়তি নজর দেওয়া হয়েছে। করিডরের সুরক্ষায় সপ্তাহখানেক আগেই সিকিমে সাতদিনের সম্পূর্ণ প্রযুক্তি নির্ভর যুদ্ধাস্ত্রের প্রশিক্ষণ হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

গোল্ডেন ভেন-এ আমলার পাসওয়ার্ড

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : রাজ্য সড়ক থেকে কয়েক মিটারের ছোট্ট গলি শেষে ঝাঁ চকচকে একটি দোতলা বাড়ি। বাড়ির ভিতরে বা ত্রিসীমানায় একটিও লোক নেই। কিন্তু পুরো বাড়িটি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় মোড়া। ছাদ থেকে নীচতলা পর্যন্ত গোটা পনেরো ক্যামেরা তো হবেই। মানুষজন না থাকলেও কোচবিহার হরিণচওড়া তোর্ষা সেতু সংলগ্ন এলাকার ওই বাড়িটিতে রাতবিরেতে নানা ধরনের গাড়ির যাতায়াত রয়েছে। খাগড়াবাড়ির শিবযজ্ঞ এলাকাতেও একই ধরনের একটি বাড়ি আছে; যেখানে দিনে নয়, মাঝেমধ্যে শুধু রাতেই মানুষ বা গাড়ি দেখা যায়। অবশ্য শুধু কোচবিহারের কথা বললে ভুল হবে। আলিপুরদুয়ার, অসম-বাংলা সীমানার বারবিশা, মাটিগাড়ার শিবমন্দির এলাকাতেও একই ধরনের আরও কয়েকটি বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে। সেগুলিও ফাঁকা এবং সিসি ক্যামেরায় মোড়া। নামে হোক বা বেনামে, সবক'টি বাড়ির মালিক এক প্রভাবশালী কালো কারবারি আমলা। প্রয়োজন না থাকলেও কেন বাড়িগুলো তৈরি করে ফেলে রাখা হয়েছে সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

এই কেন'র উত্তর খুঁজতে গিয়ে হতভম্ভ হয়ে গিয়েছেন দুঁদে গোয়েন্দারাও। মায়ানমার থেকে অসম হয়ে উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর পর্যন্ত পাচারের সোনা পৌঁছে দেবার জন্য সিন্ডিকেটের তৈরি করা রুটকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা নাম দিয়েছেন, 'গোল্ডেন ভেন'। আর সেই পাচারপথের অন্যতম সর্দার সেই প্রভাবশালী আমলা। গোয়েন্দাদের মতে, ফাঁকা বাড়িগুলো আসলে আমলার 'ক্রাইম ল্যাবরেটরি'। বাড়িতে সিসিটিভিগুলো লাগানো ছিল নিরাপত্তার জন্য নয়, বরং ভেতরে চলা কার্যকলাপের ওপর নজর রাখার জন্য; কোনও বাহক বিশ্বাসঘাতকতা করছে কি না তা দেখার জন্য। ঘরে বসেই আমলা মোবাইলে ক্যামেরার ছবি, ভিডিও দেখত।

কালা কারবার

- মায়ানমার থেকে অসম হয়ে উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর পর্যন্ত সোনা পাচারের রুট
- এই রুটকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা নাম দিয়েছেন, 'গোল্ডেন ভেন'
- উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় প্রভাবশালী আমলার নামে-বেনামে বাড়ি
- সেই ফাঁকা বাড়িগুলিই আসলে ক্রাইম ল্যাবরেটরি
- প্রত্যেকবার পাচারদ্রব্যের জন্য আলাদা পাসওয়ার্ড দেওয়া হত। সেই পাসওয়ার্ড দিত আমলা নিজেই

এখনও খোঁজ মেলা আমলার উত্তরবঙ্গের ছ'টি বাড়ি, একটি ফ্ল্যাট, কলকাতার দুটি ফ্ল্যাটের প্রত্যেকটি হাইওয়ের একদম কাছাকাছিই অবস্থিত। প্রতিটি বাড়িতেই গাড়ি পার্কিং এবং ঢোকা ও বের হওয়ার যথেষ্ট জায়গা আছে। তার চেয়েও বড় কথা বাড়িগুলো 'গোল্ডেন ভেন'-এর বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, চোরাচালানের ট্রানজিট পয়েন্ট বা জংশন হিসাবে বাড়িগুলো ব্যবহার হচ্ছে। তাই পাচার রুটের নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর সুপরিকল্পিতভাবেই সেগুলো তৈরি করা হয়েছে। সীমান্ত পার হওয়ার পর চোরাই সামগ্রী ফাঁকা বাড়িগুলোতে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে বা নিরাপদে প্যাকেটজাত করে তারপর পরবর্তী গন্তব্যের জন্য পাঠানো হত।

এরপর দশের পাতায়

তৃণমূলের বিএলএ-কে মার তৃণমূলেরই

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১১ নভেম্বর : ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল কালিয়াচকের নওদা যদুপুর এলাকা। মঙ্গলবার তৃণমূলের এক বুথ লেভেল এজেন্টকে (বিএলএ-২) বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল শাসকদলেরই আরেক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ওই বিএলএ-কে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে প্রাণে মারারও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূলের 'সন্ত্রাস' বলে পরিচিত বকুল শেখ ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় আহত ওই বিএলএ কালিয়াচক থানায় বকুল শেখ, তাঁর ছেলে, ভাই সহ মোট পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়সাল রাজা বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিচ্ছি।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে ওই বিএলএ-২ বুথে কাজ করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় তৃণমূলের ওই গোষ্ঠী তাঁকে ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ। তাঁকে মাটিতে ফেলে দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করা হয়। এমনকি সেই সময় আগ্নেয়াস্ত্রও উঁচিয়ে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। তৃণমূল কর্মীর ওপর হামলার ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। অভিযোগ, যদুপুরের বকুল শেখ, তাঁর ছেলে, ভাই এবং সহযোগীরা তৃণমূল কর্মী তথা বিএলএ-২ পদে কর্মরত আবদুল জব্বার শেখের ওপর হামলা চালান।

> বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিচ্ছি।
>
> **আব্দুর রহিম বক্সী**
> জেলা সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস

যদুপুর স্ট্যান্ডের ভোট সহায়তাকেন্দ্র থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন আবদুল। হামলায় আহত হন আবদুল। স্থানীয়রাই তাঁকে উদ্ধার করে সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। আবদুল বলেন, 'বকুল শেখ ও তার সহযোগীরা আমাকে ঘিরে ধরে। তারপরে মারধর শুরু করে। বন্দুক উঁচিয়ে আমাকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়।

এরপর দশের পাতায়

প্রশ্নে তদন্ত, সমাজমাধ্যমে ছিছিক্কার

সত্যের জয়, জামিনে মুক্ত পার্থর বিবৃতি

রিমি শীল

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : নিয়োগে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ। ঘরভর্তি কোটি কোটির বান্ডিল উদ্ধারের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকার অভিযোগ। কেলেঙ্কারি যত বড়ই হোক না কেন, শেষপর্যন্ত জামিন পেয়ে গেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিন বছর তিন মাস ১৯ দিন পর জেল হেপাজত থেকে বাড়ি ফিরলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। জেলে যাওয়ার সময় অবশ্য তিনি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী। তবে চাকরি কেনাবেচার অভিযোগটি তাঁর শিক্ষা মন্ত্রিত্বের সময়।

নামে জেল হেপাজত হলেও তিনি কিছুদিন ধরে চার দেওয়ালের মাঝে বন্দি ছিলেন না। চিকিৎসাধীন ছিলেন কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখান থেকে মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর নাকতলার বাড়িতে ফিরলেন পার্থ। দীর্ঘদিন জেলবন্দি, দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বোঝা গেল, এখনও তাঁর অনুগামীর অভাব নেই। তাঁরাই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে করতে প্রাক্তন মন্ত্রীকে পৌঁছে দিলেন বাড়িতে। যে বাড়ির নাম 'বিজয়কেতন।'

যদিও তাঁর জামিন নিয়ে বিরোধীরা তো বটেই, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছিছিক্কারে ভরে গিয়েছে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এত বড় দুর্নীতির পর জামিন পেয়ে যাওয়ার অর্থ কি অভিযোগ প্রমাণে ইডি, সিবিআইয়ের ব্যর্থতা নয়। হাইকোর্টের ভূমিকাও জনপরিসরের

বাড়ির পথে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। মন্তব্য করা হয়েছে, শাস্তি অভিযুক্তের হল না, হল শিক্ষকদের। যাঁদের একাংশ চাকরি হারিয়ে কার্যত পথে বসতে চলেছেন।

পার্থর দীর্ঘদিনের দলীয় সঙ্গী, এখন বিজেপি নেতা তাপস রায়ের ভাষায়, 'এটা কোনও মুক্তিই নয়। এরপর উনি কোন মুখে সমাজে, রাজনীতি কী করবেন, কোথায় যাবেন? দুর্নীতির শুরু তো ওঁরই হাতে করা। তখন ব্যবসায়ীরা ওঁকে দু'কোটির পার্থ বলে ডাকতেন।' প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর কথায় বা শরীরী ভাষায় অনুশোচনার লেশমাত্র দেখা যায়নি বাড়িতে। বরং তিনি যেন নিজেকে নির্দোষই দাবি করলেন।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'আইনের প্রতি আস্থাশীল ছিলাম। প্রাথমিক পর্যায়ে সত্যের জয় হয়েছে। আগামীদিনেও সত্যের জয় হবে।' পার্থর কথায়, 'আমি বেহালা পশ্চিমের মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। যাঁরা আমাকে সৎ মানুষ মনে করে পরপর পাঁচবার নির্বাচনে জিতিয়েছেন, আমি তাঁদের কাছে বিচার চাইতে যাব।' বিরোধীরা অবশ্য তাঁর জামিনে মুক্তি নিয়ে নানা ব্যঙ্গবিদ্রুপ করছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'ব্যাপারটা কাকতালীয়ভাবে হলেও দেখা যাচ্ছে যতদিন জামিন পাচ্ছিলেন না, ততদিন উনি অসুস্থ ছিলেন আর হাসপাতালে ছিলেন। এখন জামিন পাওয়ার পর উনি সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। বাড়িও গিয়েছেন।'

এরপর দশের পাতায়

পালাতে গিয়ে জালে ২

এসআইআর আবহে দুই দিনাজপুরে ধৃত দুই অনুপ্রবেশকারী। দীর্ঘদিন ওই দুই বাংলাদেশি এপারে ছিলেন।

নিউজ ব্যুরো

১১ নভেম্বর : রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতেই সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নড়াচড়া যেন বেড়ে গিয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহে রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তে ধরা পড়েছে একাধিক অনুপ্রবেশকারী। এরই মাঝে সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি ও উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে ফের দুটি পৃথক ঘটনায় বিএসএফ ও পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক নাবালিকা সহ দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। উত্তর দিনাজপুরে অনুপ্রবেশকারীদের সীমান্ত পারে মদত দেওয়ার অভিযোগে এক দালালকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

হিলি সীমান্তে সোমবার রাতে টহলদারি পুলিশের গাড়ি দেখে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন এক বাংলাদেশি তরুণ। তাঁর নাম মহম্মদ মাসুম। বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার লক্ষ্মীপুরে। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, ছয় মাস আগে তিনি অবৈধভাবে ভারতে ঢুকেছিলেন। তবে কোন পথে তিনি ভারতে প্রবেশ করলেন, কারা তাঁকে মদত দিয়েছিল, কোথায় কোথায় ছিল- তার সবটাই ধোঁয়াশায় ঢাকা। ধরা পড়ার পর মাসুম কখনও দাবি করেছেন, তিনি চেন্নাইয়ে কাজ করতেন, আবার কখনও বলেছে,ন কলকাতায় কাজ করেছিলেন। তাঁর অসংলগ্ন কথাবার্তায় পুলিশের সন্দেহ আরও বেড়েছে। তাঁর কাছে কোনও পরিচয়পত্র পাওয়া যায়নি। আদালতের নির্দেশে হিলি থানার পুলিশ

এরপর দশের পাতায়

রায়গঞ্জে আদালতে তোলা হচ্ছে ধৃত এক বাংলাদেশিকে।

আমার উত্তরবঙ্গ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২৬ _২০২৫/কে/৮৫৪ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের জন্যে সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিয়মঅনুসারে দেওয়া হলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	টেন্ডার সংখ্যা.	কাজের নাম	সংশোধনী মন্তব্য
১	আরটি২৬_২০২৫	নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেডিয়াম পরিসরে ক্রীড়া সুবিধার উন্নতকরণ।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে বিকাল ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/৩০_২০২৫/কে/৮৫৮; তারিখ: ১৮-১০-২০২৫ -এর জন্য সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে উপরের টেন্ডারের জন্য সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

টেন্ডার নং	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
৩০_২০২৫	কাটিহার ডিভিশনের প্রধান ট্রান্সফরমার সাব-স্টেশনগুলিতে এসইবি পাওয়ার সাপ্লাই ফিডের সাথে বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করা এবং যুক্ত/আনুষঙ্গিক কাজ।	টেন্ডার জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ এবং সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

উপরের টেন্ডারের অন্যান্য সকল শর্ত ও নিয়ম অপরিবর্তিত থাকবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/আরটি২৪_২০২৫/কে/৮৫২; তারিখ: ১৮-১০-২০২৫ -এর জন্য সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে উপরের টেন্ডারের জন্য সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

টেন্ডার নং	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
আরটি২৪_২০২৫	"বারসোই জংশনে ইআই-সিস্টেমের ইন্টারলকিং সহ উভয় প্রান্ত থেকে দুটি সংযোগহীন লাইনের সংযোগ" এসএন্ডটিকাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ।	টেন্ডার জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ এবং সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

উপরের টেন্ডারের অন্যান্য সকল শর্ত ও নিয়ম অপরিবর্তিত থাকবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২-২০ _২০২৫/কে/৮৪৮ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের জন্যে সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিয়মঅনুসারে দেওয়া হলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	টেন্ডার সংখ্যা.	কাজের নাম	সংশোধনী মন্তব্য
১	আরটি২-২০_২০২৫	কাটিহার মণ্ডলের সমগ্রে স্টেশন মাষ্টারের চেম্বার/কক্ষে এসির ব্যবস্থা করা	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে বিকাল ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের নিউ কোচবিহার হেলথ ইউনিটে ঠিকাভিত্তিতে অংশকালীন মহিলা চিকিৎসকের (সিএমপি) নিযুক্তি

নোটিস নং. সিএমএস-১২ অফ ২০২৫ তারিখঃ ৩১-১০-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার জংশনের মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক আলিপুরদুয়ার জংশনের মাণ্ডলিক রেলওয়ে চিকিৎসালয়ের হেলথ ইউনিট/নিউ কোচবিহারে প্রতিদিন ০৪ ঘন্টার কর্তব্যরত সময়ের জন্যে অংশকালীন ভিত্তিতে মহিলা চিকিৎসকের নিযুক্তির হেতু (মহিলা চিকিৎসকের একটি অসংরক্ষিত পদ) আবেদনপত্র আমন্ত্রণ করছে। আবেদন পত্র জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ২০-১১-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্য সহিত উপরোক্ত পদের জন্যে আবেদনপত্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের www.nfr.indianrailway.gov.in ওয়েবসাইটে উপরোক্ত সময়ের ভেতরে উপলব্ধ থাকবে।

মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/আরটি২৫_২০২৫/কে/৮৫৩, তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫-এর বিরুদ্ধে সংশোধনী

কারিগরি কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
১	আরটি২৫_২০২৫	কাটিহারে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং ক্রীড়া কার্যক্রমের সুবিধার্থে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অন্যান্য শর্ত ও নিয়মাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/আরটি২৭_২০২৫/কে/৮৫৫, তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫-এর বিরুদ্ধে সংশোধনী

কারিগরি কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
১	আরটি২৭_২০২৫	বাণিজ্যিক কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ "কাটিহার ডিভিশনের ১৮টি প্রস্তাবিত স্থানে এটিভিএম স্থাপনের জন্য সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এবং ল্যান সংযোগের কাজ" (স্টেশনঃ- কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জং, বারসোই জং, পূর্ণিয়া জং, জোগবনী, কিষাণগঞ্জ, সামসি, রায়গঞ্জ, ফোর্বসগঞ্জ, আরারিয়া কোর্ট, কালিয়াগঞ্জ, ডালখোলা, বালুরঘাট, আলুবাড়ি রোড, জলপাইগুড়ি, বুনিয়াদপুর এবং গঙ্গারামপুর)।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অন্যান্য শর্ত ও নিয়মাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙ্গিয়া মণ্ডলে টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটি২-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৬-২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৭-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও প্রান্তের শিশায় মির্জা শান্টিং নেকের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৫৮,৯৭,৩৬২.৪৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,২৯,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-১১-২০২৫ তারিখের ১৭.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই, রঙ্গিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৪৫_২০২৫/কে/৯৯৩, তারিখ: ০৭-১১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং ৪৫_২০২৫। কাজের নাম: ০২ বছরের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি ডিপো, কাটিহার ডিপো এবং বালুরঘাট ডিপোতে প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ ট্রেনের প্যান্ট্রি/সাব প্যান্ট্রি এলএইচবি কোচগুলিতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারেক্টিভ রিপেয়ার বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য: ৮১,৩৬,০৩৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৬২,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রঙ্গিয়া মণ্ডলে শান্টিং নেকের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৭৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬ তারিখঃ ১০-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ছয়গাঁও-মির্জা খণ্ডে ৩ × ১.২ মিটার স্প্যানের সেতু নং ৬৯৭ এর সম্প্রসারণ এবং সহযোগী ট্র্যাক লিংকিং ও বিভিন্ন পি-ওয়ে কার্য সহিত শান্টিং নেকের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৩,৩৬,২৪,৪৫৪.৬১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,১৮,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০১-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বক্সায় বাঘের সন্ধানে ৪০০ ট্র্যাপ ক্যামেরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ নভেম্বর : বক্সার জঙ্গলে চলবে বাঘের সন্ধান। তবে শুধু বাঘ নয়, বিভিন্ন জন্তুর খোঁজের পাশাপাশি নজরদারির কাজে ডিসেম্বর থেকে বক্সা টাইগার রিজার্ভে ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানোর কাজ শুরু হবে। কয়েকদিনের মধ্যে ট্রেনিং শুরু হবে বনকর্মীদের। এ বছর দুই ডিভিশন মিলিয়ে ৪০০টি নতুন ট্র্যাপ ক্যামেরা বসবে বলে জানিয়েছেন রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ। প্রতি বছর শীতকালে বক্সার জঙ্গলে ক্যামেরা লাগানো হয়। এ বছর সেই কাজ শুরু হবে আর দিন ১৫ পরে।

এদিন এ বিষয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি দেবাশিস শর্মা বলেন, 'গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি ক্যামেরা লাগানো হবে। পুরোনো কিছু ক্যামেরা নষ্ট হয়েছে। নতুন ক্যামেরা কেনা হয়েছে। এতে আরও ভালো নজরদারি থাকবে।' বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবছর প্রায় ২১০টি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল। তার আগের বছর ১৮০ ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল। এ বছর সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ফলে আরও বেশি বনকর্মীদের কাজে লাগানো হবে। বনকর্মীরা জানাচ্ছেন, বিগত বছরের কম সংখ্যক ক্যামেরা থাকায় এক জায়গায় বেশিদিন সেগুলি লাগিয়ে রাখা যায়নি। জায়গা বদল করতে হয়েছে। তবে, এ বছর প্রায় চার মাস এক জায়গায় ক্যামেরা লাগানো থাকবে।

প্রতি বছর শীতকালে ক্যামেরা লাগানো হয়। বর্ষার আগে খুলে ফেলা হয়। এপ্রিল মাসে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় মার্চে ক্যামেরা খুলে নেওয়া হবে বলে জানান বক্সার বনকর্তারা। ট্র্যাপ ক্যামেরাগুলোর মাধ্যমে বক্সায় বাঘের ছবি পাওয়া যায়। ২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘের ছবি ধরা পড়ে ট্র্যাপ ক্যামেরায়। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে আবার বক্সায় বাঘের ছবি ধরা পড়েছিল। তবে এরপর প্রায় দুই বছর কেটে গেলেও বক্সায় দেখা যায়নি বেঙ্গল টাইগার। বনকর্তারা অবশ্য জানিয়েছিলেন, বক্সায় যে বাঘ দেখা গিয়েছিল সেটা ভুটান থেকে এসেছিল। এবছর ট্র্যাপ ক্যামেরায় ওইরকম বাঘের ছবি ধরা পড়ার আশা করা হচ্ছে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভকে বাঘের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হয়েছে। বনবস্তি স্থানান্তর থেকে জঙ্গলে বিভিন্ন হরিণ ছাড়া হয়েছে। তবে বাঘের অস্তিত্ব নিয়ে বারবার প্রশ্ন ছিলই। ট্র্যাপ ক্যামেরায় জঙ্গলের পরিবেশের ওপর সহজে নজরদারি সম্ভব। আর বাঘ থাকলে সেটাও ট্র্যাক করা যেতে পারে। এছাড়া ওই ক্যামেরায় বিভিন্ন সময় নানা বিরল জন্তুর ছবি ধরা পড়ে। বন দপ্তর জানাচ্ছে ক্যামেরায় যে ছবি ওঠে সেগুলো দেখতে দুই মাস সময় লেগে যায়। এবার ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ায় সেই কাজে আরও বেশি সময় লাগতে পারে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভ।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-২২-২৫-২৬; তারিখ: ০৭-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-২২-২৫-২৬; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার জং ডিভিশনে: এমএসিএল-গুলির (০৪ এলসিডি-গুলির)-এর সাথে এলসি গেটগুলির ইন্টারলকিং-এর সাথে সম্পর্কিত এলসি গেটে যেমন সিএ-১, সিএ-৮, সিএ-১৯ এবং সিএ-২০ -এ ৪টি ৫ কেভিএ, ২৫ কেভি/২৪০ভি একক ফেজ এটি সরবরাহের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ১৯,২৬,২১৮.২১/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩৮,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে কর্মী সরবরাহ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৮৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ০৭-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ডিইএন-III/রঙিয়ার এখতিয়ারে বিভিন্ন বিটে টহলদার হিসেবে কাজ করার জন্য কর্মী সরবরাহ (দুই বছরের জন্য)। টেন্ডার মূল্য: ৬,৪৪,২৫,১৯২.৮৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৭২,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

TENDER

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafied outsider for development works vide - N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/06/ 2025-2026. **Dt.10.11.2025** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৯১, তারিখঃ ০৬.১১.২০২৫, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ কাজের নামঃ (১) "নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য নিউ ফরাক্কা জংশনে (এনএফকে) ডুয়াল ডিটেকশন তৈরী করতে এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (২) "নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য বারহারওয়া জংশনে (বিএইচডব্লু) বর্তমান ডিসি ট্র্যাক সার্কিট সহ এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৩) "নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য সকরিগলি (এসএলজে)-তে বর্তমান ডিসি ট্র্যাক সার্কিট সহ এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৪) "নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য সাহেবগঞ্জে (এসবিজি) ডুয়াল ডিটেকশন তৈরী করতে এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৫) "নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য মির্জাচৌকি (এমজেডসি)-তে বর্তমান ডিসি ট্র্যাক সার্কিট সহ এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২০,০০,৪৮২.৮৫ টাকা, বায়নামূল্যঃ ৪০,০০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪.১১.২০২৫ থেকে ২৮.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডঃ ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in, নোটিস বোর্ডঃ সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/অফিস/মালদা টাউন। www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

MLD-222/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখঃ ০৪.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ ই-টেন্ডার নংঃ এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_২৭_ওটি আরও, তারিখঃ ০৪.১১.২০২৫। কাজের নামঃ জরুরী অবস্থার সময়ে ব্যবহারের জন্য সুরক্ষা সামগ্রী রাখার জন্য মালদা ডিভিসনের সকল স্টেশনে উভয় প্রান্তে লোকেশন বক্সের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৩০,৪৬,৮০০ টাকা। বায়নামূল্যঃ ৬০,৯০০ টাকা। ই-টেন্ডার জমা করার তারিখ এবং সময়ঃ ১২.১১.২০২৫ থেকে ২৬.১১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডঃ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ডঃ সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা।

MLD-219/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৮৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫৪৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫৪৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২৯ _২০২৫/কে/৮৫৭ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের জন্যে সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিয়মঅনুসারে দেওয়া হলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	টেন্ডার সংখ্যা.	কাজের নাম	সংশোধনী মন্তব্য
১	আরটি২৯_২০২৫	কাটিহার মণ্ডলের রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো/খেড়ে স্থিত ওয়াশিং/সিক লাইনে এইচওজি কোচসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা করা।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে বিকাল ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২৩ _২০২৫/কে/৮৫১ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের জন্যে সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিয়মঅনুসারে দেওয়া হলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	টেন্ডার সংখ্যা.	কাজের নাম	সংশোধনী মন্তব্য
১	আরটি২৩_২০২৫	ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "যোগবানীতে-স্ট্যাবলিং লাইন, শান্টিং নেকের নির্মাণ এবং পিএফ লাইনে লোকো রিভার্সাল লাইনের পরিবর্তন"।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে বিকাল ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/আরটি২২_২০২৫/কে/৮৫০, তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫-এর বিরুদ্ধে সংশোধনী

কারিগরি কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
১	আরটি২২_২০২৫	"জালালগড় (জেএজি)-এ ড্রেনেজ সিস্টেম, গুডস অফিস, মার্চেন্ট রুমের উন্নয়ন এবং পূর্ণিয়া (পিআরএনএ), রানীপত্র (আরএনএক্স), বাটনাহা (বিটিএফ), জালালগড় (জেএজি)-এ গোডাউনের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অন্যান্য শর্ত ও নিয়মাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

এসএলআর-এর পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ দুই ফেজে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরুকারী ট্রেন নং. ১৩০৩৩/৩৪-তে ০১টি আরটিভিপি এবং ২৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ৩০টি এসএলআর কম্পার্টমেন্টের পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। ক্রমিক নং. এবং অকশন ক্যাটালগ নংঃ (১) পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-১১বি, কম্পার্টমেন্টঃ ১০টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৫টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ১৯.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। ক্রমিক নং. এবং অকশন ক্যাটালগ নংঃ (২) পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-১১সি, কম্পার্টমেন্টঃ ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৫টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট এবং ট্রেন নং. ১৩০৩৩/১৩০৩৪-তে ০১টি আরটিভিপি। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ২১.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট।

HWH-390/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কর্মখালি

শিলিগুড়ি বিধান রোডে মুদিখানা দোকানে কাজের জন্য লোক চাই। (M) 98320 64349. (C/119119)

অ্যাফিডেভিট

গত 03-11-2025 তারিখ J.M. 1st Class সদর কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমি Arati Roy-এর পরিবর্তে রীতা Tiwari নামে পরিচিত হলাম। Rita Tiwari এবং Arati Roy উভয়ই একই ব্যক্তি। ঘুঘুমারী, কোচবিহার।

●

আমি Ram Prasad Das আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 7/11/25 এ E.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Surjo Das, S/o Ram Prasad Das থেকে Surya Prasad Das, S/o Ram Prasad Das করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119073)

●

I, Ruma Barman, D/o Nirmal Barman, Vill: Chechakhata, PO: APD Jn, Alipurduar, do hereby declare that Ruma Barman Sarkar and Ruman Barma is one and same identical person, vide affidavit Sl. No : 6460 of 10.11.25 sworn before the 1st class Judicial Magistrate, Alipurduar. (C/118734)

●

I SADHU RAM ROY before E.M. Court, Jalpaiguri on 13.01.2020 by affidavit declared that my actual name is Sadhu Ram Roy, that Sadhu Ram Roy and Sudhu Ram Roy is same and one identical person. (C/118578)

●

I SHIULI ROY before E.M. Court, Jalpaiguri on 13.01.2020 by affidavit declared that my actual name is Shiuli Roy, that Shiuli Roy and Sheeuli Roy is same and one identical person. (C/118579)

কর্মখালি

সেলাই জানা দক্ষ মহিলা প্রশিক্ষক চাই। ময়নাগুড়ি S.B.I তিনতলা সেন্টারের জন্য। বায়োডাটা সহ যোগাযোগ করুন। (M) 9641994098. (S/C)

●

Gangtok Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের ঃ- পরিশ্রমী লোক চাই। (S) 30,000/- পর্যন্ত। 9434117292. (C/119119)

স্মরণে

স্বর্গীয় তপন দাস, প্রয়াণ- 12-11-23. শোকাহত ঃ তরুণ ভিলা দাস পরিবার, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/119901)

অ্যাফিডেভিট

স্ত্রীর আধার, এপিক এবং মেয়ের আধার ও জন্ম শংসাপত্রে নাম অমিল থাকায় দিনহাটা JM (1st. Cl.) কোর্টে 6.11.2025 অ্যাফিডেভিট বলে আমি Chhalim Ali Sekh ও Salim Ali এবং স্ত্রী Sahinur Bibi ও Sahinur Khatun Bibi একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সাং- সেউটি-১ খণ্ড, দিনহাটা। (S/M)

●

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB 63 2010 0874781) পিতার নাম Lalit Baul থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে 11.11.2025 অ্যাফিডেভিট বলে Lalit Ranjan Baul হইল। Sandip Baul, Ward No. 7, Dinhata. (S/M)

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-010/2025-26 (2nd Call)** Last date of online bid submission **04/12/2025 Hrs. 09:00 AM.** For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

e- TENDER Corrigendum

Vide notification no. 1718 & 1719/ DCFS/JPG/25, Dt: 07/11/25 bids are requested from interested bidders for engagement of vendors for Stationeries and Goods Vehicles.
Last Date of Submission: 03/12/25 till 5 P.M. for Stationeries & 04/12/2025 till 2 P.M. for Goods Vehicles.
Please follow the website **https://www.wbtenders.gov.in** and notice board O/o DCF & S, Jalpaiguri.

Sd/- DCF & S, Jalpaiguri

আজ টিভিতে

ময়ূরই অনুভবের হারিয়ে যাওয়া বৌ বনলতা জানতে পেরে অবাক লাজু। **কনে দেখা আলো** রাত ৯.৩০ **জি বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ বিধাতার লেখা, দুপুর ১.০০ চ্যাম্প, বিকেল ৪.১৫ আমার মায়ের শপথ, সন্ধে ৭.৪৫ লভ এক্সপ্রেস, রাত ১০.৪৫ শক্তি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ সঙ্গী, বিকেল ৪.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ রণক্ষেত্র

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মধু মালতী, দুপুর ১২.০০ মায়ের অধিকার, ২.৩০ পুত্রবধূ, বিকেল ৫.০০ মেমসাহেব, রাত ১০.৩০ চৌধুরী পরিবার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দাদাঠাকুর

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম প্রতিজ্ঞা

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.১২ ফোর্স-টু, বিকেল ৩.১৯ বিস্ফোট, ৫.৩১ গেহরাইয়াঁ, সন্ধে ৭.৫৯ মিশন মঙ্গল, রাত ১০.১৩ ভূত পুলিশ

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫২ কেদারনাথ, দুপুর ২.০১ আ অব লওট চলেঁ, বিকেল ৫.০৩ বাগি, সন্ধে ৭.৩০ রিয়েল টেভর, রাত ৯.৪৬ মিস্টার জু কিপার

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ গুমরাহ, বিকেল ৩.৫০ দিল কা রিস্তা, সন্ধে ৬.৫০ জিদ্দি, রাত ১০.০০ ঢোল

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৫ আচার্য, দুপুর ১.৪৪ বিজয় দ্য মাস্টার, বিকেল ৪.৫৩ ওয়েলকাম ব্যাক, সন্ধে ৭.২৮ জান, রাত ১০.২৪ ওয়ান্টেড

জি সিনেমা : বেলা ১১.০২ জয় সিমহা, দুপুর ১.৫৩ এতরাজ, বিকেল ৪.৪৫ গেম চেঞ্জার, সন্ধে ৭.৫০ মায়া পুথগম, রাত ১১.৪৬ নাম্বার ওয়ান বিজনেসম্যান

ওয়েলকাম ব্যাক
বিকেল ৪.৫৩ **জি অ্যাকশন**

জাঙ্গল প্ল্যানেট সন্ধে ৭.২১
অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

মায়া পুথগম (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) সন্ধে ৭.৫০ **জি সিনেমা**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কাউকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সাধ্যের বাইরে খরচ করতে যাবেন না। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে চলেছেন। বৃষ : নতুন বাড়ি কেনার জন্য ব্যাংক ঋণ অনুমোদনের সম্ভাবনা। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। মিথুন : বাবার চিকিৎসার জন্য খরচ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে অধিক কাজের জন্য মানসিক চাপ বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। কর্কট : সামান্য অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। সিংহ : পরিবারের কারও শারীরিক অসুস্থতার জন্য ভ্রমণের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হতে পারে। মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হবে। কন্যা : সংসারের আর্থিক অচলাবস্থা কেটে যাবে। সৃষ্টিশীল কাজের জন্য সম্মানিত হবেন। প্রেমের দোলাচল কাটবে। তুলা : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের জন্য গর্বিত হবেন। কুচক্রী সহকর্মীর কারণে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চোখে আপনার সুনাম নষ্ট হবে। বৃশ্চিক : বহুদিন ধরে চলা কোনও মামলার ফল আপনার পক্ষে যাবে। অত্যধিক বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। ধনু : অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে শারীরিক দুর্বলতার শিকার হতে পারেন। কাউকে টাকা ধার দিয়ে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। মকর : দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতায় জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। কুম্ভ : নতুন কোনও ব্যবসা শুরু করার আগে অভিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। মীন : নিজের অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতার কারণে সাফল্য পাবেন। জমি নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলোচনায় ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২১ কার্তিক, ১২ নভেম্বর, ২০২৫, ২৫ কাতি, সংবৎ ৮ মার্গশীর্ষ বদি, ২০ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫২, অঃ ৪।৫১। বুধবার, অষ্টমী শেষরাত্রি ৪।৪। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ১২।২০। শুক্রযোগ দিবা ২।৩১। বালবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৩১ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৪।৪ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ১২।২০ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, শেষরাত্রি ৪।৪ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৮।৩৭ গতে ৯।৫৯ মধ্যে ও ১১।২২ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩৭ গতে ৪।১৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- বিক্রয়বাণিজ্য। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টোমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রথমাষ্টমীকৃত্য (উৎকল)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫১ মধ্যে ও ৭।৩৪ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৩২ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪১ গতে ৬।৩৪ মধ্যে ও ৮।২১ গতে ৩।২৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৫১ গতে ৭।৩৪ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ৩।২২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জলাজমি ভরাটের ছক

কুয়াশার আড়ালে তৎপর মাটি মাফিয়ারা

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১১ নভেম্বর : প্রতি বছর শীতে ঘন কুয়াশার সুযোগ নিয়ে মাটি মাফিয়ারা পুরাতন মালদা ব্লকের সরকারি জলাশয় ভরাটের তৎপরতা শুরু করে। বিশেষ করে এই কারবার চালানো হয় রাতের অন্ধকারে। অতীতের বেহুলা নদীর একাংশ ভরাট হওয়া এবং সরকারি পুকুর দখল হওয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে এবার প্রথম থেকেই ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্তারা কঠোর নজরদারি শুরু করেছেন।

সূত্রে খবর, সন্ধ্যা নামার পর রাস্তায় লোকজন কমে গেলে এবং ঘন কুয়াশার সুযোগ নিয়ে মাফিয়ারা বেহুলা নদী এবং জাতীয় সড়কের ধারে থাকা নয়নজুলিগুলি অবৈধভাবে মাটি দিয়ে ভরাট করার ছক কষছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পঞ্চায়েত এলাকায় মাফিয়ারা সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে। তবে প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এবার শুরুতেই লাগাম টানতে তৎপর। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কোথাও মাটি পাচারের চেষ্টা, পুকুর ভরাট, কিংবা নদী বোজানোর চেষ্টা হলে কড়া পদক্ষেপ করা কড়া হবে। মাটি কাটতে হলে সরকারিভাবে রাজস্ব জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

পুরাতন মালদার নলডুবিতে নয়নজুলি বুজিয়েছে মাফিয়ারা।

কিন্তু মাটি মাফিয়ারা এই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবাধে মাটি তুলে ঢালু জমি, জলাশয় ভরাটের কাজ করে থাকে, ফলে সরকারি কোষাগারে সঠিক রাজস্ব জমা হয় না। এই পরিস্থিতিতে রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত, জমির চরিত্র বদল এবং পরিবেশের ক্ষতি রোধ করতে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর এবার শুরু থেকেই সতর্ক রয়েছে।

বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরে জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি দপ্তর) দেবাহুতি ইন্দ্র বলেন, 'কেউ যদি অবৈধভাবে জলাভূমি ভরাট করে, তবে সেই জলাভূমি পুনরুদ্ধার করে এফআইআর দায়ের করা হবে।'

পুরাতন মালদা ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'অবৈধভাবে মাটি পাচারের চেষ্টা হলে আমরা কড়া পদক্ষেপ করব। তবে এখনও এ ধরনের কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি।' যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সজনী পাহাড়িয়া এ বিষয়ে তাঁদের কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'মাটি পাচারের কাজ এখনও শুরু হয়নি। আমরা পঞ্চায়েত থেকেও কড়া নজর রাখছি। কোথাও অবৈধ ভরাট হলে আমরা ভূমি দপ্তরের কর্তাদের মাধ্যমে পদক্ষেপ করব।' বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অবৈধ ভরাটের ফলে একদিকে যেমন কৃষিজমির চরিত্র নষ্ট হয়, তেমনই জল সংরক্ষণের উৎসগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে মাটি মাফিয়ারা অতীতেও যে ক্ষতি করেছে, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সক্রিয়তা স্থানীয় পরিবেশ ও সরকারি সম্পত্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। যাত্রাডাঙ্গার বাসিন্দা সুদাম লোহারের মন্তব্য, 'প্রশাসনকে সজাগ থাকতে হবে, না হলে এবারও অবাধে মাটি পাচার হবে এবং সরকারি রাজস্ব আদায় হবে না।'

সজাগ প্রশাসন

মাফিয়ারা বেহুলা নদী এবং জাতীয় সড়কের ধারে থাকা নয়নজুলিগুলি অবৈধভাবে মাটি দিয়ে ভরাট করার ছক কষছে

প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এবার সতর্ক রয়েছে

কোথাও মাটি পাচারের চেষ্টা, পুকুর ভরাট কিংবা নদী বোজানোর চেষ্টা হলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন

সালিশি সভায় সংঘর্ষ, আহত চার

কালিয়াচক, ১১ নভেম্বর : কালিয়াচক থানার শেরশাহি স্ট্যান্ড এলাকায় মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ পারিবারিক অশান্তির জেরে দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সালিশি সভার মধ্যেই শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। মুহূর্তের মধ্যে বাকবিতণ্ডাকারীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে একে-অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। হাতাহাতি চরম পর্যায়ে পৌঁছোলে উভয়পক্ষ মিলিয়ে চারজন আহত হন।

স্থানীয় সূত্রের খবর, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যকলহ মেটাতে এদিন দুপুরে দুই পরিবারের সদস্যরা গ্রামে সালিশি সভায় বসেন। উভয়পক্ষের সর্দারি ও মোড়লরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে আলোচনা শান্তিপূর্ণ থাকলেও, এক পর্যায়ে দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরক্ষণেই উভয়পক্ষ একে-অপরের ওপর চড়াও হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় আহতদের দ্রুত সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সংঘর্ষের খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে দু'পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করে। কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী বলেন, 'উভয়পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

প্রথম পক্ষের সদস্য জিয়াউল শেখ বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সালিশি সভায় বসেছিলাম। কিন্তু ওরা হঠাৎই গালাগালি করে এবং আমাদের ওপর হামলা চালায়। আমাদের দুজন আহত হয়েছে।' একই সুরে ওই পক্ষেরই হারুন শেখ নিজেদের আত্মরক্ষার কথা জানান। অপর পক্ষের সদস্য জিয়া শেখ পাল্টা বলেন, 'ওদের ঝাঁপিয়ে পড়ায় আমাদের পক্ষেরও কয়েকজন আহত হয়েছেন।' দ্বিতীয় পক্ষের রেসিউল শেখ ও ছবি বিবি জানান, তাঁরা ন্যায়বিচার দাবি করেছেন।

কিছুই অবশিষ্ট নেই। ভস্মীভূত বাড়িতে স্থানীয়দের জমায়েত। লালাপুর গ্রামে। মঙ্গলবার।

গভীর রাতে আগুন, ছাই ৩টি বাড়ি

হরষিত সিংহ

মালদা, ১১ নভেম্বর : বসতি এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! গুরুত্বপূর্ণ নথি সহ বিভিন্ন সামগ্রী ছাই হয়ে গিয়েছে। তিনটি পরিবারের বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই বলে খবর। ঘটনায় পুড়েছে এসআইআর-এর ফর্মও। জখম হয়েছেন এক গৃহকর্তা সহ প্রতিবেশী দুজন। তাঁরা মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ইংরেজবাজার থানার অমৃতি পঞ্চায়েতের লালাপুর গ্রামের ঘটনা। প্রাথমিক অনুমান, গভীর রাতে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের উৎপত্তি। পরপর তিনটি বাড়িতে ছড়ায় আগুন। এর ওপর গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে বিকট শব্দে আতঙ্ক ছড়ায়। চিৎকারে ছুটে আসেন আশপাশের বাসিন্দা। পরিবারের অন্যদের ঘুম থেকে তুলতে গিয়ে পুড়ে যান সারিউল। আগুন নেভাতে এসে প্রতিবেশী নুর নবি শেখ ও ইসমাইল শেখ নামে আরও দুজন জখম হন।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের রুকসানা বিবি বলেন, 'দুই সন্তানকে নিয়ে ঘরে ঘুমিয়ে ছিলাম। আগুনে বাড়ির সমস্ত কিছু পুড়ে গিয়েছে। কিছুই বার করতে পারিনি। কোনওক্রমে দুই সন্তানকে নিয়ে গলি দিয়ে বেরিয়ে আসি।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম সারিউলের বাড়ি থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। টোটো চার্জে দেওয়া ছিল। সেখান থেকে শর্টসার্কিট হয় বলে প্রাথমিক অনুমান সকলের। পেশায় ফেরিওয়ালা সারিউল। বাড়িতে মজুত ছিল ফেরির সামগ্রী। আগামী মাসে তাঁর মেয়ের বিয়ে। তার জন্য বাড়িতে নগদ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মজুত ছিল। সমস্তই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। প্রতিবেশী সেনাউল শেখ বলেন, 'কীভাবে আগুন লেগেছে আমরা জানি না। তিনটি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। নথি থেকে আসবাবপত্র সমস্ত কিছুই পুড়ে গিয়েছে।'

জানা গিয়েছে, তিন পরিবারের পাঁচজন সদস্য ইতিমধ্যে এসআইআর ফর্ম পেয়েছিলেন। অগ্নিকাণ্ডে সেগুলিও পুড়ে গিয়েছে। যদিও প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা অনলাইনে ফের ফর্ম পেয়ে যাবেন।

তিনটি পরিবারের প্রায় ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি। এছাড়া একাধিক গবাদিপশুও পুড়ে মারা গিয়েছে। রাতেই স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পৌঁছোয় দমকল। স্থানীয় বাসিন্দা ও দমকলের যৌথ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

বিপাকে ৩ পরিবার

- গভীর রাতে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের উৎপত্তি। পরপর তিনটি বাড়িতে ছড়ায় আগুন
- গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে বিকট শব্দে আতঙ্ক ছড়ায়
- টোটো চার্জে দেওয়া ছিল। সেখান থেকে শর্টসার্কিট হয় বলে প্রাথমিক অনুমান
- গুরুত্বপূর্ণ নথি সহ ঘটনায় পুড়েছে এসআইআর-এর ফর্মও
- নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁরা অনলাইনে ফের ফর্ম পেয়ে যাবেন

বিজেপির সহায়তা শিবির

কুমারগঞ্জ, ১১ নভেম্বর : কুমারগঞ্জে শুরু হয়েছে সিএএ সংক্রান্ত সহায়তা শিবির। বিজেপির উদ্যোগে ব্লকের একাধিক স্থানে এই শিবির বসানো হয়েছে, যেখানে উদ্বাস্তু হিন্দুদের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা হচ্ছে। বিজেপির দাবি, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই অথচ দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বসবাস করছেন, তাঁদের সবাইকে নাগরিকত্ব দেওয়াই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক রজত ঘোষ বলেন, 'কুমারগঞ্জের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই দুটি করে মোট ১৬টি সিএএ সহায়তা ক্যাম্প করা হবে। প্রত্যেক হিন্দু নাগরিকত্বের আবেদন করলেই এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে সিএএ-র আওতায় নাগরিকত্ব পাবেন। আমরা চেষ্টা করব, ভোটের আগেই যাতে তাঁদের ভোটার তালিকায় নাম তোলা যায়। অত্যাচারিত হিন্দুদের পাশে বিজেপি আছে।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

হরিরামপুর, ১১ নভেম্বর : বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারে কাজ করার সময় এক অস্থায়ী বিদ্যুৎকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি সোমবার সন্ধ্যায় পাটন মোড়ে ঘটেছে। মৃতের নাম নাজমুল হক (৪০)। তিনি হরিরামপুরের বাসিন্দা। ওইদিন সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ না থাকায় পাটন মোড়ের ট্রান্সফর্মারে উঠে কাজ করার সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তড়িঘড়ি তাঁকে হরিরামপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। মঙ্গলবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাটে পাঠানো হয়।

সাইকেল বিলি

কুশমণ্ডি, ১১ নভেম্বর : সবুজ সাথীর সাইকেল পেল ছাত্রছাত্রীরা।কুশমণ্ডি ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকেঢাকঢোল হাইস্কুল, নাহিট হাইস্কুল এবং মহিপাল হাইস্কুলের ৫৪৪ জন পড়ুয়াকে মঙ্গলবার সবুজ সাথীর সাইকেল বিতরণ করা হয়। বিডিও নয়না দে জানান, প্রতিটি হাইস্কুল থেকে পাঠানো তালিকা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে।

রাস্তা দখলমুক্ত করার দাবি গ্রামবাসীর

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১১ নভেম্বর : রায়গঞ্জ ব্লকের ১০ নম্বর মাড়াইকুড়া অঞ্চলের ভিটি কাটিহার এলাকায় প্রায় ৩০০ মিটার রাস্তা দখলমুক্ত করার দাবি জানিয়ে সরব হয়েছেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, রাস্তার দু'ধারে থাকা বাসিন্দারা জমি দখল করে চাষবাস করছেন। ইতিমধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে শুরু করে পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু তারপরও কোনও সুরাহা না হওয়ায় এবার বৃহত্তর আন্দোলনের শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

মঙ্গলবার গ্রামবাসীরা এনিয়ে গ্রামে সংগঠিত হন। গ্রামবাসী চিরঞ্জিত মণ্ডল বলেন, 'আমাদের রাস্তাটির দু'পাশে থাকা ব্যক্তিরা রাস্তা কেটে নিজেদের জমিতে নিয়ে নিয়েছেন। এক বছর আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য থেকে শুরু করে প্রধানকে এবিষয়ে জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। তাই আবার নতুন করে তাঁদের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছি। আমাদের একটাই দাবি। গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তা দখলমুক্ত করা হোক।' রাস্তা কেটে নেওয়ায় সমস্যায় পড়েছে এলাকার বেশকিছু পরিবার। তারা নিজেদের জমিতে কৃষিকাজ করতে যেতে পারছে না। নিজেদের জমিতে যেতে তাদের অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে।

করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এর ফলে নিজেদের জমিতে যেতে পারছি না। কোনও ফসল আনা যাচ্ছে না। প্রশাসনের সব জায়গায় জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই এবার আন্দোলনে নামছি।'তবে এদিন মাড়াইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের

দখল করা জমিতে হয়েছে চাষবাস। ১০ নম্বর মাড়াইকুড়া অঞ্চলে।

গ্রামবাসী বিজয় মজুমদার অভিযোগ করেন, রাস্তা দখল হয়ে যাওয়ায় তাঁদের প্রতিদিন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তিনি বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত ও প্রশাসন এই নিয়ে ব্যবস্থা নিলে সমস্যা মিটবে।'

গ্রামবাসী অর্চনা বিশ্বাসের অভিযোগ, রাস্তার পাশে যাঁদের জমি ছিল তাঁরা পুরো রাস্তা দখল

প্রধান তৃষা প্রামাণিক রায় গ্রামবাসীদের সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে নেন।

তিনি বলেন, 'সোমবার আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে এই বিষয়ে অভিযোগ এসেছে। আমি বিষয়টি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে জানিয়েছি। আশা করি, সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে।'

মেলার রেশ কাটেনি। মঙ্গলবারও কেনাকাটা চলেছে বোল্লামেলায়। ছবি : মাজিদুর সরদার

কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম মৃয়ান্ত

বুনিয়াদপুর, ১১ নভেম্বর : কলকাতায় বিবেকানন্দের বাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতার মূল পর্বে প্রথম হয়ে পুরস্কৃত হয়েছে বংশীহারীর দৌলতপুর উচ্চবিদ্যালয়ের একাদশের ছাত্র মৃয়ান্ত চক্রবর্তী। তার বাড়ি দৌলতপুর এলাকায়। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরে রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজিত অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বে সফল হয়ে মূল পর্বে অংশগ্রহণ করার সুযোগ অর্জন করে মৃয়ান্ত। ১১ অক্টোবর স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িতে আয়োজিত মূল পর্বে সে প্রথম স্থান অধিকার করে। ৯ নভেম্বর এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মৃয়ান্তকে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। তার এই সাফল্যে খুশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

সরকারি কর্মশালা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ নভেম্বর : বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সদ্ভাব মণ্ডপে মঙ্গলবার সচেতনতা কর্মসূচি এবং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন সহ এলাকার বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

এই কর্মসূচি সম্পর্কে হরিশ্চন্দ্রপুর দুই নম্বর ব্লকের বিডিও তাপস পাল বলেন, 'শিশু সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ, মানব পাচার এই সমস্ত বিষয় নিয়ে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। আগামীতে এলাকায় এই ধরনের সমস্যা নিরসনে এই কর্মসূচি আমাদের সহায়তা করবে।'

বিষপানে মৃত্যুর দাবি

মালদা, ১১ নভেম্বর : সোমবার রাতে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। মৃতার নাম কোকিলা মণ্ডল (৬১)। তিনি ইংরেজবাজারের বাসিন্দা। পরিবারের সদস্যদের দাবি, বেশকিছু দিন ধরে ওই মহিলা বার্ধক্যজনিত শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। এর ফলে তাঁর মধ্যে মানসিক অবসাদ তৈরি হয়েছিল। সেই অবসাদ থেকে পরিবারের সদস্যদের অজান্তে তিনি বিষ পান করেন। পরে পরিবারের লোক তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করেছিলেন। ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনা

মালদা, ১১ নভেম্বর : টোটো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম ৬ জন। মঙ্গলবার দুপুরে ইংরেজবাজারের মিল্কি বাসস্ট্যান্ডে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। খবর পেয়ে ছুটে আসেন ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে একটি যাত্রীবোঝাই টোটো মালদার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় উলটোদিক থেকে আসা একটি বাইকের সঙ্গে টোটোটির সংঘর্ষ হয়। টোটো উলটে আহত হয়েছেন চার যাত্রী সহ টোটোচালক ও বাইকচালক।

পথ সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

পথ অবরোধ ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা। মঙ্গলবার তিতপুরে।

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ১১ নভেম্বর : মালদা জেলার পাকুয়াহাট-গাজোল রাজ্য সড়কের তিতপুর এলাকায় রাস্তার বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে অবরোধে শামিল হলেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। মঙ্গলবার এই অবরোধের ফলে ওই রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে অবরোধ তুলে দেয়।

অবরোধে উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দা মন্মথনাথ মণ্ডল বলেন, 'তিতপুর থেকে মালদোপাড়া এবং বিচনকুড়ি অভিমুখে যাওয়া দুটি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় রয়েছে। বর্ষার সময় রাস্তার গর্তে জল জমে কর্দমাক্ত হয়ে থাকে। বছরের অন্য সময় এবড়োখেবড়ো পথ দিয়ে যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বহুবার প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।'

আরেক প্রতিবাদী হৃদয় মণ্ডল জানালেন, কয়েক বছর আগেও এই রাস্তার দাবিতে মানুষ অবরোধ করেছিলেন। তখন আশ্বাস দেওয়া হলেও কাজ শুরু হয়নি। বাধ্য হয়ে ফের তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন।

অবশেষে পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে অবরোধ তোলার আবেদন জানান এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাতে বলেন।

এদিনকার মতো অবরোধ তুলে নেওয়া হলেও বাসিন্দাদের হুঁশিয়ারি, যদি দ্রুত রাস্তার সংস্কার না হয় তবে তাঁরা ফের বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন শিলিগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, শিলিগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা হেমু আগরওয়াল - কে

05.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92B 86124 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারিতে আমি এক কোটি টাকা জিতেছি, এই খবরটা সবাইকে জানাতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আশেপাশে অনেকে কোটিপতি হতে দেখে আমিও একদিন জেতার স্বপ্ন দেখতাম। আজ সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। আমার এই স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শেষ হয়েও হয় না শেষ বোল্লামেলা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১১ নভেম্বর : বিসর্জনের বাজনাও নিঃশব্দ হয়েছে সোমবার। মন্দিরের পাশের বিসর্জনের ঘাট শুনসান। বোল্লা মায়ের প্রতিমা জলে মিশে গিয়েছে অনেকটাই। কিন্তু উৎসবের রেশ যেন সর্বত্র। যা মনে করায় রবি ঠাকুরের 'শেষ হয়েও হইল না শেষ'। অতৃপ্তদের ভিড় বোল্লামেলায়। তাঁদের জন্যই যেন বিসর্জনের পরেও মেলার সাঙ্গ ঘটেনি। মঙ্গলবারও মেলায় মনিহারি ও গৃহস্থালির সামগ্রীর দোকানগুলিতে উপচে পড়া ভিড়, ভিড় জমাচ্ছেন মহিলারাও। যাতে স্পষ্ট, এখনই মেলা শেষ হওয়ার নয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে নতুন করে বসতে শুরু করেছে কাঠের সামগ্রীর দোকান। কাঠের মেলা আগামী ১৫ দিন ধরে চলবে।

বিকেল গড়াতেই মেলায় শুরু হয়েছে দৈনন্দিন ব্যবহারের টুকিটাকি কেনাকাটা। মেলা প্রাঙ্গণে ঢুকতেই দেখা যায় রঙিন চুড়ির ঝনঝনানি, আলতার গন্ধ, বিভিন্ন সামগ্রীর পসরা। মহিলাদের ভিড় সর্বত্র। বোল্লাকালীপুজো শেষে মেলায় এমন ভিড় নতুন নয়। কিন্তু এবছর ভিড় এবং কেনাকাটা অতীতকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। গঙ্গারামপুরের মনিহারি সামগ্রীর ব্যবসায়ী সুবল মণ্ডল বললেন, 'পুজোকেন্দ্রিক মেলাগুলিতে সাধারণত দেবী বিসর্জনের পর ভিড় কমে যায়। কিন্তু বোল্লামেলায় ঘটছে উলটো। বিসর্জনের পরেও বিক্রি হচ্ছে ভালো। সমস্ত কিছুই বিক্রি হচ্ছে হুহু করে। বছরের বড় আয় এই মেলা থেকেই হয়।' তার পাশের গলিতেই সাজানো প্রভাত বাগচীর গৃহস্থালির সামগ্রীর দোকান। থালা, বাটি, গ্লাস, ঝাঁজরি, সবই ঝকঝকে করে সাজানো। তিনি বললেন, 'মেলায় গ্রামের গৃহস্থ মহিলারা আসেন প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে। এখন চারদিনের এত বড় উৎসবের পরও চলছে কেনাকাটা। পুজোর পর নতুন করে ঘর সাজানোতেই ওই মহিলাদের উৎসাহ।'

> পুজোকেন্দ্রিক মেলাগুলিতে সাধারণত দেবী বিসর্জনের পর ভিড় কমে যায়। কিন্তু বোল্লামেলায় ঘটছে উলটো। বিসর্জনের পরেও বিক্রি হচ্ছে ভালো। সমস্ত কিছুই বিক্রি হচ্ছে হুহু করে। বছরের বড় আয় এই মেলা থেকেই হয়।
>
> **সুবল মণ্ডল,**
> *মনিহারি সামগ্রীর ব্যবসায়ী*

মনিহারি দোকানে দাঁড়িয়ে হাতে লাল চুড়ি তুলে নিচ্ছিলেন মিতা পাল। তাঁর কথায়, 'প্রতি বছরই এই মেলা থেকে আমি চুড়ি-টিপ কিনি। পুজোর সময় ভিড়ে ভালো করে দেখে কেনা যায় না। তাই এখন এসেছি। এবার দাম একটু বেশি, কিন্তু জিনিস ভালো। তাই না কিনে থাকতে পারছি না।' একটি দোকানের ভিড়ে দাঁড়িয়ে কিছু স্টিলের গ্লাস বেছে নিচ্ছিলেন গৃহবধূ জেসমিন বেগম। তিনি বললেন, 'পুজোর পরও কিছুদিন অতিথি থাকবেন বাড়িতে, তাই নতুন কিছু বাসন দরকার ছিল। পুজো শেষ হলে এখানে বাজারের চেয়ে একটু সস্তাতেই সব পাওয়া যায়।' বাঁশ-বেতের টুল, কাঠের চেয়ার, পিঁড়ি, খাট, চৌকি, দেওয়ালের শেলফ সবই মিলছে। কাঠের সামগ্রী বিক্রেতা বিজন সরকার বললেন, 'এখানকার মেলায় এবছরই প্রথম এসেছি। আগামী ১৫ দিন ভালো বিক্রি হবে আশা করছি।' মা চলে গেলেও সন্ধ্যা নামলেই মেলার মাঠ আলোয় ঝলমল করে উঠছে। বিসর্জনের পরেও বোল্লার এই প্রাণবন্ত মেলা যেন গ্রামীণ আনন্দের উৎসবেরই অন্য রূপ। যা শেষ হয়েও সত্যিই শেষ হয় না।

প্রধানমন্ত্রীর বৃত্তি প্রকল্প
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬ এর জন্য

১. প্রাক্তন সৈনিক এবং প্রাক্তন ভারতীয় কোস্ট গার্ড কর্মীদের যোগ্য উত্তরাধিকারী/বিধবা যারা কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ড ওয়েবসাইটে উপলব্ধ তালিকাতে স্বীকৃত কার্যক্রমগুলির মধ্যে পেশাদারি/কারিগরি শিক্ষায় ডিগ্রি অর্জন করেছে তাদের আবেদন করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবেদনযোগ্য হবে যারা শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬-এ পেশাদারি/কারিগরি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে।

২. বৃত্তির পরিমাণ
(ক) ছেলেদের জন্য বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা
(খ) মেয়েদের জন্য বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা

৩. ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি এড়িয়ে চলার জন্য আবেদনের পূর্বে কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ডের ওয়েবসাইট www.ksb.gov.in-এ উপলব্ধ পিএমএসএস লিংকটি পরিদর্শন করার জন্য এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেক লিস্ট, এফএকিউ এবং অন্যান্য তথ্য পড়ার জন্য। আবেদনটি শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে করা যাবে। কোনও প্রকার কাগজের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

৪. প্রধানমন্ত্রী বৃত্তি প্রকল্পে অনলাইন মাধ্যমে আবেদনের শেষ তারিখ - ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫।

৫. শেষ মুহূর্তের তাড়াহুড়া এড়াতে সময়মতো আবেদনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৬. এই বৃত্তিটি শুধুমাত্র প্রাক্তন সৈনিক (সৈনিক/নৌসেনা বাহিনী/বায়ুসেনা বাহিনী/উপকূল বাহিনী)-এর উত্তরাধিকারী/বিধবাদের জন্য। সাধারণ নাগরিকদের উত্তরাধিকারীরা এক্ষেত্রে যোগ্য নয়।

ভারত সরকার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ড,
ওয়েস্ট ব্লক- IV, উইং- VII, আরকে পুরম, নিউ দিল্লি- ১১০০৬৬
যোগাযোগের নং : ০১১-২০৮৬২৪৪৭ (সোমবার থেকে শুক্রবার ০৯০০ ঘটিকা থেকে ১৭০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
(কেএসবি ওয়েবসাইট : online.ksb.gov.in)

CBC 10405/11/0003/2526

শিকেয় পঠনপাঠন

কালিয়াগঞ্জ, ১১ নভেম্বর : এসআইআর-এর ধাক্কায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা কার্যত কেরানি হয়ে উঠেছেন। তার জেরে শিকেয় উঠেছে স্কুলের পঠনপাঠন। শীতের সকালে স্কুলে কার্যত ছুটির মেজাজ। শিক্ষকদের হাজিরা তলানিতে। ফলে, স্কুলে এসে বই, খাতা না খুলে খেলায় মত্ত ছাত্রছাত্রীরা। এমনই অবস্থা কালিয়াগঞ্জের বেশ কিছু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তারই মধ্যে মোস্তাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুনোর এলাকার চান্দগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয় অন্যতম। সর্বমোট চারজন শিক্ষক রয়েছেন এই স্কুলে। মঙ্গলবার স্কুলে উপস্থিত ছিলেন মাত্র একজন শিক্ষক।

এই স্কুলের শিক্ষক বিপ্লবকুমার সরকার বলেন, 'প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৩০। মোট ৪ জন শিক্ষক। ৪ জন শিক্ষকেরই বিএলও-র ডিউটি পড়েছে। তাই, স্কুল খোলা রাখতে প্রতিদিন একজন করে শিক্ষক বিকল্পভাবে উপস্থিত থাকেন।'

'শিল্পের সমাধান' কর্মসূচি

কুশমণ্ডি, ১১ নভেম্বর : হস্তশিল্পী, কুটিরশিল্পীদের সমস্যা সমাধানে এবং বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাজ্যের প্রতি ব্লকে পাঁচদিনের বিশেষ শিবির শুরুর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে 'শিল্পের সমাধান' নামের এই কর্মসূচি। তবে বিভিন্ন কারণে শিবিরে আসছেন না শিল্পীরা। রাজ্যজুড়ে চলছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর কাজ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করাচ্ছেন বিএলও-রা। সেই নিয়ে ব্যস্ত সব মহল। ফলে উপভোক্তারা শিবিরমুখো হচ্ছেন না।

হস্তশিল্পী বুবাই বৈশ্য বলেন, 'এই সময় শিল্পের সমাধান শিবির করা মানে টাকার অপচয়।' শিল্পের সমাধান শিবিরে গত বছর পাঁচদিনে ৫০ জন লোকপ্রসার প্রকল্পের শিল্পী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবার তাও নেই। কেন শিবিরে শিল্পীরা নেই, সে প্রসঙ্গে কুশমণ্ডি ব্লকের শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক অমিত মজুমদার কিছু বলতে চাননি।

বধূর ঝুলন্ত দেহ

মালদা, ১১ নভেম্বর : রান্নাঘর থেকে এক বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল মঙ্গলবার ভোরে। ওই বধূর নাম সীমা বিবি (৩০)। তাঁর বাড়ি পুখুরিয়া থানার একবর্ণা এলাকায়। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫ বছর আগে চাঁদপুর এলাকার বাসিন্দা শেখ রফিকুলের সঙ্গে সীমার বিয়ে হয়। তাঁদের তিন সন্তান রয়েছে। সীমার ভাই শেখ সফিকুল বলেন, 'এদিন ভোরে দিদির বড় মেয়ে ফোন করে ঘটনার খবর দিলে আমরা দিদির বাড়িতে যাই। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জামাইবাবু জানিয়েছেন, দিদি রাতে ঘুমোতে গিয়েছিলেন। ভোরে জামাইবাবু ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরে দিদির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ করা নিয়ে চিন্তাভাবনা করব।'

ফর্ম ফিলআপে সহায়তা

পতিরাম, ১১ নভেম্বর : পতিরাম জেলা পরিষদ মার্কেটের সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের এসআইআর ফর্ম ফিল আপ সহায়তা শিবিরে উপচে পড়ছে ভিড়। মানুষের মধ্যে এতটাই আতঙ্ক যে ফর্ম ফিলাপে সামান্য ভুলের আশঙ্কায় অনেকেই শিবিরে ভিড় জমাচ্ছেন। অন্যদিকে, বিজেপির আয়োজিত শিবিরে তুলনামূলকভাবে ভিড় অনেক কম দেখা গিয়েছে।

রাসমেলায় কেনাকাটা। গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি। মঙ্গলবার।

রাস্তা সংস্কার না হলে ভোট বয়কটের হুমকি

গৌতম দাস

গাজোল, ১১ নভেম্বর : গাজোলের রানিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী এবং তপশিলি জাতি অধ্যুষিত কালীতলা গ্রাম। গোডাউন বাসস্ট্যান্ড থেকে এই কালীতলা পর্যন্ত দুই কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা সম্পূর্ণ বেহাল। সেই কোন কালে কাঁচা রাস্তার উপর মোরাম এবং ভাঙা ইটের টুকরো ফেলা হয়েছিল। তারপর থেকে আর রাস্তার সংস্কার হয়নি। যার ফলে গোটা রাস্তাটাই বর্তমানে ভাঙাচোরা আর খানাখন্দে ভর্তি।

মঙ্গলবার কালীতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিনতা আচার্য, তন্ময়ী ঘোষেরা জানালেন, এই রাস্তায় কোনও যানবাহন চলে না। এমনকি টোটো অবধি চলে না। তাই গোডাউন বাসস্ট্যান্ড থেকে প্রতিদিন তাঁদের হেঁটে স্কুলে যেতে হয়। আর বর্ষাকালে এই রাস্তা দিয়ে চলা রীতিমতো দায় হয়ে পড়ে। বেহাল রাস্তার জন্য পড়ুয়ারা ঠিকমতো স্কুলে আসতে পারে না। বহু জায়গায় রাস্তা সংস্কারের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি বলে তাঁরা জানান। রানিগঞ্জ কৃষ্ণচন্দ্র হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া সোনালি মার্ডি ওই গ্রামের বাসিন্দা। তার কথায়, 'খারাপ রাস্তার কারণে স্কুল পৌঁছোতে দেরি হয়। শিক্ষকদের থেকে বকুনি খেতে হয়। খারাপ রাস্তার কারণে অনেকে লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে। রাস্তাটি সংস্কার হলে ভালো হয়।'

অন্যদিকে, কালীতলাতেই বসবাস বছর ষাটের ধনী মণ্ডলের। ৪০ বছর আগে এই গ্রামে বৌ হয়ে এসেছিলেন। তারপর থেকে রাস্তার এই দশাই দেখে আসছেন বলে জানান। তাঁর আক্ষেপ, 'জীবিত থাকতে হয়তো ভালো রাস্তার মুখ দেখতে পাব না। রাস্তার জন্য ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে পারছি না। পাত্রপক্ষ এবং পাত্রীপক্ষ উভয়েই রাস্তা দেখে পিছিয়ে যাচ্ছে।' এদিন কালীতলার বাসিন্দা ছবিলাল হেমরম জানান, বেহাল রাস্তার কারণে চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় তাঁদের। গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকে না। রোগী কিংবা গর্ভবতীদের খাটিয়ায় চাপিয়ে রোড পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়। যাঁরা কৃষক, তাঁরা সঠিক সময়ে উৎপাদিত ফসল বাজারে নিয়ে যেতে পারেন না। বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা নিজেদের খরচায় কিছুটা রাস্তা মেরামতের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ভোটের আগে সব দল রাস্তা মেরামতের আশ্বাস দেয়। কিন্তু পরে আর খোঁজ নেয় না। তাই সমস্ত গ্রামবাসী একজোট হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি- 'ভোটের আগে রাস্তা চাই, রাস্তা নাই ভোট নাই'। রাস্তা না হলে ২৬-এর বিধানসভা ভোট বয়কট করব আমরা।'

বিডিও বিপ্লবকুমার বিশ্বাসের কথায়, 'বিষয়টি আপনাদের থেকে শুনলাম। অতি দ্রুত এই বিষয়ে খোঁজখবর নেব। ওই গ্রামের সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।' অন্যদিকে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'এই বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছি। সম্ভবত রাস্তাটি সংস্কারের তালিকায় রয়েছে। যদি না থাকে তাহলে, জেলা পরিষদ, পথশ্রী প্রকল্প, আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর কিংবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে রাস্তাটি সংস্কারের জন্য আমরা উদ্যোগ নেব।'

গাজোলের কালীতলায় বিক্ষোভ গ্রামবাসীর। মঙ্গলবার। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

ভোগান্তি

- দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় দুই কিলোমিটার রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে
- বেহাল রাস্তার কারণে গ্রামের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না
- রোগী কিংবা গর্ভবতীদের হাসপাতালে খাটিয়ায় নিয়ে যেতে হচ্ছে
- রাস্তার কারণে বাড়ছে ড্রপআউটের সংখ্যা
- ২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে রাস্তা সংস্কার না হলে ভোট বয়কটের ডাক

একই পাড়ায় পরপর মৃত্যু

কুশমণ্ডি, ১১ নভেম্বর : অজানা কারণে কুশমণ্ডির করঞ্জি পঞ্চায়েতের কাজিপাড়া গ্রামের এক বধূ ও এক তরুণীর মৃত্যু ঘিরে উদ্বেগ ছড়াল এলাকায়। মৃতদের নাম আলেনুর খাতুন (১৮) এবং রুমানা খাতুন (২১)।

কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজাজাহির আব্বাস জানান, মঙ্গলবার সকাল দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে বাড়ি থেকে কুশমণ্ডি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আলেনুরের পরিবারের দাবি, এর আগে তাঁর কোনও তেমন বড় কোনও রোগ ছিল না। আজ সকাল থেকে তিনি কিছু খেতে না পারায় এবং শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করলে তাঁকে কুশমণ্ডি হাসপাতালে আনার পথে মৃত্যু হয়। ওই পাড়ারই বাসিন্দা রুমানা কোমরে ব্যথা নিয়ে অসুস্থ হলে, বাড়ির লোকজন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। রুমানার দু'বছরের একটি ছেলেও আছে। একই পাড়াতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দুটি আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কৃষি কর্মাধ্যক্ষ জানান, মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ দুটি বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দুর্ঘটনা

বুনিয়াদপুর, ১১ নভেম্বর : লরির সঙ্গে মোটরবাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন বাইকচালক। বংশীহারী থেকে মহিপাল যাওয়ার রোডে জামার বালিরঘাট এলাকায় মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি হয়। আহত ওই বাইকচালকের নাম সামীম মর্ত্তজা (৫৫)। তাঁর বাড়ি মালদার চাঁচল নয়কান্দা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে সামীম জামার বালিরঘাট এলাকার একটি মাদ্রাসার হোস্টেলে ছেলেকে রেখে বাড়ি ফিরছিলেন। ওই সময় উলটো দিক থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। স্থানীয়রা আহত বাইকচালককে রসিদপুর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে রেফার করা হয়। বংশীহারী থানার পুলিশ লরি এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাইকটিকে থানায় নিয়ে এসে তদন্ত শুরু করেছে।

ধৃত ৩

হেমতাবাদ, ১১ নভেম্বর : নিজের ভাইয়ের সঙ্গে স্ত্রীকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলায় দুজনকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। সোমবার রাতের এই ঘটনায় ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেলে তাঁদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে শর্তসাপেক্ষে জামিন পান ধৃত তিনজন।

স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছিল পরিবার

প্রশাসনে ফোন করে বিয়ে রুখল ছাত্রী

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১১ নভেম্বর : জেলা প্রশাসনের কন্ট্রোল রুমে বেজে ওঠা ফোন তুলতেই এক আধিকারিক শুনতে পেলেন, 'স্যর, আমার বয়স ১৫ বছর। আমি পড়তে চাই। কিন্তু বাড়ি থেকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আমি বিয়ে করতে চাই না। কিন্তু প্রবল চাপ দেওয়া হচ্ছে...।' নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর এমন ফোন পেয়ে আর দেরি করেননি প্রশাসনিক আধিকারিকরা। দ্রুততার সঙ্গে প্রশাসনের একটি দল পৌঁছে যায় ওই ছাত্রীর দেওয়া বালুরঘাট ব্লকের নির্দিষ্ট একটি ঠিকানায়। যথারীতি প্রশাসনিক আধিকারিকদের পরামর্শে নাবালিকার বিয়ে দেবেন না বলে অঙ্গীকার করেন মেয়েটির অভিভাবকরা। ওই নাবালিকার বিয়ে রোধ করতে পেরে স্বস্তি ফিরেছে প্রশাসনিক মহলে। আবার স্কুলে পা রাখতে পারবে বুঝতে পেরে হাসছে মেয়েটিও।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় জ্বলন্ত সমস্যা এখন বাল্যবিবাহ। অল্পবয়সি মেয়েদের বিয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকায় নাবালিকাদের মা হয়ে ওঠার ঘটনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসন সচেতনতার ক্ষেত্রে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। প্রশাসনের তরফে ২০২৪ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহমুক্ত জেলা গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমন পরিস্থিতে নবম শ্রেণির এক পড়ুয়ার এমন ফোনে মুগ্ধ প্রশাসনিক কর্তারা। বালুরঘাট শহরের একটি গার্লস স্কুলের ওই ছাত্রী, অত্যন্ত মেধাবী বলে স্কুল সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, ছোটবেলায় বাবা মারা গিয়েছে মেয়েটির। মা অন্যত্র নতুন সংসার পেতেছেন। ওই কিশোরীকে লালনপালন করছেন তার ঠাকুমা এবং ঠাকুরদা। নবম শ্রেণিতে পা রাখার পর থেকেই মেয়েটির জন্য পাত্র খোঁজা শুরু করে দেয় কৃষক পরিবারটি। ইতিমধ্যে পরিবারটি পাশের গ্রামের এক তরুণের সঙ্গে খোঁজ পায়। বিয়ে নিয়ে দুই পরিবারের কথাবার্তা অনেকদূর এগোয়। বিষয়টি বুঝতে পেরে বিয়ের পরিবর্তে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলে মেয়েটি। কিন্তু আত্মীয়রা চাইছিলেন, তার বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে। বাড়ির মেয়ের আপত্তি টের পেতে নবম শ্রেণির পড়ুয়াকে একপ্রকার জোর করে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করছিল পরিবার। শুরু হয় মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে মেয়েটিকে বাড়িতে রেখে চলে নজরদারি। এমন পরিস্থিতিতে নবম শ্রেণির ছাত্রীটি বুঝতে পারে পরিবারের লোকজন পাশের গ্রামের তরুণের সঙ্গে তার বিয়ের দিন চূড়ান্ত করে ফেলেছে।

এমন পরিস্থিতিতে তার রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়ায় এক বান্ধবী। স্কুলে হওয়া বাল্যবিবাহ রোধ সংক্রান্ত সচেতনতা শিবিরে পাওয়া ফোন নম্বরই মেয়েটির কাছে হয়ে ওঠে শেষ ভরসা। এই ভরসাতেই বান্ধবীর মোবাইল ফোন থেকে ওই নম্বরে কল করে বসে সে। ফোন বেজে ওঠে প্রশাসনের কন্ট্রোল রুমে। বিয়ে করতে নয়, পড়তে চায় সে, জানিয়ে দেয় মেয়েটি। প্রশাসনের তৎপরতায় হাসি ফুটেছে মেয়েটির মুখে। নিজেদের ভুল বুঝতে পারছেন অভিভাবকরাও। বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'জোর করে নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টার খবর পেয়েই তা রুখে দেওয়া হয়েছে। তবে কৃতিত্ব মেয়েটিরই।'

কৃতিত্ব মেয়েটিরই

বাড়ি থেকে জোর করে এক নাবালিকাকে বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল

কিন্তু ওই নাবালিকা বিয়ে করতে চায় না

নিজেই জেলা প্রশাসনকে ফোন করে এবিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানায়

প্রশাসনের একটি দল পৌঁছে যায় ওই ছাত্রীর দেওয়া ঠিকানায়

প্রশাসনিক আধিকারিকদের পরামর্শে নাবালিকার বিয়ে দেবেন না বলে অঙ্গীকার করেন মেয়েটির অভিভাবকরা

সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ

সামসী, ১১ নভেম্বর : চাঁচলের কয়েক হাজার শ্রমিক বর্তমানে ভিনরাজ্যে কর্মরত। তাঁদের পরিবারের সদস্যরা এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সেই সমস্যা দূর করতে জেলা পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ কমিটির সদস্য তথা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন শ্রম দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে মঙ্গলবার শ্রমিকদের বাড়ি যান। তাঁর সঙ্গে চাঁচল-১ ব্লক শ্রম দপ্তরের ইনস্পেকটর অরিত্র দাস ছিলেন।

মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বলেন, 'চাঁচল-১ ব্লকের এক হাজারের বেশি মানুষ কাজের সূত্রে ভিনরাজ্যে রয়েছে। তাঁদের সাহায্য করতে এই উদ্যোগ।'

ঘরে আগুন

কালিয়াগঞ্জ, ১১ নভেম্বর : জ্বলন্ত মশার কয়েল থেকে অসাবধানতায় একটি বাড়ির গোয়ালে আগুন লেগে যায়। সেই আগুনে গোয়ালে থাকা গোরু এবং ছাগলের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ মালগাঁও অঞ্চলের কালুভাঙ্গায় ঘটনাটি ঘটে। ভস্মীভূত বাড়ির মালিক আব্দুল মোতালেব বলেন, রাতে প্রথমে মশার কয়েল থেকে গোয়ালে আগুন লাগে। সেই আগুন ছড়িয়ে যায় আমার দুটি টিনের ঘরে। আশপাশের লোকজন আসার আগেই দুটি গোরু ও দুটি ছাগল পুড়ে মারা যায়। আরও দুটি ছাগল অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় রয়েছে। মঙ্গলবার সকালে আব্দুল মোতালেবের বাড়িতে যান জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নিতাই বৈশ্য। তাঁর বক্তব্য, 'ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটিকে ত্রিপল, খাদ্যসামগ্রী সহ জামাকাপড় দেওয়া হয়েছে। প্রাণীসম্পদ দপ্তর থেকে অগ্নিদগ্ধ দুটি ছাগলকে চিকিৎসা করানো হয়েছে।'

ভরসা বাবা।। দক্ষিণ দিনাজপুরের এক মেলায় মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন সৌম্যকমল গুহ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

শেষ পর্যন্ত সরানো হল আবর্জনা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ নভেম্বর : খবরের জেরে আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ শুরু করল ভিঙল গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। পঞ্চায়েতের ফান্ডে টাকা না থাকার জন্য হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের ওই পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আবর্জনা জমা হচ্ছিল। বছরখানেক আগে ওই পঞ্চায়েতে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে উঠলেও ফান্ডের অভাবে কিছুদিন পর থেকে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এতে এলাকায় আবর্জনা জমছিল। তা পরিষ্কারের কোনও উদ্যোগ ছিল না। এনিয়ে ৯ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হলে নড়েচড়ে বসল ব্লক এবং পঞ্চায়েত প্রশাসন।

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লক প্রশাসনের নির্দেশে সোমবার বিকেলে আর্থমুভার দিয়ে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে থাকা কনুয়া বাজার এলাকার জমা আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজ শুরু করল ভিঙল গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় বাসিন্দা সামিনুর রহমান বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই এই আবর্জনা পরিষ্কার হচ্ছিল না। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল সাধারণ মানুষ। এলাকায় বাজার করতে আসাই দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। অবশেষে আবর্জনা পরিষ্কারে প্রশাসন ব্যবস্থা নেওয়ায় আমরা খুশি।'

পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প তৈরির পর বেশ কয়েকমাস ভালোভাবে কাজ হয়েছে। কিন্তু তারপরে পঞ্চায়েতের ফান্ডে টাকার অভাবের জন্য কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে ব্লক প্রশাসনের সহায়তায় এই আবর্জনা পরিষ্কার করা সম্ভব হল।

এবিষয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডলের বক্তব্য, 'পঞ্চায়েতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এলাকার যে সমস্ত অঞ্চলে এইভাবে আবর্জনা জমে রয়েছে তা যেন অবিলম্বে পরিষ্কার করা হয়। আশা করি, আগামীতে আবর্জনা পরিষ্কারে কোনও সমস্যা হবে না।'

কনুয়া বাজার এলাকায় চলছে আবর্জনা পরিষ্কার।

ক্লাব থেকে ফর্ম বিলির অভিযোগ

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১১ নভেম্বর : নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করার কথা বিএলও-দের। কিন্তু তারা ফর্ম বিলি করছেন তৃণমূল প্রভাবিত ক্লাবঘরে বা গাছতলায় বসে। আবার কোথাও বিএলও-দের সঙ্গে থাকছেন শাসকদলের নেতারা। এমনই অভিযোগ বিজেপি ও সিপিএমের।

সিপিএমের তরফে এনিয়ে জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আর বিজেপি অভিযোগ দায়ের করেছে নির্বাচন কমিশনারের কাছে। মঙ্গলবার এমনই দাবি করলেন এই দুই দলের নেতারা।

সিপিএমের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্র জানিয়েছেন, সোমবার দলের নেতা সূর্যকান্ত মিশ্রের উপস্থিতিতে ৫০টির বেশি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

কৌশিক বলেন, 'আমরা নির্দিষ্টভাবে বুথের নাম ধরে অভিযোগ করেছি। এছাড়াও ভোটের আগে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে কালিয়াচক নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করেছেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। মহম্মদ সেলিমকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছি। উনি সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।'

বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি, বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার তরফে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে ৩৫টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অজয়ের কথায়, 'ইংরেজবাজারে সর্বদলীয় সভায় ঘোষণা করা হয়েছিল, বিএলও'রা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিএলএ-দের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাড়ি বাড়ি কাজ করবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, বিএলও-দের সঙ্গে রয়েছেন শুধু তৃণমূলের লোকজন। কোথাও আবার সিপিএমের লোকজন। এনিয়ে বিডিওকে অভিযোগ করেও কোনও লাভ হয়নি। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় জানান, কীভাবে শাসকদল হুমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে বিএলও-দের প্রভাবিত করছে তা বুধবার জেলা শাসককে কাছে তুলে ধরা হবে।'

জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, 'আগামী নির্বাচনে হার বুঝতে পেরে বিরোধীরা এখন তৃণমূলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। আসলে বিএলও-দের সঙ্গে বিএলএ দেওয়ার মতো কর্মী নেই বিজেপির।'

অন্যদিকে, বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার তরফে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রায় ৫০টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

খেজুরের রস বেচে সংসারে টাকার যোগান খুদেদের

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১১ নভেম্বর : 'খেজুরের রস নেবে গো... খেজুরের রস...!' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিচিত্র সাধ কবিতার সেই পরিচিত সুর যেন আবারও শোনা যাচ্ছে কালিয়াচক-৩ ব্লকের শব্দলপুর, কুম্ভীরা, দাড়িয়াপুর এলাকায়।

পুজো শেষ হয়েছে অনেক আগেই। কারও কারও বার্ষিক পরীক্ষা এখনও কিছুটা দেরি রয়েছে। শীতও প্রায় চলে এসেছে বলতেই চলে। তাই অভাবের পরিবারে দু'পয়সা তুলে দিতে অনেক স্কুল পড়ুয়া খেজুর রস ফেরি করতে বেরিয়ে পড়ছে।

শীতের সকালে বাড়িতে চাদর বা কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকা মানুষদের কানে ভেসে আসে তাদের সেই খেজুরের রস বিক্রি করার হাঁক। এরপর মুড়ির সঙ্গে খেজুর রস মেখে মুখে দেওয়ায় শীতের সকালকে আরও তৃপ্তিকর করে তোলে। তাই ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে এখন শুধু রস নয়, সঙ্গে মুড়িও নিয়ে ফেরি করতে দেখা যাচ্ছে বিক্রেতাদের।

বছরে মাত্র দুই থেকে তিন মাসের জন্য খেজুরের রস পাওয়া যায়। ভোর চারটের আগেই ঘুম থেকে উঠে গায়ে সোয়েটার চাপিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে খেজুর গাছে ওঠেন রস সংগ্রাহকেরা। আগের দিন বিকেলে বা সন্ধ্যায় খেজুর গাছে হাঁড়ি বেঁধে দেওয়া হয়। সারারাত ধরে সেই হাঁড়িতে রস জমে। ভোরবেলায় হাঁড়িটি নামিয়ে নিয়ে বিক্রেতারা রাস্তায় ফেরি করতে বেরিয়ে পড়েন।

মঙ্গলবার ভোরের আলো ফোটার আগেই এলাকায় কয়েকজন রস বিক্রেতাকে দেখা গেল। এদের বেশিরভাগই স্কুল পড়ুয়া। রফিকুল ইসলাম পঞ্চম, সঞ্জয় সরকার সপ্তম আর সফিক মিয়াঁ নবম শ্রেণিতে পড়ে। সফিক, সঞ্জয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তারা পড়াশোনার ফাঁকে শীতের এই কয়েকমাস খেজুরের রস বিক্রি করে। এতে সংসার চালাতে বাবা-মায়ের অনেকটা সাহায্য হয়। এদিকে রফিকুল বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কুম্ভীরা বাঁধ থেকে রস সংগ্রহ করে বৈষ্ণবনগরের বিভিন্ন এলাকায় সাইকেলে করে বিক্রি করছে। তাই বলে শুধু ছোটরাই নয়, বহু মধ্যবয়স্ক মানুষও এই কাজে যুক্ত। এক গ্লাস রসের দাম দশ টাকা। একবেলায় দুইশো থেকে তিনশো টাকা পর্যন্ত রোজগার হয়। তবে সূর্য উঠতে না উঠতেই সব রস বিক্রি করে শেষ করতে হয়। নইলে রস টক হয়ে যায়। আর সেই টক রস খেলে নেশা ধরে যেতে পারে।

শোভাপুর এলাকার এক রস বিক্রেতা আলিম শেখ বলেন, 'আগে অনেক এলাকায় খেজুর গাছ দেখতে পেতাম। এখন তুলনায় গাছ কমে গিয়েছে। তবুও বাঁধের ধারে আর জমির আলে কিছু খেজুর গাছ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। গাছ থেকে রস নামানো ও গাছ পরিচর্যা করা বেশ কষ্টকর। তবে খেজুর রস খেতে আলাদা তৃপ্তি আছে।'

রস নেবে গো... রস...

আগে অনেক এলাকায় খেজুর গাছ দেখতে পেতাম। এখন তুলনায় গাছ কমে গিয়েছে। তবুও বাঁধের ধারে আর জমির আলে কিছু খেজুর গাছ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। গাছ থেকে রস নামানো ও গাছ পরিচর্যা করা বেশ কষ্টকর। তবে খেজুর রস খেতে আলাদা তৃপ্তি আছে।

আলিম শেখ, খেজুর রস বিক্রেতা

খালে দেহ

খেলতে খেলতে পিছলে খালে পড়ে গিয়েছিল ৪ বছরের শিশু। মঙ্গলবার উত্তরপাড়া পুরসভার সেই খাল থেকে উদ্ধার হল তার মৃতদেহ। খালটি ঘিরে দেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হচ্ছে।

উত্তরপত্র প্রকাশ

তৃতীয় সিমেস্টারের চূড়ান্ত উত্তরপত্র প্রকাশিত হল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ওয়েবসাইটে। এর ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে কোনওরকম অভিযোগ থাকলে তা জানানো যাবে।

পরিযায়ীর মৃত্যু

এসআইআর-এর জন্য বাড়ি ফেরার সময় অসমে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। সেলিম শেখের মৃত্যুর খবর পেয়ে গুয়াহাটি রেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে পরিবার।

খুনে চার্জশিট

কৃষ্ণনগরের কলেজ ছাত্রীর খুনে ৭৮ দিনের মাথায় চার্জশিট জমা দিল পুলিশ। ৩০০ পাতার চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত হিসেবে রয়েছে ছাত্রীর প্রেমিক, প্রেমিকের বাবা ও মামা। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি।

রাতে কড়াকড়ি, সকালে ঢিলে

দিল্লিতে বিস্ফোরণের পরেও কলকাতার নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর থেকে হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে কলকাতা সহ দেশের সব মেট্রো শহরে। সোমবার রাতে নিরাপত্তার বহর যথেষ্ট থাকলেও মঙ্গলবার সকাল হতেই কলকাতার অধিকাংশ স্পর্শকাতর জায়গায় দেখা গেল ঢিলেঢালা নিরাপত্তার ছবি। পুলিশ সূত্রে খবর, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ থাকায় ইডেনে কড়া নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া হাওড়া, শিয়ালদা সহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে ব্যস্ত সময়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে। কিন্তু এদিনের ছবি অন্য কথা বলছে। শহরের ব্যস্ততম জায়গাগুলিতে ঢুঁ মারতেই দেখা গেল, কোথাও নিরাপত্তারক্ষী থেকেও নেই, কোথাও আবার নিয়মরক্ষার চেকিং চলছে। স্নিফার ডগ দিয়ে যাত্রীদের ব্যাগ ও ট্রেনের সমস্ত কোচ নাকাচেকিংয়ের কথা থাকলেও হাতে গোনা কিছু ট্রেন ছাড়া এই দৃশ্য খুব একটা দেখা গেল না।

কলকাতা পুলিশের তরফে প্রতিটি থানায় চেকিং সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছিল। তবে হাতেগোনা গুটিকয়েক থানা এলাকায় নজরদারি চালাতে দেখা গেল। এদিন কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে অবশ্য নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। পুলিশি নজরদারি বাড়িয়ে আদালতে আসা প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যাগপত্র খতিয়ে দেখা চলে। সেন্ট্রাল, চাঁদনি চক ও এসপ্ল্যানেড সহ ব্লু লাইন মেট্রো স্টেশনগুলিতে অন্যদিনের মতোই একইরকম নিরাপত্তা দেখা গেল। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ কবি নজরুল মেট্রো স্টেশনে ঢুকতেই দেখা গেল, যাত্রীদের ব্যাগ চেকিংয়ে খুব একটা কড়াকড়ি নেই। ট্রলি সহ বড় ব্যাগগুলির চেকিং হলেও পিঠের ব্যাগের চেকিং না করিয়েই চলে যাচ্ছেন অনেকে। পুলিশের মাথাব্যথা নেই বললেই চলে। তবে ইয়েলো লাইনের জয়হিন্দ (বিমানবন্দর) মেট্রো স্টেশনের ছবি দেখে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। ভূগর্ভস্থ স্টেশনের ওপরেই কলকাতা বিমানবন্দর। সেখানে নিরাপত্তার বেড়াজাল যথেষ্ট কড়া। এদিকে মেট্রো স্টেশনে নিরাপত্তারক্ষীর বসার জায়গা খাঁ খাঁ করছে। যশোর রোডের দিকের প্রবেশ পথে কোনও স্ক্যানারই বসেনি এখনও। বিমানবন্দরের দিকের প্রবেশপথের স্ক্যানার রয়েছে ঠিকই। কিন্তু স্ক্যান করার জন্য কোনও নিরাপত্তারক্ষী নেই। যাত্রীদের একাংশের ক্ষোভ, যদি বিমানবন্দরের মতো স্পর্শকাতর জায়গা এত অরক্ষিত কেন?

সকালে শিয়ালদার এই ছবি দেখা গেল না দুপুরে। মঙ্গলবার। -রাজীব মণ্ডল।

পাল্টা নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করে এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'যাঁরা গেল গেল বলে রব তুলছেন, তাঁরা তো অনুপ্রবেশে প্রধান মদতদাতা। বাংলাদেশি মুসলিম, রোহিঙ্গাদের তাঁরাই তো এরাজ্যের মধ্যে দিয়ে গোটা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। জঙ্গিদের অনেক বড় নাশকতার পরিকল্পনা দিল্লি পুলিশ এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গোয়েন্দারা ভেস্তে দিয়েছে।' এদিন সকালে শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশনে চেকিং চললেও দুপুর গড়াতে নিরাপত্তার ছবি বেশ ঢিলে হতেই দেখা গেল। হাওড়া বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাওয়ার রাস্তায় কোনওরকম চেকিংয়ের ব্যবস্থা তো দেখা গেলই না, বরং পুলিশি পাহারাও ঢিলে বললেই চলে। শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় গুটিকয়েক যাত্রীর ব্যাগ চেকিং হলেও অধিকাংশকেই বিনা বাধায় বেরিয়ে যেতে দেখা গেল স্টেশন ছেড়ে। কলকাতার এই ছবিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা। এদিনের বিক্ষিপ্ত ছবি প্রমাণ করে দিয়েছে, কলকাতা রয়েছে কলকাতাতেই।

ভুয়ো ভোটারের সংখ্যায় দলেই বিভ্রান্তি

১৩ লক্ষের তালিকা হাতে কমিশনে পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : এসআইআর-এর মধ্যেই ভোটার তালিকা থেকে ১৩ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার দাবিতে বুধবার কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে যাবে বিজেপি। কমিশনে এই দরবার করার কথা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের মুখে নাটকীয়ভাবে ৪২টি ঝুলি নিয়ে সিইও দপ্তরে অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। সেইসময় শুভেন্দু তথা বিজেপির দাবি ছিল, রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রে মোট ১৭ লক্ষ ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করেছে দল। লোকসভা ভোটের ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ দিতে হবে। পরে ভোট ঘোষণার পর রাজ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ডাকা সর্বদল বৈঠকেও সেই অভিযোগ জানিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু ভোটের মুখে বিজেপির এই অভিযোগ খতিয়ে দেখা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছিল কমিশন। লোকসভা ভোটের পরে বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলেও আশ্বস্ত করেছিল কমিশন। যদিও লোকসভা ভোটে রাজ্যে শোচনীয় ফলের পর তা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেনি বিজেপি। এসআইআর নিয়ে চর্চা শুরু হওয়ার পরই ২৬-এর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে সম্প্রতি দরবার করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেখানেই কেন্দ্রীয় নেতা ও বিজেপির আইটি সেলের কর্ণধার অমিত মালব্য ১৩ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের তালিকা জমা দেন। কিন্তু ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা কীভাবে ১৭ লক্ষ থেকে কমে ১৩ লক্ষ হল তার কোনও ব্যাখ্যা অমিত মালব্য বা শুভেন্দু অধিকারী দেননি। রাজ্য বিজেপির নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত বিষয়ে দেখভাল করা এক নেতা বলেন, 'প্রথমে যে ১৭ লক্ষের কথা বলা হয়েছিল, সেই তথ্যও অমিত মালব্যর দেওয়া। পরে তিনিই ১৩ লক্ষের তালিকা চূড়ান্ত করেন।' ঘটনা যাই হোক, মূলত মৃত, স্থানান্তরিত এবং একাধিক জায়গায় নাম রয়েছে এমন ভোটারদের নামের তালিকা থেকে বাদ দিতেই এসআইআর শুরু হয়েছে।

গত মঙ্গলবার থেকে বিএলওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। গত ৮ দিনে মোট ৬ কোটি ৪০ লক্ষ এনুমারেশন ফর্ম বিলি করেছেন বিএলওরা। প্রথমদিকে বুথ লেভেল এজেন্টদের নিয়ে কিছুটা সমস্যা ছিল। কিন্তু শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এই মুহূর্তে রাজ্যে প্রায় দেড়লক্ষের মতো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা বিএলওদের সঙ্গে কাজ করছেন। তবে এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে বিভ্রান্তি এখনও পুরোটা কাটেনি। অভিযোগ, কোনও কোনও জায়গায় ফর্মের পিছনে ফর্ম পূরণের যে নির্দেশিকা, তা ছাপা হয়নি। বহু জায়গায় বিএলওদের সঙ্গে ফর্ম পেতে যোগাযোগ করলে জানানো হয়েছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে ফর্ম ছাপা না হওয়া এবং সময়মতো তা বিলিবণ্টন না হওয়ার জন্যই বিএলওরা ইচ্ছে থাকলেও ফর্ম বিলি করতে পারছেন না। অনলাইনে ফর্ম পূরণ শুরু হলেও ফর্ম আপলোড করা নিয়ে জটিলতা কাটেনি।

যাদবপুরের নিরাপত্তা-রিপোর্ট হাইকোর্টে

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলায় রিপোর্ট জমা দিল রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে বৈঠকের কথা আগেই বলা হয়েছিল। সেই সংক্রান্ত রিপোর্টই মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে জমা দেওয়া হয়েছে। সিসিটিভি সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যেই আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে আদালতে জানিয়েছে রাজ্য। তবে বকেয়া আরও অর্থের জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে বলে দাবি রাজ্যের।

আদালত সূত্রে খবর, ১৫ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের বৈঠক হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস ও সল্টলেক ক্যাম্পাসের জন্য সিসিটিভি ক্যাম্পাসের জন্য ৬৮ লক্ষেরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নতুন করে ৩২ জন নিরাপত্তারক্ষীকে নেওয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এই নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়োগ করবে যাদবপুর এগজিকিউটিভ কাউন্সিল।

তবে খরচ বহন করবে রাজ্য। কলকাতা পুলিশ (দক্ষিণ শহরতলি) যাদবপুর ও সল্টলেকে মূল ক্যাম্পাস ও হস্টেলের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণে রাখবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য রাজ্য প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমন্বয় সাধন করে চলবে।

গত কয়েক বছরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি ঘটনার প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ওয়েবকুপার বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও উপাচার্যের হাজির থাকা নিয়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তার পরই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে জল গড়ায়। সেই মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ এদিন জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্যের অনুমোদিত অর্থ পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তা নিয়ে একটি রিপোর্ট জমা দিতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৮ নভেম্বর।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি মামলা

তথ্য দিয়ে দুর্নীতির তত্ত্ব খারিজ রাজ্যের

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি সংক্রান্ত মামলায় তথ্য দিয়ে দুর্নীতির তত্ত্ব খারিজ করল রাজ্য। অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্তের যুক্তি, 'অনিয়ম হয়েছে শুধু ৩৬০ জনের নিয়োগে। সিবিআই তদন্ত শেষে এমনটাই দাবি করেছে। এই কারণে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে দুর্নীতি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ২৬৪ জন প্রশিক্ষিত টেট উত্তীর্ণদের মার্কস নিয়ে ত্রুটি এবং ৯৬ জন প্রশিক্ষিতর চাকরি বাতিল করে পর্ষদ। পর্ষদের কাছে এই চাকরির সুপারিশ ছিল না।'

এস বসু রায় কোম্পানির ভূমিকা নিয়েও অসংগতির অভিযোগও খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের দাবি, এই সংস্থা পর্ষদের হয়ে কার্যত ছাপাখানার কাজ করেছে। পরীক্ষার্থীদের নম্বর দিয়েছেন পরীক্ষকরা। সেই নম্বর বা তথ্যগুলি প্রিন্টিংয়ের কাজ করেছে এই সংস্থা।

২০১৬ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংশোধিত আইনানুযায়ী চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি করেছে বোর্ড। জেলা প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিলগুলি সেই তালিকা পর্ষদের কাছ থেকে পেয়ে জেলাভিত্তিক মেধাতালিকা প্রকাশ করেছে। কোথাও দুর্নীতি হয়নি। কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল যা শুধরে নেওয়া হয়েছে।

এদিন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল পর্ষদের অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ১ লক্ষ ২৫ হাজার প্রার্থীর আবেদনপত্র বাছাই, জেলাভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করা, ইন্টারভিউর তালিকা, অ্যাটেনডেন্স শিট তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। যা সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ও সহায়তামূলক।

আবেদনপত্র স্ক্রুটিনির জন্য ডিআই, এসআই, এআই আধিকারিকদের নিয়ে সাব কমিটি গঠন করা হয়েছিল। আদালতে আবেদনকারীদের তরফে তুলে ধরা বেশ কিছু যুক্তি ভুল বলে উল্লেখ করেন এজি। এদিন পর্ষদের উদ্দেশে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্নও করে। কত জনের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল, নম্বর বিভাজনের ভিত্তি কী, এস বসু রায়ের ভূমিকা নিয়েও জানতে চাওয়া হয়। বুধবার ফের মামলাটির শুনানি রয়েছে।

অযোগ্য তালিকায় মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : ২০১৬-র স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় চাকরি পাওয়া অযোগ্যদের তালিকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয় বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়। অভিযোগ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের। তাঁর দাবি, বোলপুরের নিমাই মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে বৃষ্টি সম্পর্কে মমতার মামাতো বোন। ২০১৬-র স্কুল সার্ভিসের পরীক্ষায় গ্রুপ-সি ক্যাটিগোরিতে তিনি চাকরি পান। পরবর্তীকালে আদালতের নির্দেশে স্কুল সার্ভিস কমিশন অযোগ্যদের যে তালিকা জমা দিয়েছিল, তাতে তৃণমূলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীর আত্মীয়স্বজনদের মতোই বৃষ্টির নাম ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে সুকান্ত বলেন, 'আমরা জানতে চাই, তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিজে কি বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়ের নাম তালিকায় যুক্ত করেছিলেন? নাকি মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে

অভিযোগ সুকান্তর

নির্দেশ দিয়েছিলেন?' অযোগ্যদের চাকরি পাওয়ার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, এসব ব্যাপারে তাঁর কিছুই জানা ছিল না। গোটা বিষয়টির দায় কার্যত তিনি শিক্ষা দপ্তর ও শিক্ষামন্ত্রীর ঘাড়ে ঠেলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই দাবি নিয়েও দলের মধ্যে মুখ খুলেছিলেন কেউ কেউ। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, যদি কোনও ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে তার দায় শুধু পার্থদার নয়, ক্যাবিনেটেরও। ফিরহাদের ওই মন্তব্য নিয়েও বিতর্ক হয়েছিল। পরে যদিও সেই অবস্থান থেকে সরে আসেন তিনি। ঘটনাচক্রে জামিনে মুক্ত হয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ফেরার দিনেই চাকরি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বৃষ্টির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর যোগের অভিযোগ তুললেন সুকান্ত মজুমদার।

২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অবৈধ নিয়োগের তদন্তে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৪ নভেম্বর ৩,৫১২ জন শিক্ষাকর্মীর নামের তালিকা আদালতে জমা দেয় কমিশন। এদের মধ্যে ২,৩৪৯ জন গ্রুপ-ডি এবং ১,১৬৩ জন গ্রুপ-সি বিভাগের কর্মী। এই তালিকায় বৃষ্টি ছাড়াও শান্তনু মালিক, খোকন মাহাতোর মতো তৃণমূল নেতাদের আত্মীয়ের নামও রয়েছে। শান্তনু মালিক বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক নিশীথ মালিকের ভাই। খোকন মাহাতো তৃণমূলের শালবনির বিধায়ক শ্রীকান্ত মাহাতোর ভাই।

দাঁড়িয়ে থেকে বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ে দিলেন স্বামী

আশিস মণ্ডল

সিউড়ি, ১১ নভেম্বর : সদ্য বিবাহিত নয়। বছর আটেক ঘর সংসার করার পর বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ে দিলেন এক যুবক। চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সাঁইথিয়া পুরসভা এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে। ওই এলাকার বাসিন্দা পেশায় গাড়ি চালক বাপি মণ্ডলের সঙ্গে বছর নয়েক আগে বিয়ে হয় তারাপীঠের পঞ্চমীর। তাদের ৭ বছরের একটি ছেলেও রয়েছে।

বাপি কলকাতায় গাড়ি চালান। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের জিৎ মির্ধ্যা তার ছোটবেলাকার বন্ধু। সেই সুবাদে তার মাধ্যমে কলকাতা থেকে টাকাপয়সা পাঠাতেন। খোঁজখবর নিতে বলতেন। সেই সূত্রে বাপির বাড়িতে জিৎ - এর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। একসময় পঞ্চমীর সঙ্গে জিৎ - এর বিবাহ বর্হির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেটা জানার পরেই পঞ্চমীর সঙ্গে বাপীর অশান্তি সৃষ্টি হয়। মাস আটেক ধরে পঞ্চমী বাপের বাড়িতে ছিলেন। সেখান থেকে বাপির বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন এবং খোরপোষের মামলাও করেন।

মঙ্গলবার বাপের বাড়ি থেকে পঞ্চমীকে নিয়ে এসে নন্দীকেশ্বরীতলা মন্দিরে বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে দেন বাপি। তিনি বলেন, "পঞ্চমী আমার সঙ্গে ঘর সংসার করতে চায় না। বন্ধুর সঙ্গে থাকতে চায়। তাই ও যাতে সুখে থাকে সেইজন্যেই ওই সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি ছেলেটিকে মানুষ করবো।"

পঞ্চমী জানিয়েছেন, তিনি জিৎ-কে ভালো বেসেছেন। তাঁর সঙ্গেই ভালো থাকবেন। বাপির বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাও তুলে নেবেন। অন্যদিকে জিৎ বলেন, "ভালোবাসা তো কোন বাধা বিপত্তি মানে না। পঞ্চমীকে কি করে যে ভালোবেসে ফেললাম কে জানে!"

দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা শুরু হল রাজ্যে

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : গ্রামীণ এলাকা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা যান গড়ে তুলল রাজ্য। এই ভ্যানে থাকবে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্র, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দরকারি উপাদান থেকে শুরু করে ওষুধের ব্যবস্থাও। এর মাধ্যমে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ, গর্ভধারণ, ম্যালেরিয়া, ইসিজি, ব্লাড সুগার সহ ৩৫ রকমের পরীক্ষা করা যাবে বিনামূল্যে। মঙ্গলবার স্বাস্থ্যভবন থেকে এইরকম ১১০টি ভ্যানের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পোশাকি নাম দিলেন মোবাইল মেডিকেল ইউনিট।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যসভার সাংসদদের উন্নয়নের তহবিল বাবদ প্রাপ্ত ৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১০টি মোবাইল মেডিকেল ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১০টির উদ্বোধন হয়েছে এদিন। এই পরিষেবা চালাতে বার্ষিক ৩০ কোটি টাকা খরচ করবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই ইউনিটে চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ান, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও ওষুধ থাকবে। যেসব জায়গায় এই ইউনিট যাবে, সেখানকার মানুষজনকে আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে। এতে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ও শিশুরা। প্রয়োজনে কোনও রোগীকে হাসপাতালেও রেফার করা হবে এই ইউনিটগুলি থেকে।' গত ১৪ বছরে রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিপ্লব এসেছে বলে দাবি করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, গত ১২ অগাস্ট রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করতেই এই মোবাইল মেডিকেল ইউনিট চালু করার সিদ্ধান্ত। দূরবর্তী ও দুর্গম অঞ্চলের যে সমস্ত বাসিন্দা হাসপাতাল সহ অন্যান্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে যাওয়ার সুযোগ পান না, তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি এক্স-রে, আলট্রাসাউন্ড সহ একাধিক আধুনিক পরীক্ষার সুবিধা দেবে এই ইউনিট।

এদিন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরে মমতা বলেন, 'রাজ্যে নতুন ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজ তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে ৭০ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ৪২টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, ১৩,৫০০-র বেশি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, জেলায় জেলায় ৭৬টি সিসিইউ, ১১৭টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান তৈরি করা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে ৪০ হাজার শয্যা বাড়ানো হয়েছে।' স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের মতে, দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবার এই পরিকল্পনা জেলার বাসিন্দাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে।

কী পরিষেবা

- গ্রামীণ এলাকা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা যান
- ভ্যানে থাকবে আধুনিক যন্ত্র, দরকারি উপাদান, ওষুধ
- ৩৫ রকমের রোগের পরীক্ষা করা যাবে বিনামূল্যে
- মঙ্গলবার ১১০টি ভ্যানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী
- পোশাকি নাম মোবাইল মেডিকেল ইউনিট

দেশে অঙ্গদানে পিছিয়ে বাংলা

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : অঙ্গদানে সারা দেশে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। ২০২৪ সালে দেশব্যাপী ১১২৮টি ক্যাডাভেরিক বা মৃত্যুপরবর্তী অঙ্গদান হয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ১৪টি হয়েছে বাংলা থেকে। চলতি বছর সেই সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই সংখ্যাটি মোটেই পর্যাপ্ত নয়। অঙ্গ প্রতিস্থাপন বাড়লে বহু রোগীর প্রাণ বাঁচানো সহজ হবে। সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক অঙ্গদান সচেতনতা শিবিরে এই পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন জাতীয় অঙ্গ ও টিস্যু প্রতিস্থাপন সংস্থা (এনওটিটিও)-র ডিরেক্টর অনিল কুমার। তাঁর পরামর্শ, রাজ্যে যে যে হাসপাতালগুলিতে ইতিমধ্যেই অঙ্গ প্রতিস্থাপন হয়েছে, সেই হাসপাতালগুলি অন্যদের সাহায্য করলে অঙ্গদান কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায়, যাঁদের মস্তিষ্ক অচল হয়ে যাওয়ার ফলে বাঁচার কোনও সম্ভাবনা থাকে না, তাঁদের ক্যাডাভেরিক বা ব্রেন ডেথ রোগী হিসেবে উল্লেখ করা যায়। যদি তাঁরা ক্যানসার, হেপাটাইটিস, এইচআইভি সহ অন্য কোনও মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত না হন, তাহলে তাঁরা ক্যাডাভেরিক হিসেবে অঙ্গদান করতে পারেন। অনিলের কথায়, উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকলে এই ধরনের রোগীদের অঙ্গ সংগ্রহ খুব সহজ। বর্তমানে এই রাজ্যে একমাত্র সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএম-এ নিয়মিত অঙ্গ প্রতিস্থাপন হয়ে থাকে। এনওটিটিও-র কর্মকর্তাদের মত, এসএসকেএম-কে ক্যাডাভেরির অঙ্গদানের 'হাব' হিসেবে কাজ করা উচিত। তাহলে অন্য কেন্দ্রগুলি খুব শীঘ্রই এসএসকেএম-এর হাত ধরে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কাজ শুরু করতে পারবে।

অনিল জানান, সড়ক দুর্ঘটনা বা স্ট্রোকে মৃতদের পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা গেলে অঙ্গদানের সংখ্যা বাড়বে। চিকিৎসক মহলের মত, পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তৈরির পাশাপাশি সচেতনতা বাড়ালে তবেই রাজ্য এই ধরনের চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারবে। সেই চেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু করার কথা ভাবছে রাজ্যের হাসপাতালগুলি।

বুথের ভোটার না হলেও বিএলএ

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : বিএলএ নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন নির্দেশিকা জারি করল কমিশন। এখন থেকে বিএলএ বা বুথ লেভেল এজেন্টকে তাঁর বুথের ভোটার না হলেও চলবে। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলি বাইরে থেকেও বুথ লেভেল এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবে। মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই নির্দেশিকা জারি করেছে।

প্রকৃতপক্ষে এসআইআর ঘোষণার পর রাজ্যের সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূল ছাড়া সব বিরোধীরাই বিএলএ নিয়োগের ক্ষেত্রে এই দাবি জানিয়েছিল। বিজেপি সহ অধিকাংশ বিরোধীরা কমিশনের এই নিয়মের গেরোয় বুথে এজেন্ট দিতে সমস্যায় পড়েছিল। কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'কমিশনের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে এই পদক্ষেপকে আমি ধন্যবাদ জানাই।' তবে অনেকের আশঙ্কা সংশ্লিষ্ট বিএলএ ওই বুথের ভোটার না হলে মৃত ও ভুয়ো ভোটার শনাক্তকরণে সমস্যা হতে পারে।

> কমিশনের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে এই পদক্ষেপকে আমি ধন্যবাদ জানাই।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

ঝুলনকে ডি-লিট বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ১১ নভেম্বর : মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে হরমন প্রীত কৌর এর নেতৃত্বে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। এই মহিলা দলের অনুপ্রেরণা হলেন শেফালী শর্মা রিচা ঘোষদের ঝুলুদি তথা ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাংলার মেয়ে ঝুলন গোস্বামী। মঙ্গলবার বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সেই ঝুলন গোস্বামীকে সাম্মানিক ডি'লিট উপাধি দিয়ে সংবর্ধিত করলো।

এদিন রবীন্দ্র ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একই ভাবে ডি'টিল উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হল সাহিত্যিক আবুল বাশার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নাট্যব্যক্তিত্ব দেবশঙ্কর হালদার এবং গ্রামোন্নয়নে যুক্ত টি আর কেসবন'কে। পাশাপাশি ডিএসসি উপাধিতে ভূষিত করা হল চিকিৎসা বিজ্ঞানী অরুণ কুমারেন্দু সিংহ,

পদার্থবিদ্যার শিক্ষক গবেষক অশোক সেন,ইসরোর বিজ্ঞানী ঋতু কারিধাল কে। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

সোমবার দিল্লির লালকেল্লার সামনে যে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে সে প্রসঙ্গে রাজ্যপাল গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, দিল্লির ঘটনা দুঃখ জনক । সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ তৈরি বেশি জরুরি।

এদিন বাঁকুড়া রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যপালকে স্বাগত জানান উপাচার্য, অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা। বাঁকুড়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকেও রাজ্যপালকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তরদের ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৭৩ সংখ্যা, বুধবার, ২৫ কার্তিক, ১৪৩২

আলোচিত

সামি দুর্দান্ত। ওঁকে যেভাবে রঞ্জিতে বল করতে দেখেছি, তাতে স্পষ্ট উনি আগের মতোই তীক্ষ্ণ। দু'তিনটি ম্যাচ বাংলাকে একাই জিতিয়েছেন। ওঁর ফিটনেস ও দক্ষতায় কোনও ঘাটতি নেই। সামি এখন টেস্ট, ওয়ান ডে বা টি-টোয়েন্টি- সব ফর্ম্যাটেই খেলার যোগ্য। নির্বাচকরা নিশ্চয়ই দেখছেন। - সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

ভাইরাল

দিল্লির শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর কলেজে ক্লাস চলছে। হঠাৎ 'ইনস্পেকশনে' আসে এক পথকুকুর। হতভম্ব প্রফেসর ও শিক্ষার্থীরা। কুকুরটি সারা ক্লাসরুমে মনের সুখে ঘুরে বেড়ায়। লোকজন দেখেও বিচলিত না হয়ে 'ইনস্পেকটরের' মতো পরিদর্শন করে।

আজ

২০২৪

অভিনেতা মনোজ মিত্রের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৪০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা আমজাদ খান।

জাঁতাকল

কার্যত জাঁতাকলে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-রা। তাঁরা রাজ্য সরকারের কর্মচারী। বেশিরভাগ যদিও শিক্ষক। কিন্তু তাঁদের বিএলও পদে নিযুক্ত করেছে নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁদের। কাজটা গুরুভার সন্দেহ নেই। কমিশনের এই প্রক্রিয়ায় একেবারে নীচুতলার কাজটা তাঁদের সামলাতে হচ্ছে। বিএলও-দের ওপরই নির্ভর করছে এসআইআর-এর চূড়ান্ত সাফল্য।

এই দায়িত্ব পালনে একদিকে ভোটার, অন্যদিকে রাজনৈতিক দলে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন বিএলও-দের কাজের প্রাথমিক শর্ত। নির্বাচন কমিশনের প্রতি দায়বদ্ধতা তাঁদের আরেক শর্ত। অথচ বাস্তবে ভোটার ও রাজনৈতিক দলগুলির মারাত্মক চাপের মুখে কাজ করতে হচ্ছে বিএলও-দের। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রাথমিক কাজটি করতে যতটা কায়িক শ্রম করতে হচ্ছে, তার অনেক গুণ বেশি থাকছে তাঁদের ওপর মানসিক চাপ। যা অনেক ক্ষেত্রে সহ্যসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে।

অভিযোগটি পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যে তিনবার প্রত্যেক বিএলও-কে বাড়ি বাড়ি যেতে বলা হয়েছে, তার প্রথমবারটি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন পর্যাপ্ত পরিমাণে এনুমারেশন ফর্ম সরবরাহ করতে না পারায় প্রথম দফায় সব বাড়িতে ফর্ম পৌঁছে দিতে পারেননি বিএলও-রা। উদ্বেগজনিত কারণে এতে ক্ষিপ্ত হচ্ছেন ভোটারদের একাংশ। তাঁদের রাগ, ক্ষোভ ইত্যাদি গিয়ে আছড়ে পড়ছে বিএলও-দের ওপর।

কেন এখনও ফর্ম দেওয়া হল না, ভোটাররা তার কৈফিয়ত চাইছেন এই বুথ লেভেল অফিসারদের কাছে। জবাব না শুনে অনেক সময় কটু কথা শোনানো হচ্ছে তাঁদের। শুধু সামনাসামনি দেখা হলে নয়, টেলিফোন করে যখন-তখন বিএলও-দের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছেন কেউ কেউ। নির্বাচন কমিশনের সৌজন্যে তাঁদের মোবাইল নম্বর এখন জনপরিসরে মজুত। অন্যদিকে, বিএলও-দের কাজ করতে হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)-দের সঙ্গে নিয়ে।

নিজ নিজ দলের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিএলএ-রা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিএলও-দের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ। বিভিন্ন দলের বিএলএ-দের মধ্যে মতবিরোধ বা সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হলে, সেটাও সামলাতে হচ্ছে বিএলও-দের। তৃতীয়ত, কমিশনের চাপও মারাত্মক। ভুলভ্রান্তি হলে শুধু শোকজ নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার খাঁড়া ঝোলানো রয়েছে। বাংলায় ইতিমধ্যে কয়েকজনকে শোকজ করা হয়েছে। বিহারে কয়েকজনকে জেলে পাঠানোর রেকর্ডও আছে।

এই ত্রিবিধ চাপ রয়েছে বিএলও-দের ওপর। যার জেরে ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে একজন বিএলও-র মৃত্যুর অভিযোগ সামনে এসেছে। কমিশনের কাছ থেকে ফর্ম গ্রহণ, ভোটার তালিকা অনুযায়ী সাজিয়ে বাড়ি বাড়ি বিলি, ভোটারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, ফর্ম পূরণে সহায়তা ও গ্রহণ এবং শেষপর্যন্ত কমিশনের অ্যাপে আপলোড করার বহুবিধ কাজ করার জন্য সময় দেওয়া হয়েছে এক মাস।

কোনও বুথে সর্বাধিক ১৫০০ ভোটার থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কম করে ৩০০ বাড়িতে তিনবার যেতে হলে কত সময় লাগতে পারে, তা অনুমান করা কঠিন নয়। অন্যদিকে, আছে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করার ক্ষেত্রে ভোটারদের হাজার প্রশ্ন ও সমস্যা। যেগুলির যথাযথ উত্তর বিএলও-দের কাছে স্পষ্ট নয়। যেমন, ভোটারের নাম ঠিক থাকলেও বাবা-মায়ের নাম বা পদবিতে বানান ভুল থাকলে কী হবে! কোনও বিপর্যয়ে নথি নষ্ট হয়ে থাকলে সেই ভোটার নিজেকে প্রমাণ করবেন কেমন করে ইত্যাদি।

বাস্তবে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশন এসআইআর করতে যাওয়ায় নানা অসুবিধা হচ্ছে। ঘোষণার দু'দিনের মধ্যে এসআইআর শুরু করে দেওয়ায় পর্যাপ্ত ফর্ম ছাপা এখনও সম্ভব হয়নি। তাছাড়া রাজনৈতিক সহযোগিতার বদলে বিএলএ-দের রাজনৈতিক চাপ প্রকট হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসআইআর প্রক্রিয়াটি সাফল্যের সঙ্গে উতরে দেওয়া বিএলও-দের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

অমৃতধারা

যথেষ্ট গভীরে পৌঁছতে পারলে ভাবের আড়ালে অবস্থিত তত্ত্ব ও শক্তির সন্ধান পাবে। তখন আসবে সিদ্ধির শক্তি। যারা অধ্যাত্ম উন্নতির উপায় হিসেবে ধ্যানকে ব্যবহার করে তারা এভাবেই বস্তুর অন্তরালে নিহিত তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এর জন্য চাই বেশ কঠোর সাধনা, চাই বিপুল অভ্যাস। তখন তোমার মনের মধ্যে আলো নেমে আসে, একটি বোধশক্তি নেমে আসে, তখন ভাবকে যে কোনও রূপে প্রকাশের সামর্থ্য তুমি অর্জন কর। এখানে একটি পর্যায়ক্রম আছে, উচ্চতম পর্যায়ে আছে তত্ত্ব, কিন্তু সেই তত্ত্বও অনন্য নয়, কেননা তারও উপরে যাওয়া যায়। সেই তত্ত্ব নানা ভাবের মূর্তিতে প্রকাশিত হতে পারে। আর ভাবগুলো অসংখ্য চিন্তার মূর্তিতে, আর চিন্তাপুঞ্জ বহুবিধ ভাষায় থাকে।

-শ্রীমা

সোজা-সাপটা

ভোটের আগের দু'দিনে জড়ো হওয়া মানুষগুলোর চোখেমুখে শঙ্কা, ক্ষোভ ও বিরক্তি। আসন্ন দিনটির কথা ভেবে দুরুদুরু বক্ষ। কথায় কথায় কাউন্টারগুলোতে কর্মরত মানুষগুলির উদ্দেশে উগরে দিতেন ওই ক্ষোভ।

ভোটের আগে ভোট পর্ব, হাজারো কিসসা

ভগীরথ মিশ্র

ব্যালট পেপার ছাপানো, স্পিটিং-প্যাকেটিং, রাস্তাঘাট, পোলিং বুথ ইত্যাদি মেরামত, পানীয় জলের কূপ ও টিউবওয়েলগুলির সংস্কার, ভোটকর্মীদের জন্য বাস-ট্রাক-গোরুর গাড়ি সংগ্রহ, সাইকেল মেসেঞ্জার অর্থাৎ ভোট চলাকালীন হরেক কিসিমের খবর পৌঁছানোর জন্য ও ওয়াটার ক্যারিয়ার অর্থাৎ ভোট চলাকালীন তৃষ্ণার্ত ভোটারদের জল খাওয়ানোর জন্য নিয়োগ, ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ, ব্যাগিং অর্থাৎ ব্যালট পেপার থেকে শুরু করে সুচ, এমনকি খালি টিনের কৌটো অবধি, ভোটের কাজে ব্যবহৃতব্য প্রায় শতাধিক সামগ্রীকে একত্র করে প্রত্যেকটি বুথের জন্য একাধিক ব্যাগ প্রস্তুত করা। এইমতো নির্বাচন-যন্ত্রটি এগোতে এগোতে একসময় পূর্ণাহুতি দেবার সময়টি এগিয়ে আসে। পূর্ণাহুতি বলতে ভোটকর্মীদের মালপত্তর ও পুলিশ সহ ভোটকেন্দ্রে পাঠানো এবং নির্বিঘ্নে ভোটটি সম্পন্ন করিয়ে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

১৯৭৭ সাল নাগাদ অখণ্ড পশ্চিম দিনাজপুরে না হোক আড়াই হাজার মতো বুথ। প্রত্যেক বুথে ছ'জন ভোটকর্মী ও দুজন পুলিশকর্মী, মোট আটজন। এই এতসংখ্যক মানুষকে মালপত্র সহ সব বুথে যথাসময়ে নিরাপদে পাঠানো, সেও এক মহাযজ্ঞ। অথচ পশ্চিম দিনাজপুর জেলাটা এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি না হোক ২৫০ কিমি লম্বা। সদর শহর বালুরঘাট সমগ্র জেলার একেবারে পুবপ্রান্তে অবস্থিত। ওখান থেকে জেলার অপর দুই মহকুমা-শহর রায়গঞ্জ ও ইসলামপুরের দূরত্ব যথাক্রমে ১০৯ ও ২১৮ কিমি। দুটি মহকুমাতেই দুজন জবরদস্ত মহকুমা শাসক। কিন্তু তাও, কেন কে জানে, সমগ্র জেলার ভোটকর্মীদের কেন্দ্রীয়ভাবে বালুরঘাট থেকেই বুথে-বুথে পাঠানো হত। সেই উদ্দেশ্যে বালুরঘাট কালেক্টরেট সংলগ্ন বিশাল মাঠে একাধিক গগনচুম্বী প্যান্ডেল বানানো হত। সবচেয়ে বড় প্যান্ডেলটি হত ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার-কাম রিসেপশন সেন্টার। ডিসিআরসি। এই প্যান্ডেলের তলায় সারি সারি কাউন্টার বানানো হত। ভোটের আগের দু'দিন ওটা ফ্রি-মি (ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার) হিসেবে ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ ভোটের একদিন কিংবা দু'দিন আগে ওখান থেকেই মালপত্র, টাকাপয়সা ও পুলিশ নিয়ে ভোটকর্মীরা বুথের উদ্দেশে রওনা দিতেন। আবার, ভোটের দিন বিকেল থেকে ওটাই সেজে উঠত রিসেপশন সেন্টার হিসেবে। ভোটের পরে ভোটকর্মীরা ফিরে এসে ওই সেন্টারেই জমা দিতেন ভর্তি ব্যালট বক্স সহ সমস্ত মালপত্র।

ওই প্যান্ডেলের লাগোয়া আরও দুটি প্যান্ডেল বানানো হত। একটিতে হত পুলিশ কন্ট্রোল, অন্যদিকে ভেহিকল কন্ট্রোল। বিশাল মাঠের একপ্রান্তে তিন-চারদিন আগে থেকে জড়ো করা হত শয়ে-শয়ে ট্রাক, বাস। ওগুলোকে ভেহিকল কন্ট্রোল থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হত। আর, পুলিশ কন্ট্রোলের লাগোয়া ছাউনিতে ভোটের আগের দিন সকালে জড়ো হতেন পুলিশকর্মী ও হোমগার্ডরা। ওঁদের বিলিবন্দোবস্তের দায়িত্বে থাকতেন জেলার পদস্থ পুলিশ অফিসাররা। ভোটকর্মীরা সমস্ত মালপত্তর নিলে পর, সর্বশেষ 'আইটেম' হিসেবে ওই পুলিশকর্মীদের প্রত্যেক টিমের সঙ্গে জুতে দেওয়া হত।

নির্দিষ্ট দিনে মালপত্তর, টাকা ও পুলিশ সঙ্গে নিয়ে বাস বা ট্রাকে চড়ে ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দিতেন ভোটকর্মীরা। কিন্তু তার আগে গোটা সকালবেলাটা ওই এলাকাটা মানুষে মানুষে একেবারে ছয়লাপ হয়ে থাকত।

যেহেতু জেলার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি প্রায় ২৫০ কিমি দূরত্ব, ভোটকর্মীদের পাঠানো হত দু'দিনে। খুব দূরের বুথগুলোতে ভোটকর্মীরা যেতেন ভোটের দু'দিন আগে। ভোটের ভাষায়, 'পি-মাইনাস-টু ডে'। পি বলতে পোল, মানে ভোট। আর, যেসব বুথ অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি, ওগুলোতে ভোটকর্মীরা যেতেন পি-মাইনাস-ওয়ান ডে-তে। ফলে, জেলার ডিসিআরসি-টি ভোটকর্মীদের পাঠানোর বেলায় দু'দিন চালু থাকত। ভোট হয়ে গেলে অবশ্য ওইদিনই, যত রাতই হোক, ফিরে আসত সমস্ত পার্টি।

ডিসি (ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার) ও আরসি (রিসেপশন সেন্টার) একই জায়গায় হলেও, দুটির বেলায় তাদের ছিল দুটি পৃথক রূপ।

ভোটের আগের দু'দিনে জড়ো হওয়া মানুষগুলোর চোখেমুখে শঙ্কা, ক্ষোভ ও বিরক্তি। আসন্ন দিনটির কথা ভেবে দুরুদুরু বক্ষ। কথায় কথায় কাউন্টারগুলোতে কর্মরত মানুষগুলির উদ্দেশে উগরে দিতেন ওই ক্ষোভ। সামান্য কারণে দুর্ব্যবহার করে বসতেন। কেউ কেউ একেবারে শেষমুহূর্তেও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। কেউ কেউ তো সেজন্য হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার ভানও করতেন। কেউ কেউ আবার একেবারে শেষমুহূর্তে জেনে নিতেন ভোটের খুঁটিনাটি নিয়মকানুনগুলি। কেউ কেউ অবশ্য বেশ খোশমেজাজেই চলাফেরা করতেন। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই লক্ষ করেছি, চোখেমুখে পুত্রশোক ফুটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এলোমেলো। ওই ভোটকর্মীটিকে বিদায় জানাতে এসেছেন তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা। দুশ্চিন্তায় থমথম করছে ওঁদের মুখ। সারাক্ষণ সংশ্লিষ্ট ভোটকর্মীটিকে শরীর-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানাবিধ উপদেশ-পরামর্শ দিয়েই চলেছেন। একেবারে বাসে ওঠার পূর্ব মুহূর্ত অবধি চালু থাকত ওই পরামর্শমালা। ওষুধগুলো ঠিকঠাক খেও, জুতোজোড়াটা সামলে রেখো, বাসি-পচা খেও না...।

ওই দিনগুলোতে সাধারণ ভোটকর্মীর পাশাপাশি হাজির থাকতেন একদল রিজার্ভ ভোটকর্মী। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে তাঁদের ভোট করাতে যাবার কথা। তাঁদের চোখেমুখেই শঙ্কাটা ফুটে থাকত সবচেয়ে বেশি। তখন মাইকে ঘনঘন ঘোষিত হচ্ছে, অমুক বুথের প্রিসাইডিং অফিসার, কিংবা অমুক বুথের থার্ড পোলিং অফিসার, আপনি এসে থাকলে অবিলম্বে রিপোর্টিং সেন্টারে এসে রিপোর্ট করুন। রিজার্ভ পোলিং অফিসাররা কান খাড়া করে রাখতেন ওই ঘোষণাগুলির দিকে। কোন কোন বুথের কতজন প্রিসাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার তখনও অবধি রিপোর্ট করেননি, সেগুলোই মনোযোগ সহকারে শুনতেন। এর কারণ, তার ওপরই ঝুলে থাকত ওঁদের ভাগ্য। একটা ছাউনিতে ওঁদের বসবার ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু রিজার্ভদের মধ্যেকার চতুর অংশটি প্রায় সময়ই ওই ছাউনির থেকে নিরাপদ তফাতে গিয়ে ঘোরাঘুরি করতেন, যাতে রেগুলার ভোটকর্মী উপস্থিত না থাকলে তাঁদের বদলে যখন রিজার্ভারদের থেকে এক-একজনকে নিয়ে ওই শূন্যস্থানগুলি পূরণ করবার প্রক্রিয়াটি চলবে, তখন যেন সাহেবদের চোখের আড়ালে থেকে ওই গুরুদায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। তাঁরা দূর থেকে সারাক্ষণ পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ নজয় রাখতেন এবং 'ঝড়-বৃষ্টি' থেমে গেলে পুনরায় ছাউনিতে ফিরে আসতেন।

সব রকমের ভোটকর্মীই ডিসি-তে এসে সর্বপ্রথম ক্যাশ কাউন্টারেই লাইন দিতেন। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট হারে পোলিং অ্যানাউন্স পাওয়াটা ছিল নিশ্চিত এবং টাকার পরিমাণটাও মোটেই আহামরি নয়, তাও কেন কে জানে, সব্বাই প্রথমে ক্যাশের কাউন্টারেই লাইন লাগাতেন। আমার দীর্ঘ চাকরিজীবনে কত ভোটই করেছি, একটি ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় হতে দেখিনি।

অর্থপ্রাপ্তির পর ব্যালট পেপারের কাউন্টারে দাঁড়াতেন ওঁরা। ওই টিমের কেউ কেউ তখন দাঁড়িয়ে পড়েছেন ব্যালট বক্স, চট, হ্যারিকেন ইত্যাদি নেবার লাইনে। কেউ কেউ বা হরেক কিসিমের ফর্ম ও এনভেলপ নেবার লাইনে। এইভাবে সবাই ভাগাভাগি করে নিতেন দায়িত্ব। তবে, কোন টিমের কর্মীরা দায়িত্বগুলি কতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবেন, তা নির্ভর করত অনেকগুলি ফ্যাক্টরের ওপর। তার মধ্যে প্রধান ফ্যাক্টরটি ছিল কন্টিনজেন্সি বাবদ প্রাপ্ত অর্থের সংগতির ওপর। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়েই বলা যাক। প্রত্যেক বুথের জন্য কিছু টাকা আপৎকালীন খরচের জন্য বরাদ্দ করত সরকার। টিমের প্রিসাইডিং অফিসারই ছিলেন ওই টাকা গ্রহণ ও খরচ করবার মালিক। পরবর্তীকালে ওই টাকার কোনও হিসাব পেশ করতে হত না। বস্তুতপক্ষে বুথে ওই টাকা সামান্যই খরচ হত। অধিকাংশটাই ভোটকর্মীরা খানাপিনা করে খরচ করে ফেলতেন। কখনওবা চতুর প্রিসাইডিং অফিসার, সামান্য অংশ খানাপিনায় খরচ করে বাকিটা পকেটস্থ করতেন। ফলত, পোলিং টিমের অকুণ্ঠ সহযোগিতালাভের ক্ষেত্রে ওই কন্টিনজেন্সি বাবদ প্রাপ্ত অর্থটুকুই প্রধান ফ্যাক্টর হয়ে উঠত। যে প্রিসাইডিং অফিসার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তা পোলিং টিমের মাতব্বরটিকে কমন ফান্ড হিসেবে খরচ করবার জন্য দিয়ে দিতেন, তিনি টিমের সবাইয়ের থেকে প্রথম থেকেই পেতেন অকুণ্ঠ সহযোগিতা।

এ রাজ্যে ভোট পর্ব শুরু হতে আরও কিছুদিন। তার আগে এসআইআর পর্ব। কালঘাম ছুটছে বিএলও-দের। নানান কর্মকাণ্ড। সেই সূত্রেই ভোট পর্বের কাহিনী-কিসসা।

জনমন জনমত

হাসপাতালে ভাষার অবমাননা দুঃখজনক

৭ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রকাশিত ''ভাষা বিতর্কের সঙ্গী 'ভুল' ওষুধ'' শীর্ষক খবরটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রতিবেদনে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এক হিন্দিভাষী তরুণীর বাংলা ভাষার প্রতি অবমাননা এবং নিজের দায়িত্বের প্রতি অবহেলার বিষয়টি জেনে মর্মাহত হলাম।

হিন্দি কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় ভাষা নয়। ১৯৬৩ সালে দেবনাগরী লিপিতে লেখা হিন্দিকে সরকারি ভাষা হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয় এবং সেইসঙ্গে হিন্দি ভাষার সংখ্যাগুলিকে ইংরেজিতে লেখার নিদান দেওয়া হয়। হিন্দির পরে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি যুক্ত হয়। এরপর আবার হিন্দির সঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতিতে অন্যান্য মুখ্য ভারতীয় ভাষাকে ত্রিভাষা সূত্র অনুসারে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে হিন্দি ভাষা কোনও ভাষার ওপরে চেপে বসতে না পারে এবং কোনও ভাষার বিলুপ্তিকরণ না ঘটে। আমরা একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাব, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যালয়ে তিনটি ভাষায় সাইনবোর্ড লেখা হয়। প্রথমে বাংলা (অথবা যে রাজ্যের যে মুখ্য ভাষা), তারপর যথাক্রমে হিন্দি এবং ইংরেজি। রেলওয়ে স্টেশনের সব নামফলক ত্রিভাষা সূত্র অনুসারে লেখা। সর্বোপরি, কোনও ভাষাকেই আমরা হেয় করতে পারি না এবং করা উচিতও নয়।

বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষা আমরা যা-ই শিখি না কেন তা আমাদের সবসময় সমৃদ্ধ করে। সবশেষে ভাষা বিতর্ক বাদ দিয়ে আমরা সবাই ভারতবাসী এবং এটাই আমাদের একতা ও একমাত্র পরিচয়।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি।

এসআইআর উৎসব নাকি মানসিক নির্যাতন?

রাজ্যে এসআইআর চলছে। এমন আবহে, আপনার এলাকার বিএলও-দের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হোন। জেনে রাখুন, ঘাড়ে বন্দুক ঠেকিয়ে তাঁদের ওপর ডিউটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনওধরনের ঢালতলোয়ার ছাড়াই এঁদের নিধিরাম সর্দার বানিয়ে মাঠে ছেড়ে দিয়েছে ওপরমহল।

এবারের এসআইআর-এ অংশগ্রহণ করার জন্য একটি এনুমারেশন ফর্ম ভোটারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, যা অনেকের কাছেই বিভ্রান্তিকর। প্রথম ক্যাটিগোরি অনুযায়ী, ৩৮ বছরের কম বয়সি ভোটারদের নাম শেষ এসআইআরে থাকার কথা নয়। সেজন্য দ্বিতীয় ক্যাটিগোরি হিসেবে মা/বাবা/ঠাকুরদা/ঠাকুমার লিংক দেখাতে হবে। কিন্তু কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে থাকা বা ভিন্ন কারণে তাঁদেরও নাম হয়তো শেষ এসআইআরে নথিভুক্ত হয়নি। সেক্ষেত্রে রয়েছে তৃতীয় ক্যাটিগোরি। এই তৃতীয় ক্যাটিগোরি নিয়েই সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তি। রক্তের সম্পর্কের অন্য কোনও আত্মীয়ের নাম শেষ এসআইআরে থাকতে পারে, কারও ক্ষেত্রে নাও থাকতে পারে। এমতাবস্থায় তৃতীয় ক্যাটিগোরিতে কোন আত্মীয়কে দেখানো যেতে পারে? অথবা 'সম্পর্ক'র ঘরে কী লিখতে হবে তা সাধারণ ভোটারদের মধ্যে সত্যিই বিভ্রান্তি তৈরি করছে। বিষয়টি নিয়ে কিছু ভোটার ক্ষুব্ধ বিএলও-দের ওপর। রাজনৈতিক চাপেরও শিকার হচ্ছেন বিএলও-রা। কিন্তু এক্ষেত্রে বিএলও-দের দোষটা কোথায়? ইতিমধ্যে, ভোটার সহ বিএলও-র মৃত্যুর খবরও আসছে। রাজনৈতিক বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হয়তো এরকম বিভ্রান্তি। এভাবে অনেক ভুল ব্যক্তির তথ্য আরও পাকাপোক্ত হয়ে যেতে পারে বা কোনও বৈধ ব্যক্তি বঞ্চিত থেকে যেতে পারেন। তাই নিজে বিশ্লেষণ করতে না পারলে, আপতত এসআইআর-এর ব্যাপারে নানাজনের নানা মত থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে অফলাইন বা অনলাইনে ফর্ম সঠিকভাবে ফিলআপ করে দিন। আপনার নিজের কাজে নিজে সহায়তা করুন।

প্রচুর বিএলও নিয়োগ বা তাঁদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত না করে, এমনকি ভোটারদের যথাযথ সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার না করে, শুধু এসআইআরের পক্ষে-বিপক্ষে রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা চলছে। এ যেন অন্ধকারে রেখেই নয়ে-ছয়ে কাজ সেরে নেওয়ার একটা চেষ্টা। তাই শুধুমাত্র বিএলও-দের ওপর ক্ষোভ না উগরে, এসআইআরের ভালো দিকগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক খারাপ অভিসন্ধিগুলোও ভেবে দেখুন। দেখবেন, দিনশেষে সরাসরি আপনি না ঠকলেও, ঠকছে পরবর্তী প্রজন্ম।

ইতিমধ্যে স্বল্প পারিশ্রমিকে কর্মরত অস্থায়ী কর্মীদের বিএলও-র পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই পদে এখন সিংহভাগ শিক্ষককে হুমকি-ধমকি দিয়ে নিয়োগ করা হয়েছে। এতে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। শিক্ষকদের সম্মানহানি হচ্ছে। বিএলও পদটিরও অবমাননা হচ্ছে। যদিও এই বিএলও পদে বেকার তরুণ-তরুণীদের স্থায়ী নিয়োগ করা যেত।

আসলে এই এসআইআর কর্মসূচি বা বিএলও নিয়োগ শুধুমাত্র জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কোনও উৎসব নয়, বরং জনগণকে ভুল বুঝিয়ে ভোট-ফায়দা লুটে নেওয়ার এক মানসিক নির্যাতন কৌশল।

দীপঙ্কর বর্মন
পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।

বিহারে এসআইআর-এর পরেও বিদেশিদের সংখ্যা অজানা

আপনার হাতের কাছে যা নেই হঠাৎ করে তা চাইলে বা নিদেনপক্ষে দেখতে চাইলে আপনার মধ্যে একধরনের অলসতা ও বিপন্নতা কাজ করে।

ভোটার কার্ড, র‍্যাশন কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাংকের পাসবই, বিদ্যুৎ বিল কোনওকিছুই এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে চায়নি নির্বাচন কমিশন। শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে মামলা হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের তাড়া খেয়ে আধার কার্ডকে মান্যতা দিয়েছে। তাও সেই চাঁদ সদাগরের বাঁ-হাতে মনসাপুজোর মতো ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েছে আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। ভাবখানা এমন যে, নাগরিকত্বের প্রমাণ খোঁজাই নির্বাচন কমিশনের কাজ।

দৈনন্দিন জীবনে যে কাগজপত্রগুলি প্রয়োজন সেগুলি মানুষ কাছে গুছিয়ে রাখেন। কিন্তু সব নথি যদি এককথায় নাকচ ঘোষণা করে দেওয়া হয় তাহলে মানুষের মধ্যে একধরনের বিপন্নতা তৈরি হয়। এরকমই বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল কয়েক বছর আগে নোটবন্দির সময়। ইতিহাস সাক্ষী নোটবন্দির ফলে দুর্নীতি বন্ধ হয়নি, বরং কালো টাকা সাদা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন যদি সত্যিই যোগ্য হত তাহলে এসআইআর হওয়ার পরও প্রশান্ত কিশোরের নাম দু'জায়গায় থাকত না বা আরজি কর হত্যাকাণ্ডে নিহত তরুণী চিকিৎসকের নামও তালিকায় থাকত না।

মজার কথা হল, বিহারে এসআইআর-এর পর প্রকৃতপক্ষে কতজন বিদেশি চিহ্নিত হয়েছে সে তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে নেই। কতজন ঘুসপেটিয়া আছে সেই তথ্য কমিশন বা কেন্দ্রের কাছে নেই। সামান্য কয়েকজন মানুষকে বিদেশি বলে দেগে দিয়ে অন্যায়ভাবে পুশব্যাক করার চেষ্টা হয়েছে যাঁরা আদপে ভারতীয় নাগরিক। আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, কিন্তু স্নাতক শংসাপত্র নথি হিসেবে গ্রাহ্য! ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়? তবে কী ভোট চুরিই এসআইআরের অন্যতম উদ্দেশ্য?

অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায়
মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৯০

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। গেঁটে বাত-এর আরেক নাম ৫। বাংলার একটি ঋতু, রোগবিশেষ ৬। ভাগ্যের জোর, ভাগ্যের আনুকূল্য ৮। খুদ বা চাল খুব নরম করে সিদ্ধ করে প্রস্তুত খাবার ৯। বিনাশ, ধ্বংস, বিলীন হওয়া, নৃত্যগীতবাদ্যের তালসাম্য ১১। সৈনিকের পোশাক, যুদ্ধের আয়োজন ১৩। একশত, বহু, অসংখ্য ১৪। কেনাবেচা।

উপর-নীচ : ১। শৈব সন্ন্যাসী, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ২। সাধু, সন্ন্যাসী ৩। খ্যাপা, পাগল ৪। বিষ, বহুমূল্য পাথর ৬। পত্নী ৭। পুত্র ৮। গোঁড়া লেবু ৯। শরম, সংকোচ, কুণ্ঠা ১০। সূর্য ১১। সাধু ব্যক্তি, ভালো লোক ১২। বর্শা, বল্লম ১৩। বারবিশেষ, গ্রহবিশেষ, সূর্যপুত্র।

সমাধান ■ ৪২৮৯

পাশাপাশি : ১। বরবাদ ৩। তার্কিক ৫। কদলীকুসুম ৬। ধসকা ৭। ধান্যক ৯। বদরিকাশ্রম ১২। নালিক ১৩। কন্যাকাল।

উপর-নীচ : ১। বহুবিধ ২। দরদ ৩। তামাকু ৪। কদম ৫। ককা ৭। ধাম ৮। কপিঞ্জল ৯। বদনা ১০। রিমেক ১১। শ্রমিক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৩

নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে মোদির ভুটান সফর কাটছাঁট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : দিল্লির লালকেল্লার কাছে সোমবার সন্ধ্যার ভয়াবহ বিস্ফোরণে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বহু মানুষের আহত হওয়ার পর জাতীয় নিরাপত্তা ইতিমধ্যেই প্রশ্নের মুখে। বিস্ফোরণের ২৪ ঘণ্টা পরও থমথমে রাজধানী। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত ধ্বংসস্তূপের চাপা ধোঁয়া এখনও মিলিয়ে যায়নি, কিন্তু এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার টানা উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ব্যস্ত। মঙ্গলবার সকাল থেকেই এনআইএ-র উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকে বসেন শা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভুটান সফরে থাকা অবস্থাতেই বিস্ফোরণ নিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন,'এই হামলার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি অপরাধীকে কঠোরতম শাস্তির আওতায় আনা হবে।' দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনি বলেন, 'বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা প্রতিটি দোষীকে খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। এই কাজে জড়িত সকলকে আমাদের এজেন্সিগুলির চূড়ান্ত রোষের মুখে পড়তে হবে।'

ভুটান থেকে দেশে ফিরেই বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি বৈঠকে যোগ দেবেন। সরকারি সূত্রের দাবি, লালকেল্লা বিস্ফোরণই হবে আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। বিশেষত সন্ত্রাস-যোগ, আন্তঃরাজ্য নেটওয়ার্ক, বিস্ফোরক সংগ্রহের চক্র এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন। এদিকে লালকেল্লার কাছে হওয়া বিস্ফোরণের তদন্তে নেমেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার রাত থেকেই টানা বৈঠক করছেন।

মঙ্গলবারও তিনি দু'দফা বৈঠক করেন, যেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন, আইবি প্রধান তপন ডেকা, এনআইএর ডিজি সদানন্দ বসন্ত দাতে, দিল্লি পুলিশের কমিশনার সতীশ গোলচারা এবং ভার্চুয়ালি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজি নলিন প্রভাত। বিস্ফোরণের তদন্ত, প্রাথমিক গোয়েন্দা ইনপুট, আন্তঃরাজ্য জঙ্গি নেটওয়ার্ক এবং সম্ভাব্য বিদেশি যোগ সব দিক নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যে দিল্লি পুলিশ গোটা ঘটনায় ইউএপিএ ধারা প্রয়োগ করেছে। ফরেনসিক রিপোর্টে সন্ত্রাস-যোগের প্রাথমিক ইঙ্গিত মিললেই এই ফৌজদারি ধারাগুলি প্রয়োগ করা হয়। তদন্ত এগোতেই ফরিদাবাদের আল-ফলাহ ইউনিভার্সিটি থেকে আরও তিনজন চিকিৎসককে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

দিল্লি বিস্ফোরণের আগের দিনই প্রায় ৩,০০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, হরিয়ানার ফরিদাবাদের দুটি আবাসিক বাড়ি থেকে। ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র এবং বিস্ফোরক তৈরির আরও উপকরণ মেলে। এই আবাসনগুলির মালিক মুজাম্মিল শাকিল, যিনি আল-ফলাহ হাসপাতালের চিকিৎসক। তদন্তে উঠে এসেছে, মুজাম্মিলের সঙ্গে একই হাসপাতালে কর্মরত আদিল রাঠার এবং শাহিনা শাহিদের নাম। তিনজনই জইশ-ই-মোহাম্মদের একটি সক্রিয় 'স্লিপার সেল'-এর সদস্য। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, এএনএফও এবং অন্যান্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক সংগ্রহ ও মজুত করছিলেন।

> বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা প্রতিটি দোষীকে খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। এই কাজে জড়িত সকলকে আমাদের এজেন্সিগুলির চূড়ান্ত রোষের মুখে পড়তে হবে।
>
> **অমিত শা**

এই পুরো নেটওয়ার্কের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন উমর মহম্মদ, যাঁর নামে রেজিস্টার ছিলো হুন্ডাই আই-২০ গাড়িটি। তদন্তকারীদের ধারণা, সহযোগী মুজাম্মিল ও আদিল গ্রেপ্তার হওয়ার খবর পেয়ে ভয়ে দিশেহারা হয়ে যান উমর।

বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত হয়য়ার পর তিনি গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত লালকেল্লা পুলিশ চৌকির সামনে সিগন্যালের কাছে বিস্ফোরণ ঘটায়। সূত্রের দাবি, ফরিদাবাদে উদ্ধার হওয়া অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং লালকেল্লার বিস্ফোরণে ব্যবহৃত উপাদানের মধ্যে মিল খোঁজার পরীক্ষা চলছে।

বিস্ফোরণস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

স্বজনহারার কান্না...

দিল্লি বিস্ফোরণের পর প্রিয়জনকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

জইশের মহিলা শাখার দায়িত্বে কি ধৃত শাহিনা?

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : লালকেল্লা মেট্রো স্টেশন চত্বরে বিস্ফোরণের ঘটনায় লখনউয়ের চিকিৎসক শাহিনা শাহিদের গ্রেপ্তারের পর জইশ-ই-মহম্মদের নাশকতা চালানোর নয়া ছক সামনে এসেছে। কাশ্মীরি চিকিৎসকদের একাংশকে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে যুক্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, জইশ যে ভারতে মহিলা ক্যাডার নিয়োগের চেষ্টা করছে, সেই ইঙ্গিতও স্পষ্ট।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, জইশ-ই-মহম্মদের মহিলা ব্রিগেড জামাত-উল-মমিনত-এর ভারত শাখার প্রধান হলেন ধৃত চিকিৎসক শাহিনা শাহিদ। তাঁর গাড়ি থেকে সোমবার অ্যাসল্ট রাইফেল সহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানা পুলিশের যৌথবাহিনী। শাহিনার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে জইশ নেতা মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়া আজহারের। এই সাদিয়াকে জামাত-উল-মমিনত-এর প্রধান হিসাবে নিয়োগ করেছেন মাসুদ

আজহার। গত ৭ মে অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন পাক পঞ্জাবের বাহাওয়ালপুরে জইশের সদর দপ্তরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মাসুদের ৭ আত্মীয় প্রাণ হারান। আত্মীয়দের মৃত্যুর বদলা নিতেই মাসুদ আজহার বোনকে সামনে রেখে ভারতে নাশকতার ছক কষেছেন কি না সেই প্রশ্ন উঠেছে। সোমবার ফরিদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার করা হয় লখনউয়ের লালবাগের বাসিন্দা শাহিনাকে। হরিয়ানার এ-আই ফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর গ্রেপ্তারির কয়েক ঘণ্টা বাদেই দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরক বোঝাই গাড়িটির চালক উমর-উন-নবিও পেশায় চিকিৎসক। শাহিনার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল গ্রেপ্তার হওয়া চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলে হরিয়ানা থেকে ধৃত অপর কাশ্মীরি চিকিৎসক আদিল আহমেদ রাথারের সঙ্গেও শাহিনার যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাজার বন্ধ, আতঙ্কে প্রায় শুনসান দিল্লি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর কেটে গিয়েছে পুরো একদিন। কিন্তু মঙ্গলবারও দিনভর থমথমে রাজধানী। আতঙ্ক-অনিশ্চয়তা-অস্বস্তির আবহে থমকে গিয়েছে স্বাভাবিক জনজীবন। দিল্লিতে এমন শূন্যতা শেষ দেখা গিয়েছে ২০০১-এর সংসদ হামলা ও ২০০৮-এর ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পর। মঙ্গলবার দিল্লির রাস্তাঘাট ছিল প্রায় জনমানবশূন্য। কাশ্মীরি গেট-চাঁদনি চক-ইন্ডিয়া গেট, সারাক্ষণ যেখানে গাড়ির আওয়াজ, এদিন সেখানে যেন 'বিপর্যয়ের পরদিনের নীরবতা'। মেট্রোয় আলোচনা শুধু বিস্ফোরণ, নিরাপত্তা ও আতঙ্ক নিয়ে। রাস্তার সর্বত্র গাড়ি আটকে পরীক্ষা হচ্ছে যাত্রী-ব্যাগ ও পরিচয়পত্রের। তবে কড়াকড়ি মানুষের মনে আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তুলছে।

সকাল দশটা নাগাদ বিস্ফোরণস্থলে গিয়ে দেখা গেল, পুরো জায়গা সাদা কাপড়ে ঢাকা। পুলিশে-পুলিশে ছয়লাপ। জঙ্গিরা দায় না নিলেও বিস্ফোরণের ভয়াবহতা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে সকলের। চাঁদনি চক-নিউ লাজপত রায় মার্কেট-ঘড়ি মার্কেট- এদিন পুরোপুরি বন্ধ। ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার ও হকারদের ভয়, আরও হামলা হতে পারে, দোকানই হয়তো খোলা যাবে না।

বিস্ফোরণস্থল থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে শ্রী দিগম্বর জৈন লাল মন্দিরে সোমবার সন্ধ্যায় দৈনন্দিন আরতি চলছিল। হঠাৎ বিস্ফোরণে মন্দির কেঁপে ওঠে, কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আশপাশ। তারপর যা দেখা গেল, তা যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে কম নয়, এক বালিকার বিচ্ছিন্ন মাথা এসে পড়ে মন্দিরের উঠোনে। তার চুলে তখনও বাঁধা ছিল গোলাপি রংয়ের রাবার ব্যান্ড। এমন দৃশ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। মঙ্গলবার মন্দিরকর্মী মনীশ জৈন ছাদে উঠে দেখেন, সেখানেও ছড়িয়ে মানুষের দেহাংশ। ফরেন্সিক টিম সেখান থেকেও নমুনা সংগ্রহ করে।

তদন্তকারীরা মনে করছেন, বিস্ফোরণের তীব্রতা অত্যন্ত বেশি ছিল এবং এটি বডি-ডিসইন্টিগ্রেশন সৃষ্টিকারী উচ্চগ্রেড বিস্ফোরকের লক্ষণ।

কুলচা বিক্রি করেন রাজস্থানের সঞ্জয় কানোজিয়া। বিস্ফোরণের পর তিনি দেখেন, মহিলার ছিন্নভিন্ন দেহ গিয়ে পড়েছে গাড়ির ওপরে। সারারাত ঘুমোননি। ২০ বছর দিল্লিতে। সোমবারের পর মনে হচ্ছে, ' এই শহর ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

রিকশাচালকদের অবস্থা আরও করুণ। বাজার বন্ধ থাকলে তাঁরা কাজ পাবেন না, খাবার জুটবে না। বিহার-পশ্চিমবঙ্গ-ওডিশার শ্রমিকদের কর্মহীনতার দুশ্চিন্তা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, লালকেল্লা পুলিশ চৌকির সামনে থাকা সিগন্যাল থেকে আই-২০ গাড়িটি ইউ-টার্ন নেয় এবং সিগন্যালের কাছে বিস্ফোরণ ঘটে। প্রতিটি ল্যাম্পপোস্টে সিসিটিভি লাগানো থাকলেও বিস্ফোরণের সময় নাকি সেখানে মাত্র দুজন পুলিশ কর্মী মোতায়েন ছিলেন। নিরাপত্তার বিষয়ে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে।

ফরেন্সিক সূত্রে খবর, গাড়ির কিছু ধাতব খণ্ড থেকে চেসিস নম্বর উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। বিস্ফোরকটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন, তবে আরডিএক্স বা পিইটিএন-এর স্পষ্ট সংযোগ এখনও পাওয়া যায়নি।

এতে তদন্তকারীদের ধারণা, স্বল্পমাত্রায় মেটাল-পাউডার মিক্সযুক্ত 'হাই-ভোলাটাইল ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ' ব্যবহার করা হতে পারে। বিস্ফোরণের ফলে গাড়ির ধাতব অংশ সম্পূর্ণ ভেঙে মাইক্রো-শার্ডসে পরিণত হয়েছে। এটি অত্যন্ত প্রশিক্ষিত হাতের কাজ, মনে করছেন তদন্তকারীরা।

অন্যদিকে এলএনজেপি হাসপাতাল এখন দ্বিতীয় গ্রাউন্ড জিরো। সেখানে মরদেহ শনাক্ত করতে ভিড় জমেছে শোকাহত পরিবারগুলির। পাটনার বাসিন্দা মোহাম্মদ জুবান লালকেল্লা এলাকায় ই-রিকশা চালাতেন। সোমবার সন্ধ্যায় ফোনে স্ত্রী আয়েশাকে বলেছিলেন, 'আধ ঘণ্টায় বাড়ি ফিরছি।' কিন্তু সেই আধ ঘণ্টা আর আসেনি। সারারাত খোঁজাখুঁজির পর মঙ্গলবার সকালে পুলিশ আয়েশাকে ফোন করে জানায়, স্বামীকে শনাক্ত করতে হাসপাতালে আসতে হবে। অসুস্থ মা, তিন সন্তান ও পঙ্গু স্ত্রী নিয়ে জুবানের পরিবার এখন সম্পূর্ণ দিশাহারা।

এদিকে সোমবারের বিস্ফোরণে এক ধাক্কায় থমকে গিয়েছে কয়েক হাজার মানুষের আয়। চাঁদনি চক-লালকেল্লা-দরিয়াগঞ্জ বাণিজ্য বেল্টে প্রতিদিন প্রায় ৭-১০ লাখ মানুষ যাতায়াত করেন। মঙ্গলবার ক্ষতির অঙ্ক দাঁড়িয়েছে কয়েক কোটি টাকায়।

পাকিস্তানে বিস্ফোরণে হত ১২, আঙুল ভারতের দিকে

ইসলামাবাদ, ১১ নভেম্বর : সোমবারে কেঁপে উঠেছিল দিল্লির লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকা। সেই নাশকতার ঘটনার নেপথ্যে পাক জঙ্গি সংগঠন জইশের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তা নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই মঙ্গলবার দুপুরে বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ইসলামাবাদের ডিস্ট্রিক্ট জুডিশিয়াল কমপ্লেক্স চত্বর। ঘটনাস্থলে মারা গিয়েছেন অন্তত ১২ জন মানুষ। আহত হয়েছেন অনেকে।

এই বিস্ফোরণের জন্য সরাসরি ভারতের দিকে আঙুল তুলেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সোমবার আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে ওয়ানার একটি ক্যাডেট কলেজে হামলার নেপথ্যেও নয়াদিল্লির হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। শরিফ বলেন, 'এই হামলাগুলি পাকিস্তানকে অস্থির করে তোলার লক্ষ্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় মদতে চলা সন্ত্রাসবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

যদিও নিজের বক্তব্যের সমর্থনে কোনও তথ্যপ্রমাণ দিতে পারেননি শরিফ। এর আগেও বালোচিস্তানে অস্থিরতার জন্য ভারতের দিকে বারবার অভিযোগ তুলেছে পাকিস্তান। সোমবার লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকায় হামলার নেপথ্যে এখনও পর্যন্ত সরাসরি পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় তোলেনি ভারত। কিন্তু ইসলামাবাদ সেই পথে হাঁটতে নারাজ।

বিস্ফোরণের কারণে আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাঁরা হতাহত হয়েছেন তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন বিচারপ্রার্থী। আদালত চত্বর বলে এমনিতেই ভিড় ছিল মঙ্গলবার। কীভাবে এই বিস্ফোরণ হল তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, গাড়িতে থাকা সিলিন্ডার ফেটেই এই বিস্ফোরণ হয়েছে।

এদিন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ বলেন, 'ইসলামাবাদ আদালত চত্বরে যা হয়েছে সেটা আদতে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ। পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ গোটা জাতির কাছে জেগে ওঠার বার্তা।'

এসআইআরে ভয় কীসের, প্রশ্ন কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়লেন আবেদনকারীরাই। এই ইস্যুতে মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের অবস্থান জানতে চেয়ে শীর্ষ আদালত তাদের একটি নোটিশ ধরিয়েছে ঠিকই। পাশাপাশি বিহার, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরের বিরুদ্ধে সেখানকার হাইকোর্টগুলিতে যে সমস্ত মামলা হয়েছে সেগুলির কোনও শুনানি করা যাবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে একই সঙ্গে মামলাকারীরা এসআইআর নিয়ে কেন ভয় পাচ্ছেন তাও জানতে চায় বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ। বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন কেন? বেঞ্চ যদি সন্তুষ্ট হয় তাহলে গোটা প্রক্রিয়াই আমরা বাতিল করে দেব।' প্রতিটি রাজ্যের পরিস্থিতি যে ভিন্ন সেটা নির্বাচন কমিশনের মাথায় রাখা উচিত বলেও জানান তিনি।

মামলাকারীদের অন্যতম ডিএমকের আইনজীবী কপিল সিবালের পালটা বক্তব্য, এসআইআর করতে এত তাড়াহুড়োই বা কীসের? তাঁর যুক্তি, 'এমনটা আগে কখনও হয়নি। আগে এসআইআর করতে ৩ বছর

> আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন কেন? বেঞ্চ যদি সন্তুষ্ট হয় তাহলে গোটা প্রক্রিয়াই আমরা বাতিল করে দেব।
>
> **বিচারপতি সূর্য কান্ত**
> **সুপ্রিম কোর্ট**

সময় লাগত। এখন নির্বাচন কমিশন বলছে, ১ মাসে সেটা করতে হবে। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।' ২৬ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

প্রথমে এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে এডিআর, এনএফআইডব্লিউ যে মামলা করেছিল তাতে ডিএমকে, তৃণমূলের আবেদন জুড়ে দিয়ে একসঙ্গে শুনানি করে বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ। এদিন এডিআরের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ কোর্টে জানান, নির্বাচন কমিশন যাতে কারও নাগরিকত্ব যাচাই না করে সেই নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া উচিত। কারণ কমিশনের হাতে কারও নাগরিকত্ব যাচাই করার ক্ষমতা নেই। উত্তরে কোর্ট বলেছে, এই ধরনের কোনও নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সিবালের সওয়াল, 'এসআইআর প্রক্রিয়া হবে ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। যাঁদের নাম বাদ যাবে তাঁদের কবে নোটিশ জারি করা হবে? বিহারে এসআইআরের মধ্যেই নোটিশ জারি করা হয়েছিল? আমাদের মনে হয়, এক মাসের মধ্যে গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয়।' তখন বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'আপনারা এমনভাবে এই ব্যবস্থাকে দেখাচ্ছেন, যেন প্রথমবার ভোটার তালিকা তৈরি হচ্ছে। ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ তো কমিশনকেই করতে হবে। তারপরও ত্রুটি থাকলে সেটা ঠিক করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।'

অন্যদিকে বিচারপতি বাগচী বলেন, 'তথ্যের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভোটার তালিকার তথ্য জনসমক্ষে না এনে তা ব্যক্তিগত রাখা উচিত। আধার পরিচয়ের প্রমাণপত্র। কমিশন যদি জাত অথবা জন্মের শংসাপত্রকে এসআইআরের পরিচয়পত্র হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে আধারও ব্যবহার করা যাবে।'

চাঁদনিতে গিয়ে আর ফিরলেন না ওঁরা

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : 'আজ ও আমাদের ছেড়ে চলে গেল...'। লাশকাটা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কেঁদে উঠলেন বছর পঁয়ত্রিশের জুম্মান মোহাম্মদের এক আত্মীয়। লালকেল্লার কাছে সোমবারের ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ই-রিকশাচালক জুম্মানের। তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে।চাঁদনি চক এলাকায় রিকশা চালিয়ে স্ত্রী, তিন সন্তান এবং বোনের পরিবারের ভরণপোষণ করতেন জুম্মান। তাঁর কাকা জানান, বিস্ফোরণে শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও স্ত্রী তাঁকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। পরে ডিএনএ পরীক্ষায় পরিচয় নিশ্চিত হয়।

সোমবার সন্ধ্যায় বিহারি ট্যাক্সিচালক পঙ্কজ সাহানি গিয়েছিলেন দিল্লির চাঁদনি চকে যাত্রী নামাতে। আর কোনওদিন ঘরে ফেরা হবে না ২২ বছরের ওই তরুণের। পরিবারের একমাত্র রোজগেরের মৃত্যুতে পরিবারের মাথায় হাত। এখন সংসার চলবে কী করে!

পঙ্কজের মতোই সোমবার সন্ধ্যায় কাজে গিয়ে আর ঘরে ফেরা হয়নি নওমান আনসারি, অশোক

কুমার, উত্তরপ্রদেশের মোহসিন, দীনেশ মিশ্রের। সোমবার দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণে নিহত ১৩ জনের মধ্যে রয়েছেন তাঁরাও।

লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের খবর টিভিতে দেখেই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন ভুরে মিশ্র। তাঁর তিন ছেলে দিল্লিতে কাজ করেন। তিনি একে একে তিনজনকেই ফোন করেন। দুই ছেলে ধরলেও ছোট ছেলে দীনেশ ফোন ধরেননি। কয়েক ঘণ্টা পর আশঙ্কাই সত্যি হল। বিস্ফোরণে মারা গিয়েছেন দীনেশ।

১৮ বছরের তরুণ নওমানের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের শামলিতে। প্রসাধনীর ব্যবসা রয়েছে তাঁর। তিনি চাঁদনিতে গিয়েছিলেন জিনিসপত্র কিনতে। অশোক দিল্লি পরিবহণ কর্পোরেশন (ডিটিসি)-এর বাসের কন্ডাক্টর। চাঁদনি চকে গিয়েছিলেন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

ক্যাবচালক পঙ্কজের বাড়ি বিহারে। ২২ বছরের তরুণ পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। তাঁর দেহ নিতে মঙ্গলবার দিল্লির লোকনায়ক হাসপাতালে যান বাবা। তিনি বলেন, 'কী আর বলব? সরকার ন্যায়বিচার দেবে এটাই আশা করছি।' বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন নিহত নওমানের খুড়তুতো ভাই আমান। বর্তমানে তিনি দিল্লির লোকনায়ক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নওমানের কাকা ফুরকান বলছিলেন, 'পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছেলেকে হারিয়ে সকলেই ভেঙে পড়েছে। এখন দেহ গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। যারা এই ঘটনায় দায়ী, তাদের যেন উচিত সাজা হয়।'

জঙ্গি হামলায় অভিযুক্তের জামিন খারিজ

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : সন্ত্রাসবাদী হামলায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তির জামিন মঙ্গলবার খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। ইউএপিএ-তে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি দু'বছরেরও বেশি জেলবন্দি। তাঁর আইনজীবী সিদ্ধার্থ দাভে তাঁর মক্কেলের জামিন পাওয়ার জন্য মঙ্গলবার যে উপযুক্ত দিন নয়, তা উল্লেখ করে বলেন, 'সোমবার লালকেল্লার কাছে যা ঘটেছে, তারপর এই মামলায় অভিযুক্তের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরার সেরা সকাল আজ নয়।' দাভের জবাবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ জানায়, 'স্পষ্ট বার্তা পাঠানোর সেরা সকাল এটাই।' জঙ্গি হামলার পরের সকালে ইউএপিএ-তে অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তির পক্ষে জামিন পাওয়া কঠিন, আইনজীবীরা তা জানতেন। তাঁরা ভাবতেই পারেননি এমন দিনে শুনানির জন্য মামলাটিকে বেছে নেওয়া হবে।

আদালত শুনানির সময় উল্লেখ করেছে, ব্যক্তির কাছ থেকে দাহ্য পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল। সিদ্ধার্থ দাভে জানান, তাঁর মক্কেলের কাছ থেকে ইসলামিক সাহিত্য পাওয়া গিয়েছে। তখন বিচারপতি মেহতা বলেন, অভিযুক্ত একটি হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছিল। তাতে আইসিসের অনুরূপ পতাকা দেখা গিয়েছে। তখন দাভে জানান, তাঁর মক্কেল দু'বছরেরও বেশি কারাগারে। তিনি ৭০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। তাঁর কাছ থেকে কোনও বিস্ফোরক মেলেনি।

বিহারে এনডিএ ঝড়ে'র পূর্বাভাস

পাটনা, ১১ নভেম্বর : মগধভূমে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে দীর্ঘ দুই দশক ধরে চলতে থাকা নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারই। মঙ্গলবার দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফার ভোট শেষে ম্যাট্রিজ, পিপলস পালস, পিপলস ইনসাইট, পি-মার্কের মতো হাফ ডজনেরও বেশি বুথফেরত সমীক্ষায় ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রত্যাবর্তনেরই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সমীক্ষকদের দাবি, বিহারের ২৪৩টি আসনের মধ্যে এনডিএ ১৩৩ থেকে ১৬৭টি আসন পেতে পারে। অপরদিকে মহাজোটের ভাগ্যে যেতে পারে ৭০ থেকে ১০২টি আসন। ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর (পিকে) এবারের ভোটে চমক দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাঁর দল জন সুরাজ পার্টি মেরেকেটে ৫টি আসন পেতে পারে বলে দাবি করা হয়েছে সমীক্ষাগুলিতে। বিহারের মোট বিধানসভা আসন ২৪৩টি। ম্যাজিক সংখ্যা ১২২। গতবার এনডিএ পেয়েছিল ১২৫টি আসন। বিরোধী মহাজোট জিতেছিল ১১০টি আসন। অন্যান্যরা পেয়েছিল ৮টি আসন।

সমীক্ষার ফল জানার পর বিজেপি ও জেডিইউ নেতারা অবশ্য দাবি করেছেন, তাঁরা এবার আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দেবেন। উলটোদিকে আরজেডি-কংগ্রেস নেতারা বুথফেরত সমীক্ষার রিপোর্টকে মানতে রাজি হননি। বুথফেরত সমীক্ষার ফল বহু ক্ষেত্রেই মেলে না। ২০২০ সালে বিহারের পূর্বাভাসও মেলেনি। গত লোকসভা ভোটের সময়ও সমীক্ষকদের ইঙ্গিত এবং বাস্তবের জনাদেশ একেবারেই আলাদা ছিল। তবুও হাওয়া কোনদিকে বইছে, ভোটারদের মনের হাল কেমন তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় এই সমীক্ষাগুলির রিপোর্ট থেকে।

দ্বিতীয় দফাতেও বিপুল ভোট

এদিকে মঙ্গলবার দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফার ভোটে ১২২টি আসনে ভোটদানের হারে বিহারের মানুষ প্রথম দফার মতোই চমক দিয়েছেন।

সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, বিহারে ভোট পড়েছে ৬৮.৬৭ শতাংশ। সবথেকে বেশি ভোট পড়েছে কাটিহারে (৭৮.৩৯ শতাংশ)। তারপরই রয়েছে কিষনগঞ্জ (৭৭.৯১ শতাংশ), পূর্ণিয়া (৭৫.৮৭ শতাংশ) এবং সুপৌল (৭২.৪৬ শতাংশ)। সবথেকে কম ভোট পড়েছে নওয়াদায় (৫৭.৮০ শতাংশ)। তারপর রয়েছে রোহতাস (৬১.৮১ শতাংশ), মধুবনি (৬৩.২৪ শতাংশ) এবং আরওয়াল (৬৩.৮২ শতাংশ)। ১৪ নভেম্বর ফল ঘোষণা।

ম্যাজিশিয়ান জেহ, করিনার উচ্ছ্বাস

গত ফেব্রুয়ারিতেই সইফ আলি খান ও করিনা কাপুরের কনিষ্ঠ পুত্র জেহ চার বছরে পা দিয়েছে। সেলিব্রেশনও হয়েছে। সম্প্রতি একটি ভিডিওয় জেহ ও করিনাকে দেখা গেল। যোগেশ নামের এক জাদুকরের শো-তে তাঁরা ছিলেন। মা ও ছেলে দুজনেই নীল প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরেছিলেন। শো-তে যোগেশ একটি খালি ফ্রেম হাতে ধরে করিনাকে তার ওপর ফুঁ দিতে বলেন। তখনই ফ্রেমে জেহ-র ছবি ফুটে ওঠে। করিনা তো হতবাক। তারপর জেহ-কে তার ছবি দেখালে সে যে বেশ খুশি, বোঝা যায়। করিনা জেহকে চুম্বন করেন এবং মা ও ছেলের এই বন্ডিংয়ে উপস্থিত সকলেই আনন্দ পেয়েছে বোঝা যায়। এরপর যোগেশ অন্য জাদু দেখাতে শুরু করেন। পরে জেহ যোগেশের সাহায্যে একটা মজার ম্যাজিক ট্রিক দেখায়, করিনা পিছনে দাঁড়িয়ে তখন হাততালি দিচ্ছিলেন। নেটমহল এই ভিডিও দেখে উচ্ছ্বসিত।

ধর্মেন্দ্র স্থিতিশীল, মৃত্যুর খবরে প্রতিবাদ হেমা, এষার

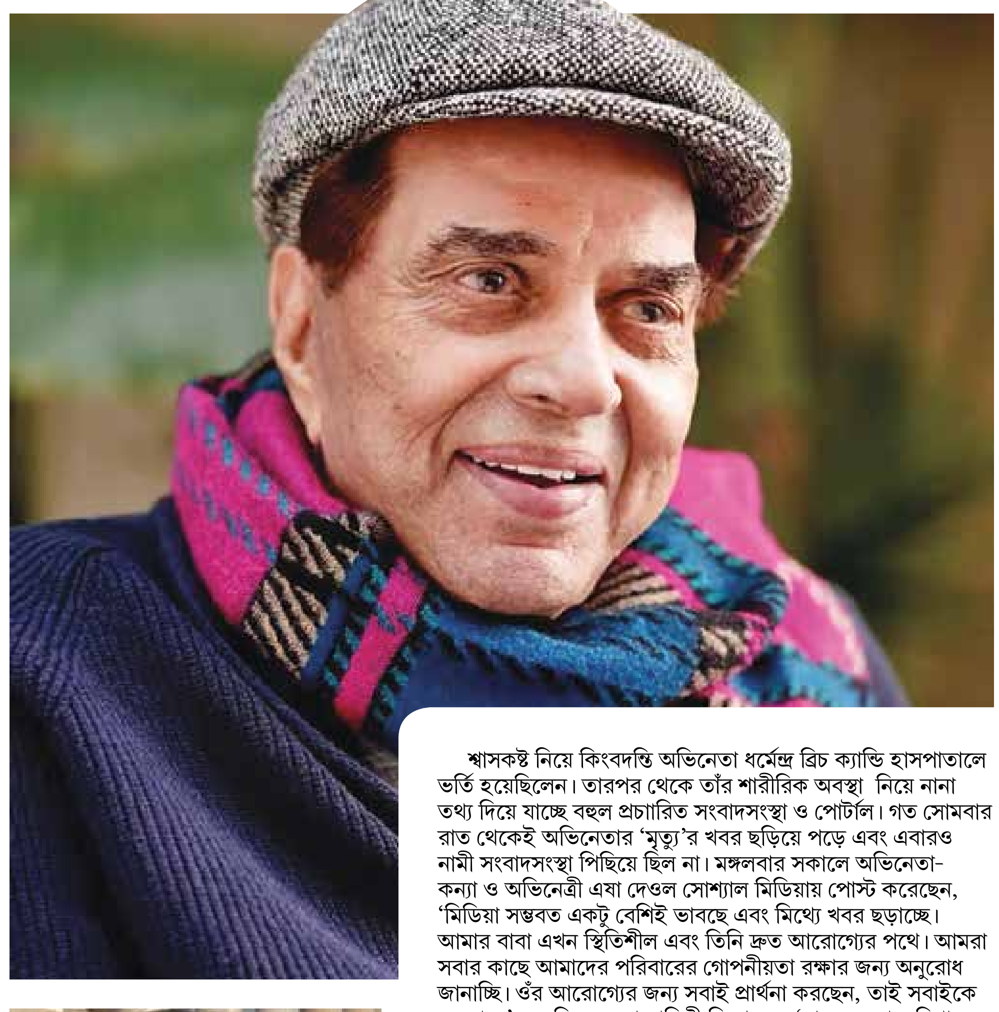

শ্বাসকষ্ট নিয়ে কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তারপর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে নানা তথ্য দিয়ে যাচ্ছে বহুল প্রচারিত সংবাদসংস্থা ও পোর্টাল। গত সোমবার রাত থেকেই অভিনেতার 'মৃত্যু'র খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং এবারও নামী সংবাদসংস্থা পিছিয়ে ছিল না। মঙ্গলবার সকালে অভিনেতা-কন্যা ও অভিনেত্রী এষা দেওল সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, 'মিডিয়া সম্ভবত একটু বেশিই ভাবছে এবং মিথ্যে খবর ছড়াচ্ছে। আমার বাবা এখন স্থিতিশীল এবং তিনি দ্রুত আরোগ্যের পথে। আমরা সবার কাছে আমাদের পরিবারের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ওঁর আরোগ্যের জন্য সবাই প্রার্থনা করছেন, তাই সবাইকে ধন্যবাদ।' অন্যদিকে হেমা মালিনী লিখেছেন, 'যা হচ্ছে তা অবিশ্বাস্য! দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সংবাদসংস্থা কীভাবে একজনের সম্বন্ধে এভাবে মিথ্যে খবর ছড়াতে পারে, যে মানুষ চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে এবং দ্রুত সেরে উঠছে? এটা চূড়ান্ত অসম্মানজনক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। দয়া করে এই পরিবারকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দিন এবং আমরা আমাদের গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ করছি।'

অভিনেতার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নানা খবর মিডিয়ায় ঘুরছে। তাঁর পরিবার অভিনেতার অনুরাগীদের অনুরোধ করেছে, তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া খবরই যেন এক্ষেত্রে বিশ্বাস করেন তাঁরা। গতকাল অভিনেতা-পুত্র ও অভিনেতা সানি দেওলও বাবার অবস্থা স্থিতিশীল এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করার আবেদন জানিয়ে পোস্ট করেছিলেন। তারপরেও এই 'ভুয়ো' খবরে দেওল পরিবার ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত। ধর্মেন্দ্রকে দেখতে এদিন হাসপাতালে যান গোবিন্দা, সলমন খান, শাহরুখ খান প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, ধর্মেন্দ্রকে 'ইক্কিস' ছবিতে দেখা যাবে। ছবির মুক্তি চলতি বছর খ্রিস্টমাসে। অগস্ত্য নন্দা ছবির নায়ক। শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত ছবিটিতে সেনাবাহিনীর সর্বকনিষ্ঠ লেফটেন্যান্ট অরুণ ক্ষেত্রপালের জীবনী দেখা যাবে। ধর্মেন্দ্র অগস্ত্যর বাবার চরিত্র করছেন।

একনজরে সেরা ৫

মীরার ছবিতে

মীরা নায়ার ২০ শতকের বিখ্যাত চিত্রকর অমৃতা শের-গিলের বায়োপিক বানাচ্ছেন, নাম অমৃ। শোনা গিয়েছে, তাব্বু ছবিতে ক্যামেও করতে পারেন। তাঁর সঙ্গে কথা চলছে। এর আগে মীরা-তাব্বু কাজ করেছেন দ্য স্যুটেবল বয় ও দ্য নেমসেক-এ। ছবির প্রেক্ষাপট ভারত, ১৯১৫-১৯৪১ সময়কাল উঠে আসবে ছবিতে এবং চার বছর ধরে এর প্রস্তুতি চলছে।

স্ত্রী-ভেড়িয়া প্রেম

স্ত্রী ২ ছবিতে শ্রদ্ধা কাপুরের সঙ্গে ভেড়িয়ার বরুণ ধাওয়ানের রোমান্টিক গান ছিল। দুজনের রসায়ন দর্শক খুব পছন্দ করে। এখন শোনা যাচ্ছে, শ্রদ্ধা ও বরুণের প্রেম দেখা যেতে পারে পরবর্তীতে, এই হরর কমেডি ইউনিভার্সে। পরিচালক অমর কৌশিক তেমন ইঙ্গিত দিয়েছেন তবে স্পষ্ট করেননি কিছু। ভেড়িয়া ২ আসবে ২০২৬-এ, স্ত্রী ৩ আসবে ২০২৭-এ।

শ্রদ্ধার সঙ্গে রণদীপ

লক্ষ্মণ উটেকরের পরের ছবি 'ঈথা'-তে রণদীপ হুড়া আর শ্রদ্ধা কাপুরের প্রেম দেখা যাবে। চলতি মাসের শেষ থেকে শুটিং শুরু হবে। সূত্রের খবর, এই ছবি বিশিষ্ট মারাঠি লোকশিল্পী ভিথাবাঈ নারায়ণগোনকরের বায়োপিক। মারাঠি সংস্কৃতিতে ভিথাবাঈয়ের অবদানকে স্মরণ ও তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতেই এই ছবি। ভিথা শিল্পীর আদরের নাম, ভিথার আঞ্চলিক রূপান্তর ঈথা।

বদল রচনার

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়ক হওয়ার পর দিদি নম্বর ওয়ানে আর তেমন মন দিচ্ছেন না। এর শুটিং না করে নিজের ছবির শুটিং করেছেন। এখন রাজনৈতিক কারণেই অনেক কথা বলছেন না, যা আগে বলতেন। তাই প্রতিযোগীরাও সহজ হতে পারছেন না। দিদির টিআরপিও পড়তির দিকে। এবার হাল ফেরাতে মাঠে নেমেছেন পরিচালক।

লিমকায় নাম

লিমকা বুক অফ রেকর্ডস এবং গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে নাম উঠল গায়িকা পলক মুচ্ছলের। তাঁর পলক পলাশ চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন দেশ-বিদেশ মিলিয়ে ৩,৮০০ শিশুর হার্ট সাজারি করেছে, তাই এই সম্মান। ছোটবেলায় ট্রেনে দুঃস্থ শিশুকে দেখেই প্রতিজ্ঞা করেন, এদের পাশে থাকবেন। মানবসেবার জন্য কোনও বলিউডি ব্যক্তিত্বর নাম উঠল গিনেসে।

চেনা পথে আর হাঁটবেন না সৃজিত?

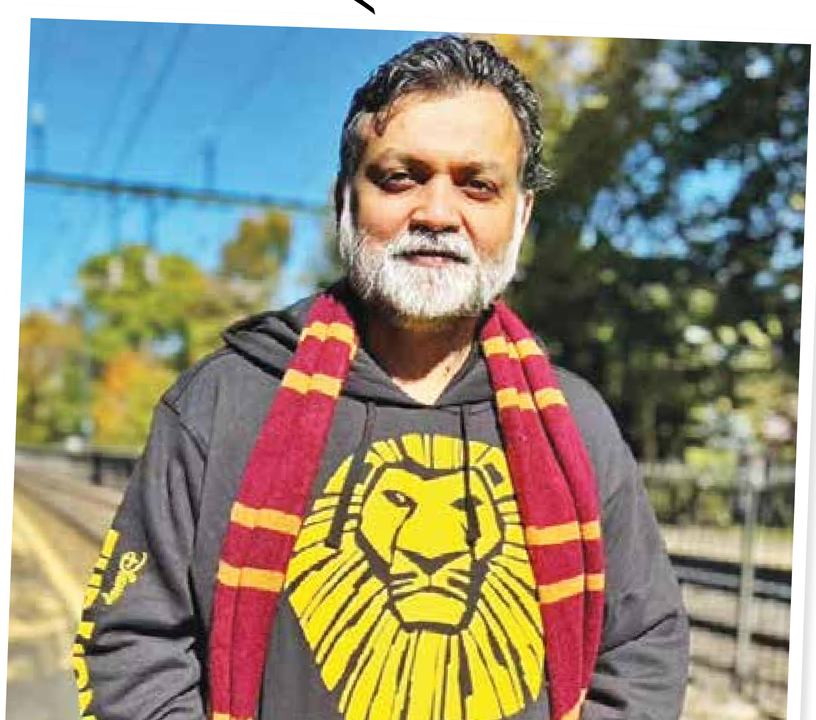

সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের চেয়ার বদলাচ্ছে? মানে দায়িত্ব বদলাচ্ছে? সৃজিত আর ছবির পরিচালনা করবেন না? আপাতত এই প্রশ্নই ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। তার কারণও অবশ্য আছে। সৃজিত এবার অন্য ভূমিকা বেছে নিয়েছেন যে। বরাবরই নিজের ছবিতে গানের ব্যবহার নিয়ে সৃজিত খুব খুঁতখুঁতে। অনুপম রায়ের সঙ্গে সৃজিতের জুটি আগে তৈরি হয়েছিল। প্রসেনজিতের সঙ্গে বরং পরে। তবে এত গান হিট থাকতেও সৃজিত আবার সংগীত পরিচালক বদলালেন। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, কবীর সুমন হয়ে রণজয় ভট্টাচার্য, তমালিকা গোলদারদের মতো নতুনদের নামও উঠে এসেছে। তাঁর ছবিতে কাজ করে অনেক সংগীত পরিচালক বহু পুরস্কারও পেয়েছেন।

এবার তাঁর 'এম্পায়ারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র' ছবির জন্যে নিজেই সংগীতের দায়িত্ব সামলাবেন সৃজিত। আর তারপর পরিচালক সুমন ঘোষের আসন্ন ছবিতে পুরোদস্তুর সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করবেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়।

আসলে মিউজিক হল তাঁর প্যাশন। এখনকার সংগীত পরিচালক যদি সিনেমার পরিচালক হতে পারেন, তাহলে সৃজিতও কেন গানের জগতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন না? আপাতত তাঁর এই নতুন ভূমিকার কথা শুনে টালিগঞ্জের আনাচকানাচে প্রবল উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

সলমনই ধর্মেন্দ্র হতে পারবেন, বলছেন ধর্মেন্দ্রই

অসুস্থ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে এখন মিডিয়া উত্তাল। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। দেওল পরিবারের তরফে হেমা মালিনী, সানি দেওল, এষা দেওল তাঁর স্থিতিশীল অবস্থার কথা জানিয়েছেন। ধর্মেন্দ্রর বায়োপিক নিয়ে অনেকবার কথা হয়েছে। তিনি তাঁর চরিত্রে কাকে বেছে নেবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে অভিনেতা বলেছিলেন সলমন খান। সলমনের সঙ্গে তাঁর বন্ডিং খুব ভালো। সে সূত্রেই ২০২৫ সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'ওর অনেক কিছুই আমার সঙ্গে মেলে। তাই আমার মনে হয়, ও পর্দায় আমাকে ঠিকঠাক তুলে ধরতে পারবে।' আর একবার তিনি বলেছিলেন, 'সলমন খুব ভালো মানুষ। ওকে আমি যখন প্রথম দেখি তখন ও খুব লাজুক ছিল। ও এখনও খুব লাজুক। আমরা একটা লেকের ধারে শুটিং করছিলাম। শুটিংয়ের মধ্যে ক্যামেরা যখন লেকে পড়ে গিয়েছিল, ও ঝাঁপিয়ে তুলে আনতে গিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল ও খুব সাহসীও। ও খুব ইমোশনাল আর খুব ভালো মানুষ। যদি কেউ ভালো মানুষ না হয়, তাহলে সে কিছুই হতে পারবে না।' উল্লেখ্য, ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতালে প্রথম সলমন খানই দেখতে গিয়েছিলেন।

ভালো আছেন জিতেন্দ্র

সঞ্জয় খানের স্ত্রী জরিন খানের শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা জিতেন্দ্র। সেখানে সিঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান। সোশ্যাল মিডিয়ায় জিতেন্দ্র সেই পড়ে যাওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়। তিনি যখন বাড়ির ভিতর যাচ্ছিলেন, সিঁড়ির দিকে মনঃসংযোগ ছিল না। উপরের দিকে দেখছিলেন, তাই পড়ে যান। চারপাশের লোকজন তাঁকে ধরে তোলে। তখন তাঁর মুখে বা শরীরী ভাষায় কোথাও কোনও উদ্বেগ বা কষ্টের চিহ্ন ছিল না। পরে জিতেন্দ্র-পুত্র তুষার কাপুর অভিনেতার স্বাস্থ্যের খবর দিয়েছেন। তিনি এক ওয়েবসাইটে জানিয়েছেন, জিতেন্দ্র ভালো আছেন। তাঁর তেমন কোনও চোট লাগেনি। ৮৩ বছর বয়সেও জিতেন্দ্র দারুণ ফিট। গত ২০ বছর তিনি কোনও ছবিতে কাজ করেননি।

ভি শান্তারামের জীবন নিয়ে ছবি

কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার ভি শান্তারামের জীবন নিয়ে ছবি আসছে এবার। কিরণ শান্তারামের উদ্যোগে এই ছবির মুখ্য চরিত্রে থাকছেন সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী। ফারদিন খান আসছেন অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে। ইতিমধ্যে ভি শান্তারামের চরিত্রে ফটোশুট করে ফেলেছেন সিদ্ধান্ত। তাঁর মুখের সঙ্গে কিংবদন্তির মুখের মিল পাওয়া গেছে। এবার আর তাই কোনও দেরি করছে না টিম। ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় সব কাজ হয়ে গেছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই শুটিং শুরু হয়ে যাবে। শান্তারাম বিয়ে করেছিলেন তিনবার। প্রথমজন বিমলা, পরের জন জয়শ্রী, তৃতীয় জনের নাম সন্ধ্যা। তাঁর সাত ছেলেমেয়ে। পর্দায় এই তিনজন স্ত্রীকেই দেখানো হবে।

দো আঁখে বারা হাত, ঝনক ঝনক পায়েল বাজে, নবরং-এর মতো ছবির নির্মাতার জীবনটা যে পরিমাণ বিশাল ক্যানভাস দাবি করে, সেই বিশালত্বকে মাথায় রেখেই এই ছবি সাজিয়ে তোলা হবে বলে জানানো হয়েছে। সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ইতিমধ্যেই ভি শান্তারাম হয়ে উঠছেন। তবে ফারদিনের চরিত্রটা ঠিক কী, সেটা এখনও জানা যাচ্ছে না।

রণবীরের ছবির ট্রেলার মুক্তি স্থগিত

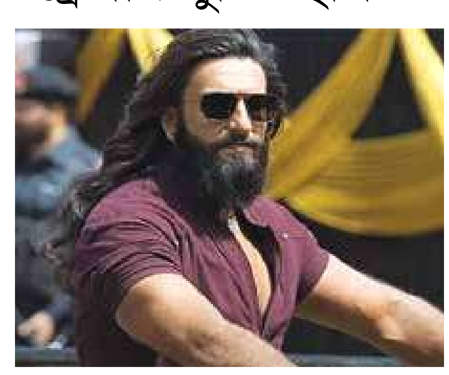

দিল্লির লালকেল্লার পাশে ভয়ংকর বিস্ফোরণের জেরে রণবীর সিং অভিনীত ছবি ধুরন্ধর-এর ট্রেলর মুক্তি স্থগিত হল। জানা গিয়েছে, দিল্লির বিস্ফোরণের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ছবিতে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কথা বলা হয়েছে। রণবীরের সাজ পোশাক নিয়েও কথা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এই সংবেদনশীল বিষয়ে কথা এড়িয়ে যেতে চাইছেন নির্মাতারা। কবে ট্রেলর মুক্তি পাবে, তা নিয়ে কোনও তথ্য জানা যায়নি। ছবির পরিচালক আদিত্য ধর। ছবিতে রণবীর ছাড়া আছেন সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন, অর্জুন রামপাল প্রমুখ। এর আগে আদিত্য ওটিটি সিরিজ বারামুল্লা সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে। এখানে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কথা বলা হয়েছে।

রুচি নেই আপেল, পেয়ারা, লেবুতে

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে বাড়ির ছোটদের খাবার রুচিও। আপেল, আতা, কলা বা পেয়ারার নাম শুনলেই নাক-সিটকায় সিংহভাগ খুদে। এখন পুষ্টিকর ফল নয়, পাস্তা, নুডলসে বাড়ছে ঝোঁক। এতে খুদেদের পেট ভরলেও শরীরে ভিটামিনের অভাব থেকেই যায়। আর সে কারণেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। ডালখোলা শহরের গেরস্থ বাড়িতে এই ঝোঁকেরই খোঁজ নিলেন **শুভ্রজ্যোতি রাহা**।

অভিভাবকের কথায়

ঘুম থেকে উঠেই কারও ব্রেড, ওমলেট পছন্দ, কারও আবার পাস্তা না হলে দিন গড়ায় না। ভাস্কর দাস নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'আমার মেয়ে ক্লাস টুয়ে পড়ে। আগে তবু একরকম জোর করে ফল খাওয়ানো হত। কিন্তু এখন ওকে ফল খাওয়ানোই দুষ্কর। কোনওভাবেই ফল খাওয়ানো যায় না। পাস্তা, নুডলসের মতো ফাস্ট ফুডেই আগ্রহ। একপ্রকার বাধ্য হয়েই নুডলস জাতীয় খাওয়ার বানিয়ে দিতে হচ্ছে।'

চিকিৎসকদের মত

ফলের প্রতি যেভাবে খুদেদের আগ্রহ কমছে, তাতে আখেরে ক্ষতিই হচ্ছে বলে মনে করছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের অনেকে। চিকিৎসক পার্থপ্রতিম ভদ্র বলেন, 'ছোটদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় মূলত ভিটামিন ও মিনারেল। তাজা ফলের মাধ্যমে সেই ভিটামিন শরীরে গিয়েই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে।

কিন্তু বর্তমান যুগে ছোটদের খাদ্যতালিকায় ফল কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে কারণে এখন কম বয়সেই সুগার, প্রেসার, ফ্যাটি লিভার সহ বিভিন্ন রোগ দেখা যাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'বাজারে যেসব ফাস্ট ফুড বাচ্চাদের খাওয়ানো হচ্ছে, তার স্বাদ বাড়ানোর জন্য মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট (আজিনামোটো) নামে একটি উপাদান ব্যবহার করা হয়, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক।' তাঁর মতে,'অভিভাবকরা যদি প্রথম থেকেই বাচ্চাদের জাঙ্ক ফুড খাওয়া থেকে দূরে রাখেন এবং খাদ্যতালিকায় তাজা ফল দেওয়া শুরু করেন, তবে ছোটদেরও ফলের প্রতি আগ্রহ থাকবে।'

নামই অজানা

আগে স্কুলের টিফিনে আপেল, কলা, নাসপাতি জাতীয় ফল দিতেন মা, কাকিমারা। কিন্তু এখনকার বাচ্চারা ফল ছুঁয়ে দেখা তো দূরের কথা, অনেক ফলের নামই তাদের অজানা। ডালখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী দৃষ্টি দুবের সোজাসাপটা উত্তর, 'আমার পছন্দের খাবার পিৎজা, এগরোল, চাউমিন।' ফল যে একদমই পছন্দের নয়, সে কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। তার কথায়, 'মা যদি ফল কেটে দেয়, আমি চুপিচুপি তা ফেলে দেই।'

চড়া দাম

সুজয় সিদ্ধা নামে এক অভিভাবক আবার বলছেন, 'দিন-দিন যেভাবে ফলের দাম বাড়ছে, তাতে ফল খাওয়া ভুলেই যেতে হবে। বর্তমানে ডালখোলা বাজারে কিলো প্রতি আপেল ৮০ থেকে ১০০ টাকা, নাসপাতি ২০০ টাকা, বেদানা ১৮০ টাকা, মুসম্বি ৮০ টাকা, কমলালেবু ২০০ থেকে ২৫০ টাকা। এত দাম দিয়ে ফল কেনা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। যে কারণে কম খরচে বাচ্চাদের পেট ভরাতে ভরসা এখন নুডলস, পাস্তা জাতীয় খাবার।'

জুসে লাভ নেই

প্যাকেটজাত ফ্রুট জুসের নামে এখন বাজারে ফ্লেবার জুস বিক্রি হচ্ছে, যা মানবদেহের ক্ষতি করছে বলে মত চিকিৎসকদের। চিকিৎসকরা ভিটামিনের ঘাটতি পূরণের জন্য ফলের উপরই ভরসা রেখেছেন।

ভুয়ো সংস্থায় টাকা খুইয়ে বিক্ষোভ ভুক্তভোগীদের

বালুরঘাট, ১১ নভেম্বর : ভুয়ো অর্থলগ্নি সংস্থার কেলেঙ্কারিতে খোয়া যাওয়া টাকা ফেরতের দাবিতে আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। মঙ্গলবার বালুরঘাট হাইস্কুলের মাঠে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিটফান্ডের এজেন্ট সহ প্রতারিতরা জমায়েত হয়েছিলেন। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তাই এদিন বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির তরফে এই বিক্ষোভ হয়। স্কুলের মাঠ থেকে তাঁরা মিছিল করে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে আসেন।

> মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী-সকলের কাছে আবেদন করেছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা আমাদের টাকা ফেরত পাইনি।
>
> ***দেবব্রত দে** কোষাধ্যক্ষ, অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন*

সেখানে তাঁরা নিজেদের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, রাজ্য সরকার খেলা-মেলা সহ বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর টাকা খরচ করছে। কিন্তু তাঁদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে না। এরপর তাঁদের প্রতিনিধিদল গিয়ে বালুরঘাটের মহকুমা শাসকের কাছে সাত দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি জমা দেন।

সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ দেবব্রত দে বলেন, 'আমরা বহুদিন ধরে চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে হারানো টাকা ফেরতের দাবি জানিয়ে আসছি। মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী সকলের কাছে আবেদন করেছি। এমনকি কলকাতায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা আমাদের টাকা ফেরত পাইনি।' দাবি পূরণ না হলে ডিসেম্বর থেকে আরও বড় আন্দোলনের পথে নামার হুমকি দিয়েছেন তিনি।

তাঁদের অভিযোগ, সরকারি টাকা খেলা ও মেলার আয়োজন করে নষ্ট করা হচ্ছে। কিন্তু এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কথা কেউ ভাবছে না।

শিক্ষকদের দাবি

রায়গঞ্জ, ১১ নভেম্বর : চলতি বছর সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে, চাকরিহারা শিক্ষকরা তাঁদের পুরোনো কর্মস্থলে যোগ দিতে পারবেন। এই নির্দেশিকার ভিত্তিতে উত্তর দিনাজপুর জেলার ১৩২ জন শিক্ষক তাঁদের পুরোনো কর্মস্থল অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। ইতিমধ্যেই ২১ জন যোগও দিয়েছেন। বাকি ১১১ জন এই মুহূর্তে পুরোনো কর্মস্থলে যোগ দিতে চাইছেন না। উত্তর দিনাজপুর প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ ১৪ নভেম্বরের মধ্যে তাঁদের পুরোনো কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তাঁরা এই সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করার দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মহম্মদ নাজিমুদ্দিন আলিকে স্মারকলিপি জমা দেন। তিনি বলেন, 'যাঁরা ১৪ নভেম্বরের মধ্যে যোগ দিতে চান না তাঁদের আবেদন করতে হবে। তবেই ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় পাওয়া যাবে।'

রায়গঞ্জ, মালদা ও বালুরঘাট স্টেশনে ট্রেনে তল্লাশি। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

দিল্লি বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তায় নজর

স্টেশনে বছরভর অকেজো স্ক্যানার

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১১ নভেম্বর : দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পরই হাই অ্যালার্ট স্টেশনে স্টেশনে। মঙ্গলবার মালদা, বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ স্টেশনে নিরাপত্তার কড়াকড়ি নজরে আসে। মালদা টাউন স্টেশনে অসম, গুয়াহাটি থেকে আশা ট্রেনগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পুলিশি কুকুর, মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সোমবার রাতে ডাউন কামরূপ এক্সপ্রেসে তল্লাশি চালান নিরাপত্তারক্ষীরা। মঙ্গলবার সকালেও চলে কড়া তল্লাশি। মালদা টাউন স্টেশন জিআরপি আইসি প্রশান্ত দাস বলেন, 'বাড়তি ফোর্স নিয়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে। চেকিং করা হচ্ছে।' একই ছবি ধরা পড়ে বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ স্টেশনে। তবে জিআরপি কর্তারা যাই বলুন না কেন, মালদা টাউন স্টেশনের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে কিন্তু সব সময়ই একটা প্রশ্ন থেকে যায়। মালদা টাউন স্টেশনে ঢোকার মুখে যে স্ক্যানার রয়েছে, তা বন্ধ থাকে সব সময়েই।

সোমবার রাতে মালদা টাউন স্টেশন থেকে কলকাতাগামী কামরূপ এক্সপ্রেস ধরতে এসেছিলেন সমন্বয় সরকার। তাঁর অভিযোগ, 'দেশে কোনও ঘটনা ঘটলে, তবেই নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়। আর সারাটা বছর মালদা টাউন স্টেশনে ঢোকার মুখে যে স্ক্যানার রয়েছে, তা বন্ধ থাকে। অথচ মালদা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় সব সময়ই একটা নাশকতার সম্ভাবনা থেকে যায়।'

টাউন স্টেশনের নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন ব্যবসায়ীরাও। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহার কথায়, 'মালদা টাউন স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় আনা হলেও, প্ল্যাটফর্মের প্রবেশমুখে থাকা স্ক্যানার কাজ করে না। নিয়মটা হচ্ছে ওই স্ক্যানারের কাছে একজন নিরাপত্তারক্ষী থাকবেন। কিন্তু সেখানেও কোনও নিরাপত্তারক্ষীর দেখা মেলে না। সোজা কথায়, সারাটা বছর মালদা টাউন স্টেশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত ঢিলেঢালা।'

সিপিএমের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রর বক্তব্য, 'মালদা টাউন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢোকার দুটো পথ। একটা পথে স্ক্যানার বসানো রয়েছে। কিন্তু স্ক্যানার বেশিরভাগ সময়ই বন্ধ থাকে। দ্বিতীয় পথটি টিকিট কাউন্টারের পাশ দিয়ে। সেখানে কোনওদিনই কোনও নিরাপত্তারক্ষী নজরে পড়ে না। অথচ এই টাউন স্টেশনের ভৌগোলিক অবস্থা এমন, যেখানে রয়েছে বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং বাংলাদেশ সীমান্ত। ফলে দিল্লির দুর্ঘটনার পর যে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, তা লোক দেখানো। বাস্তবে সারা বছর কোনও নিরাপত্তা থাকে না।'

যদিও পূর্ব রেলের মালদার ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক রসরাজ মাজি বলেন, 'মালদা টাউন স্টেশনের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডগ স্কোয়াড নামিয়ে চেকিং চলছে। আরপিএফের কোম্পানির একটি বিশেষ দল নামানো হয়েছে মালদা ডিভিশনের অন্তর্গত ভাগলপুরে। এছাড়া প্রতিটি ট্রেনে চেকিং করা হচ্ছে।'

এদিকে, মঙ্গলবার সকাল থেকে রায়গঞ্জে স্টেশনের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। যাত্রীদের ব্যাগ সহ অন্যান্য জিনিস ও পার্সেলে তল্লাশি চলছে। বিভিন্ন ট্রেনেও বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে সিসিটিভি ক্যামেরা নজরদারি চালানো হচ্ছে। স্টেশনে থাকা এক যাত্রী সুনীল দাস বলেন, 'দিল্লিতে যে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে তাতে সত্যি আমরা উদ্বিগ্ন। তাই আরও বেশি নজরদারি থাকা উচিত। রায়গঞ্জ বিহার ও বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া হওয়ায় প্রতিদিনই তল্লাশি করা উচিত।'

আবার বালুরঘাটে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে রেললাইনের নীচে কিছু জায়গার কালভার্টে। বালুরঘাট স্টেশনের জিআরপি থানার অফিসার ইনচার্জ রতন সরকার বলেন, 'এমন সময় আমরা যথেষ্ট নজরদারি রাখি। এখন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বিশেষ তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। প্রতিটি যাত্রীর ব্যাগ খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রতিটি ট্রেনে তল্লাশি চলছে। প্ল্যাটফর্ম, পার্কিং এলাকা, ট্রেনের ট্র্যাকে ও কালভার্টে অতিরিক্ত নজর রাখা হচ্ছে।'

বালুরঘাট থেকে ছাড়া শিলিগুড়ি, শিয়ালদা, তেভাগা এক্সপ্রেস ও হাওড়ার ট্রেনে জোর তল্লাশি চলছে। জিআরপি ও আরপিএফ যৌথভাবে স্টেশনের প্রতিটি কোণ ও পার্শ্ববর্তী রেললাইন এলাকায় রাতদিন টহল দিচ্ছে। যাত্রীদের লাগেজ ও ট্রলি পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে।

নজরদারিতে ফাঁক

- মালদা টাউন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢোকার দুটো পথ
- একটা পথে স্ক্যানার বসানো রয়েছে। কিন্তু স্ক্যানার বেশিরভাগ সময়ই বন্ধ থাকে
- দ্বিতীয় পথটি টিকিট কাউন্টারের পাশ দিয়ে। সেখানে কোনওদিনই কোনও নিরাপত্তারক্ষী নজরে পড়ে না

রক্ত বিভ্রাটে রোগীমৃত্যুতে কঠোর শাস্তি চেয়ে অবরোধ

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ১১ নভেম্বর : রক্তবিভ্রাটে আদিবাসী তরুণীর মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কঠোর শাস্তি চেয়ে উত্তাল হল গঙ্গারামপুর। মঙ্গলবার দুপুরে এই দাবিতে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সামনে ৫১২ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমিতি। পরে তাদের একটি প্রতিনিধিদল গিয়ে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করে। তারপর অবরোধ উঠে যায়।

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব মুর্মু বলেন, 'আমাদের বোন মৌসুমি মার্ডিকে (২২) চিকিৎসা চলাকালীন হাসপাতাল থেকে ভুল রক্ত দিয়েছে। সেজন্য মেয়েটিকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। ঘটনায় যে সমস্ত আধিকারিক ও স্বাস্থ্যকর্মী জড়িত, তদন্ত করে তাঁদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। সেই দাবি নিয়ে পথ অবরোধ করা হয়েছিল। হাসপাতাল সুপারকে আমরা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে শাস্তির দাবি জানিয়েছি।'

বাড়ছে ক্ষোভ

- রোগীমৃত্যুর পর তড়িঘড়ি অভিযুক্তদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল
- দোষীদের কঠোর শাস্তি চেয়ে পথে নামে আদিবাসী সংগঠন
- গঙ্গারামপুর হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ
- নতুন সুপারের সঙ্গেও বৈঠক করে সংগঠনটি

তাঁর সংযোজন, এই হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা দুর্ব্যবহার করেন। সেসব বন্ধ করে ভালো চিকিৎসা পরিষেবা দেবার দাবি তোলা হয়েছে। মৃতের পরিবারের একজনের কর্মসংস্থানের দাবি জানানো হয়েছে।

অসুস্থ হয়ে ৩০ অক্টোবর কুশমণ্ডি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হন মৌসুমি মার্ডি। অবস্থা গুরুতর হলে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসক জানান, রোগীর জন্য রক্তের প্রয়োজন। পরিজনেরা ডোনার এনে রক্তের ব্যবস্থা করেন। একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের রক্ত দেবার পরই রোগী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগীর পরিজনদের মনে সন্দেহ হয়। রোগীকে ভিন্ন গ্রুপের রক্ত দেওয়া হয়েছে বলে সরব হন পরিজনেরা। এরপর ২ নভেম্বর রোগীকে মালদা মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ৫ নভেম্বর মৌসুমি মারা যান। এই ঘটনায় চাপে পড়ে হাসপাতালের সুপার সহ বেশ কয়েকজন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীকে বদলি করা হয়েছে। পাশাপাশি তদন্ত চলছে।

গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের নতুন সুপার ডাঃ কৌশিক চক্রবর্তী বলেন, আদিবাসী সমাজের মানুষজন তাঁদের নির্দিষ্ট দাবি নিয়ে এসেছিলেন। দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের এই হাসপাতাল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তদন্তের পরবর্তী প্রক্রিয়া ও পদক্ষেপ সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত জানাতে পারবেন। এদিনের প্রায় ঘণ্টাখানেক অবরোধের জেরে ৫১২ জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। অবরোধকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা রুখতে, গঙ্গারামপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনীকে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়। পরে অবরোধ উঠে যায়।

এসআইআর বিরোধিতায় আইনজীবী সেলের সভা

রায়গঞ্জ, ১১ নভেম্বর : 'বৈধ ভোটারকে অবৈধ করতে দিচ্ছি না-দেব না' -এই স্লোগানকে সামনে রেখে এসআইআর বিরোধিতায় রায়গঞ্জে পথে নামল উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী সেল। মঙ্গলবার বেলা দেড়টা নাগাদ রায়গঞ্জ আদালত থেকে মিছিল করে ঘড়ি মোড়ে পৌঁছান তৃণমূলপন্থী আইনজীবীরা। সেখানে তাঁরা একটি প্রতিবাদ সভা করেন।

আন্দোলনকারী আইনজীবীদের অভিযোগ, বিজেপি বিরোধী রাজ্যগুলোতে এসআইআর করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে কেন্দ্র সরকার। বাংলায় কয়েকমাস পর বিধানসভা ভোট রয়েছে। তার আগে পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকা তৈরি করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। ২০০২ সালের তৎকালীন সরকার দুই বছর ধরে ভোটার তালিকা তৈরি করেছিল।

উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস আইনজীবী সেলের চেয়ারম্যান স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'রাজ্য লিগ্যাল সেলের নির্দেশে এদিন আমরা রায়গঞ্জ আদালত থেকে মিছিল করে ঘড়ি মোড়ে রবীন্দ্রমূর্তির পাদদেশে এসে একটি প্রতিবাদ সভা করেছি। তবে আমরা সম্পূর্ণ এসআইআর-এর বিরোধী নই। এসআইআর-এর ত্রুটিযুক্ত পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগেই এসআইআর করা উচিত ছিল। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি করা সম্ভব নয়। মানুষজনকে আতঙ্কের মধ্যে রাখা হয়েছে, এটা উচিত নয়।'

তারণচন্দ্র হাইস্কুলের মাঠে ফ্লাড শেলটার

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১১ নভেম্বর : বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে এলাকাবাসী স্থানীয় তারণচন্দ্র হাইস্কুলে আশ্রয় নিতেন। সেই সময় একদিকে যেমন স্কুলের পঠনপাঠনে ব্যাঘাত ঘটত তেমনি স্কুলের পরিবেশও নষ্ট হত। কথা হচ্ছে বালুরঘাটের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের। বহুদিন ধরে এই এলাকায় ফ্লাড সেন্টার তৈরির দাবি উঠেছিল। অবশেষে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়দের দাবি পূরণ করে বালুরঘাট পুরসভার তরফে এই স্কুলের মাঠে একটি ফ্লাড সেন্টার তৈরি করা হবে। এই কাজের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সোমবার এই স্কুলের মাঠটি ঘেরা দেওয়ার কাজ শুরু হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে এদিন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, স্থানীয় কাউন্সিলার পিন্টু দাস ও শহর স্কুল কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া এদিন স্যানিটারি দপ্তরের বিভিন্ন সরঞ্জাম মজুত করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে একটি স্টোর রুম তৈরির কাজও শুরু হয়। এই ঘরটি আপৎকালীন সময়ে ফ্লাড শেলটার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এখানে শৌচালয় সহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় থাকার সবরকম পরিকাঠামো থাকবে। প্রায় ১২০০ স্কোয়ার ফুট জায়গাজুড়ে এই ফ্লাড শেলটার তৈরি করা হবে।

বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, 'বামফ্রন্ট আমল থেকে এই এলাকায় এই সমস্যা রয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসী উভয়পক্ষই বহুবার এখানে বন্যা পরিস্থিতিতে আশ্রয়ের জন্য ফ্লাড শেলটার তৈরির আবেদন জানিয়েছিলেন। অবশেষে স্যানিটারি দপ্তরের জিনিস রাখার জন্য স্টোর রুম তৈরি করা হচ্ছে। এই ঘরটি পরবর্তীতে ফ্লাড শেলটার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।' তিনি জানান, এই একতলা ঘর ভবিষ্যতে দোতলা করা যেতে পারে।

আগে সন্ধ্যার পর এই স্কুলের মাঠটি অন্ধকারে ডুবে যেত। সেই সমস্যা থেকে রেহাই দিতে মাঠের চারপাশে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি স্কুলের সামনের রাস্তাটিরও দশা বেহাল হয়ে পড়েছিল। সেখানে ইতিমধ্যে পেভার্স ব্লক বসানো হয়েছে।

উদ্যোগ

- বন্যা পরিস্থিতিতে দুর্গতদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য স্কুলের মাঠে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফ্লাড শেলটার তৈরি করা হবে
- প্রায় ১২০০ স্কোয়ার ফুট জায়গাজুড়ে এই ফ্লাড শেলটার তৈরি করা হবে
- স্কুলের মাঠটি ঘেরা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে

তারণচন্দ্র হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি সনজিৎ মহন্ত বলেন, 'এখানে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে নীচু এলাকার বাসিন্দারা এই স্কুলে আশ্রয় নেন। এরফলে স্কুল চালাতে যেমন সমস্যা হয় তেমনি স্কুলের সরঞ্জামগুলিরও ক্ষতি হয়। তাই প্রশাসনকে একাধিকবার সমস্যার কথা জানানো হয়েছিল। আমাদের সমস্যার কথা বুঝে এখানে ফ্লাড শেলটার তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্কুলের মাঠ ঘিরে দিলে মাঠের অবস্থাও ভালো থাকবে।'

জাতীয় সড়কে বিপজ্জনক তোরণ

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১১ নভেম্বর : উৎসবের আবহ বিদায় নিলেও, শহরের জাতীয় সড়ক থেকে অনেক তোরণই বিদায় নিতে পারেনি। সোমবার বুনিয়াদপুরে জাতীয় সড়কের ওপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে একটি তোরণ। সেখান থেকেও শিক্ষা নেয়নি গঙ্গারামপুর পুজো কমিটিগুলি। এখনও ওই তোরণ সরানো হয়নি। আর তাতে বুনিয়াদপুর তো বটেই, গঙ্গারামপুরে দাঁড়িয়ে থাকা তোরণগুলি নিয়ে তার থেকেও বড় কোনও দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়। উদ্বিগ্ন দুই শহরের সাধারণ মানুষ। রাস্তায় বেরিয়ে চিন্তিত গাড়িচালকরা। প্রশাসনের গাফিলতিতে ক্ষুব্ধ শহরবাসী। যদিও পুরসভার পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস মিলেছে।

গঙ্গারামপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্তকুমার দাস বলেন, 'এই অনৈতিক কার্যকলাপের কথা এতদিন আমি জানতামই না। আজ জানা মাত্রই আমরা এখনই খবর পাঠিয়ে গেট খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। এই অনৈতিক কাজ মেনে নেওয়া যাবে না।'

গঙ্গারামপুর শহরের ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ফকিরপাড়া প্রাইমারি স্কুল সংলগ্ন জায়গায় কালীপুজোর বাঁশের তোরণ এখনও স্বমহিমায় রয়েছে। তাতে শহরের ব্যস্ততম এই রাস্তায় যে কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে যে কোনওরকম দুর্ঘটনা। সোমবার বুনিয়াদপুরে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বাঁশের তোরণ ভেঙে পড়ার ঘটনায় আশঙ্কার মেঘ জমেছে গঙ্গারামপুরবাসীর মনেও।

শহরের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ অভিজিৎ সরকার বলেন, 'প্রশাসন এদিকে একদমই গুরুত্ব দেয় না। ক্লাব কর্তৃপক্ষেরও এ বিষয়ে কোনও নজর নেই। এর ফলে যে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সে বিষয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষের সুদূরপ্রসারী কোনও ভাবনাই নেই। পুজোর শুরুতেই প্রশাসনের এ বিষয়ে সতর্কতা জারি করা উচিত ছিল।'

গঙ্গারামপুরে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়াচ্ছে তোরণ। ছবি : চয়ন হোড়

গঙ্গারামপুর নাগরিক কমিটির সম্পাদক স্বাধীন মল্লিক জানান, নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে একটাই কথা, শহর তাড়াতাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হোক। পুজোর পরে সেটা করা উচিত ছিল। এই কারণে তো যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক জায়গায় দুর্ঘটনাও ঘটছে। তারপরেও যদি গঙ্গারামপুরের প্রশাসন নড়েচড়ে না বসে তাহলে আর কিছু বলার নেই। এক গাড়িচালক রনি দাস বলেন, 'রাস্তার ওপর থেকে এই বাঁশের গেট না খুললে গাড়ি নিয়ে যাতায়াতের সময় একটু অসাবধান হলেই দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

কাশ্মীর যোগ

প্রথম পাতার পর

ঘাতকদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে গাড়ির ভিতর থেকে মানবদেহের নমুনা ডিএনএ টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে।

উমরের বাবা-মায়ের শরীরের নমুনার ডিএনএ টেস্টও হচ্ছে। দুই টেস্টের রিপোর্ট মিলে গেলে উমরের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গাড়িতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফুয়েল অয়েল জাতীয় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক ছিল। একই ধরনের বিস্ফোরক সোমবার হরিয়ানার সোনপতে কাশ্মীরি চিকিৎসক আদিল আহমেদ রাথারের দুটি ভাড়াবাড়ি থেকে উদ্ধার করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানা পুলিশের যৌথবাহিনী। দুটি ঘটনার যোগসূত্রের সম্ভাবনা তাই গোয়েন্দারা উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

বিস্ফোরণস্থলের আশপাশের শতাধিক সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে এনআইএ এবং দিল্লি পুলিশ। মঙ্গলবার ভুটান সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেদেশের রাজধানী থিম্পুতে তিনি বলেন, 'ষড়যন্ত্রকারীদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। বিস্ফোরণে জড়িত সবার বিচার নিশ্চিত করা হবে।' পুলিশি তদন্তে ধারণা তৈরি হয়েছে যে, বিস্ফোরণের কয়েকদিন আগে লালকেল্লা ও আশপাশের এলাকায় একাধিকবার রেইকি করেছিল হামলাকারীরা। বিস্ফোরণের দিন কয়েক কিলোমিটার রাস্তা পার করতে গিয়ে যাতে পুলিশি ঝামেলায় পড়তে না হয়, সেজন্য তিন সপ্তাহ আগে গাড়ির দূষণ পরীক্ষা করিয়ে নিয়েছিল তারা। একটি ফুটেজে গত ২৯ অক্টোবর তিনজন তরুণকে ওই গাড়ির দূষণ পরীক্ষা করাতে দেখা গিয়েছে। ওই ফুটেজে তারিক মালিক নামে আরও এক সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করেছে দিল্লি পুলিশ। মঙ্গলবার পুলওয়ামায় উমর উন নবির বাড়িতে ছিল কড়া পুলিশি নজরদারি।

উমরের বৌদি মুজামিল বলেন, 'আমরা ওঁর পড়াশোনার জন্য অনেক সংগ্রাম করেছি, কঠোর পরিশ্রম করেছি। ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। সুনামের সঙ্গে ফরিদাবাদের কলেজে কাজ করছিলেন। সন্ত্রাসবাদী কাজ করার মতো মানুষ বলে আমরা ভাবতে পারছি না'।

আপাতত পুলিশি হেপাজতে জেরা করা হচ্ছে উমরের ভাই ও পরিবারের অন্যদের। তদন্তকারী সংস্থাগুলি মনে করছে, ফরিদাবাদে ফাঁস হওয়া জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে যুক্ত ছিল উমর। গ্রেপ্তারি এড়াতে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে যুক্ত হয় সে। ফরিদাবাদের আল-ফালাহ ইউনিভার্সিটির আরও তিনজন চিকিৎসককে হেপাজতে নিয়েছেন এনআইএ'র তদন্তকারীরা।

চিকেন নেকে

প্রথম পাতার পর

পূর্ব সিকিমে হিমালয়ের ১৩৫০০ ফুট উচ্চতায় ওই মহড়ায় দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় প্রবল দুর্যোগের মধ্যেও কীভাবে প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত অস্ত্র শত্রুর মোকাবিলা করবে তা ঝালাই করে নেওয়া হয়। সেনা সূত্রের খবর, মহড়ায় দশটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রযুক্তি নির্ভর অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

চিকেন নেক রক্ষায় যুদ্ধ মহড়া পূর্ব প্রচণ্ড প্রহারের প্রস্তুতিও শেষ পর্যায়ে। শিলিগুড়ি করিডরের দেখভালের জন্য সেনার ইস্টার্ন কমান্ড একটি শক্তিশালী কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করেছে। যে কোনও পরিস্থিতিতে সেই বাহিনী দুর্গম পাহাড় বা গহিন জঙ্গল যে কোনও এলাকায় গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে সক্ষম। হাসিমারা এবং বাগডোগরা, বায়ুসেনার দুই ছাউনিই ঢেলে সাজাচ্ছে। চিকেন নেক এলাকায় সেনার প্রশিক্ষণের জন্যও তৈরি হচ্ছে নতুন আরও চারটি কেন্দ্র। চিন সীমান্তে শ্বাপদসংকুল জঙ্গলে শত্রুদের নজরদারি বৃদ্ধির গোয়েন্দাবার্তায় সতর্ক হয়েছে সেনা। চিকেন নেক লাগোয়া বনাঞ্চলে টহলদারির জন্যও বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে জওয়ানদের। বন্যপ্রাণীদের হাত থেকে কীভাবে বাঁচতে হবে তার জন্য বাছাই করা বনাধিকারিকরা সেনাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের স্লিপার সেল সক্রিয় হওয়ার খবরেও চিকেন নেক নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। তার মোকাবিলায় চিকেন নেকের মধ্যে এবং আশপাশের শহর ও জনবসতি এলাকাতেও সেনা গোয়েন্দারা সক্রিয় হয়েছেন। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালবাজার, ধূপগুড়ি এবং ফালাকাটা শহরে বিশেষ ট্রানজিট পয়েন্ট তৈরির পরিকল্পনা শুরু করেছেন সেনাকর্তারা।

এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যা, দাবি পরিবারের

কুমারগঞ্জে বৃদ্ধের মৃত্যুতে তর্জা

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক ও সুবীর মহন্ত

ওছমান মণ্ডলের বাড়ির সামনে জটলা। মঙ্গলবার কুমারগঞ্জে।

কুমারগঞ্জ ও বালুরঘাট, ১১ নভেম্বর : এসআইআর ঘিরে উদ্বেগ ও বিভ্রান্তির মধ্যেই কুমারগঞ্জে এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম ওছমান মণ্ডল (৬৫), পেশায় দিনমজুর। বাড়ি কুমারগঞ্জ থানার ডাঙ্গারহাট আগাছা এলাকায়। শান্ত স্বভাবের, পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন তিনি। চার মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, তিন ছেলে মহারাষ্ট্রে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। এক ছেলে সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছিলেন কিছুদিনের ছুটিতে। এ নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে।

ভোটার কার্ডে তাঁর নাম ওছমান মণ্ডল। অথচ ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম লেখা রয়েছে ওছমান মোল্লা। একই সময়ে জব কার্ডের বায়োমেট্রিক প্রক্রিয়া কাজ করছিল না তাঁর। কিছুতেই আঙুলের ছাপ দিয়ে কাজ হচ্ছিল না। তখন থেকেই বাংলাদেশি তকমার ভয়টা আরও বেশি জাঁকিয়ে বসেছিল মনে। আশঙ্কা করেছিলেন, প্রশাসন তাঁকে 'ভুয়ো নাগরিক' ঘোষণা করতে পারে। প্রতিবেশী মহসেনা বিবি বলেন, 'কয়েকদিন ধরে ওছমানদা সবাইকে বলতেন, নাম কেটে দিলে ধরে নিয়ে যাবে। আমরা আশ্বস্ত করলেও উনি ভয় পেতেন।'

পরিবারের সদস্যদের দাবি, কয়েকদিন ধরেই তিনি পঞ্চায়েত অফিস, পার্টি অফিস ও পরিচিতদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে নাম সংশোধনের আবেদন করেন। কিন্তু তাঁকে জানানো হয়, আপাতত সংশোধনের কোনও সুযোগ নেই। এরপর থেকেই তাঁর মানসিক অস্থিরতা চরমে ওঠে। স্ত্রী সফিলা বিবি কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'দিনভর দলিল, ভোটার কার্ড নিয়ে বসে থাকত। বলত, 'আমায় ধরে নিয়ে যাবে। রাতে বাড়ির পাশে গলায় দড়ি দেয়।'

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিপ্লব সরকার জানান, ওছমান গত দশদিনে বহুবার এসেছিলেন। তিনি ফর্ম ফিলআপে সাহায্যের আশ্বাস দেন। কিন্তু উনি এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ঘটনার খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে আসেন ব্লক তৃণমূল আইএনটিটিইউসি সভাপতি রজব সরকার। তিনি বলেন, 'এই মৃত্যুর দায় কেন্দ্র সরকারকে নিতে হবে।' মঙ্গলবার ভোরে তাঁর দেহ আম গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা।

বড় ছেলে সাইদুল মোল্লা মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করে বলেন, 'এসআইআর প্রক্রিয়ার কারণেই আমার বাবা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর টাইটেল কোথাও মোল্লা, কোথাও মণ্ডল থাকায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। দিনমজুরি কাজ ছেড়ে, পঞ্চায়েত অফিস, বিডিও অফিসে ঘুরে বেড়াতেন। কীভাবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা নিয়ে নানা লোকের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। সকলেই বুঝাতাম, কিন্তু উনি বুঝতে চাইতেন না।'

এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার নেতা নিখিল সিংহ রায় বলেন, 'এসআইআর আতঙ্কেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। কেন্দ্রের নীতি সাধারণ মানুষকে মানসিক চাপে ফেলছে।' অপরদিকে, বিজেপির জেলা নেতা রজত ঘোষ দাবি করেছেন, 'তাঁর মানসিক সমস্যা ছিল বহুদিন ধরে। তৃণমূল এই মৃত্যু নিয়েও রাজনীতি করছে।'

যদিও বিজেপির জেলা সম্পাদক বাপি সরকার বলেন, 'যেখানে মৃত্যু হচ্ছে, সেখানেই তৃণমূল এসআইআর জিগির চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।'

পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ইটভাটায় চলছে কাজ। মঙ্গলবার গাজোলে। ছবি ঃ পঙ্কজ ঘোষ

সদ্যোজাতর মাথা মুখে শহরে কুকুর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১১ নভেম্বর : সদ্যোজাতকে মুখে নিয়ে ঘুরছে পথকুকুর। যখন নজরে এসেছে ততক্ষণে সদ্যোজাতের মাথার একটি অংশ খুবলে খাওয়া হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে এই দৃশ্য দেখে রীতিমতো শিউরে উঠেছেন ইসলামপুর শহরের নিউটাউনপাড়ার বাসিন্দারা। ইসলামপুর পুরসভা অফিসের সামনের মাঠের এই দৃশ্য শহরজুড়ে আলোড়ন ফেলেছে। 'অমানবিক ঘটনা' বলে মন্তব্য করেছেন পুর চেয়ারম্যান সহ সাধারণ মানুষ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সদ্যোজাতের দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস বলেন, 'সদ্যোজাতর দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।' পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগারওয়াল বলেন, 'সদ্যোজাতকে মুখে নিয়ে খুবলে খেতে খেতে কুকুর ঘুরছে এই ঘটনা কাম্য নয়। অমানবিকতার চরম বললেও কম বলা হবে।'

কিছুদিন আগেই শহরের তিনপুল এলাকায় মার্কেটিং ইয়ার্ডেও এক সদ্যোজাতের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী মহম্মদ বাবলু বলেন, 'সকাল ১১টা থেকে আমি এদিন এই চত্বরেই

ইসলামপুর

আছি। বিকেলের দিকে আচমকা দেখি একটি পথকুকুরের মুখে সদ্যোজাতর দেহ। মাঝে মাঝে মাটিতে ফেলে খুবলে নিচ্ছে। কাছে যেতেই দেহ ফেলে কুকুরটি পালিয়ে যায়।' খবরটি চাউর হতেই এলাকার বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন। পথচলতি সাধারণ মানুষও দাঁড়িয়ে পড়েন। বিশেষ করে মহিলারা মর্মান্তিক এই ঘটনা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। ওই এলাকাতেই বাড়ি পেশায় শিক্ষিকা মমতা ভৌমিকের। মমতার প্রতিক্রিয়া, 'একজন মা হিসেবে এই দৃশ্য মেনে নিতে পারছি না। সন্তান যারই হোক, কুকুর খুবলে খেয়ে মুখে নিয়ে ঘুরছে, সভ্যসমাজে এই দৃশ্য কাম্য নয়।'

প্রাথমিকভাবে ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান, কোনও নার্সিংহোম বা অবৈধ প্রসবকেন্দ্র থেকে বর্জ্যতে সদ্যোজাতের দেহটি ফেলে দেওয়া হয়। ওই বর্জ্য থেকে সদ্যোজাতকে খুবলে নিয়ে কুকুরটি ঘুরছিল। অথবা কেউ রাস্তার পাশের জঞ্জালেও সদ্যোজাতকে ফেলে দিয়ে যেতে পারে। যদিও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশ বলেছেন, সময়ের আগে গর্ভপাত করিয়ে অপূর্ণ সদ্যোজাতও হতে পারে। পুলিশ নিশ্চয় বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে। তৃণমূলের ইসলামপুর টাউন সহ সভাপতি তথা ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের স্বামী বিক্রম দাস বলেন, 'অমানবিক ও মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকল শহর। কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। শহরে অবৈধ গর্ভপাত কোথাও চলছে কি না তা প্রশাসনের খতিয়ে দেখা উচিত।'

গোল্ডেন ভেন-এ আমলার পাসওয়ার্ড

প্রথম পাতার পর

বাড়িগুলো বেছে বেছে এমন এলাকায় তৈরি করা হয়েছে, যে এলাকার মানুষজন সেই অর্থে প্রতিবাদী নয় বা সহজে ঝামেলায় জড়ায় না।

প্রভাবশালী হলেও পদমর্যাদা অনুসারে আমলা নীলবাতি ব্যবহার করতে পারে না। যদিও ইতিমধ্যেই আমলার নীলবাতি লাগানো দুটি গাড়ি প্রকাশ্যে এসেছে। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, নিজের গাড়ি ছাড়াও যাতে কারও সন্দেহ না হয় তারজন্য ওই আমলা কুকর্মে ব্যবহৃত গাড়িতেও অবৈধভাবে নীলবাতি লাগাত। আবডালে থেকে গোল্ডেন ভেনে আরও ভালো নজরদারির উদ্দেশ্যেই মাটিগাড়ার শিবমন্দির এলাকায় বেশ কয়েক বছর আগেই ডেরা বাঁধে গুণধর আমলা। পুণ্ডিবাড়ি, বোকালিরমঠ, কালচিনি থেকে পাঁচ-ছয়জন বিশ্বস্ত চালক ও বডিগার্ডও নিয়ে আসে সে। তাদের তিনজনকে সল্টলেকের আস্তানায় পাঠানো হয়।

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, মায়ানমার থেকে অসম হয়ে উত্তরবঙ্গে ঢোকার পর পাচার সামগ্রী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসে শিলিগুড়িতে আনা হত। প্রয়োজন হলে আলিপুরদুয়ার বা কোচবিহারের ঘাঁটিতেও নিয়ে যাওয়া হত। আমলা সিন্ডিকেটের কারবার চলত কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেসের মাধ্যমেও। সাধারণ যাত্রী সেজে সোনা চলে যেত মেদিনীপুর। সেখানেই সেগুলো গলানো হত। তারপর সেখান থেকেই বিক্রি। ওডিশার দুই ব্যবসায়ীও চোরাই সোনা কারবারে যুক্ত রয়েছে। উত্তরবঙ্গের হিমেল বাতাসজুড়ে এই নীরব খেলা চলছে বেশ কয়েক বছর ধরেই। সূত্রের খবর, প্রত্যেকবার পাচারদ্রব্যের জন্য আলাদা পাসওয়ার্ড দেওয়া হত।

সেই পাসওয়ার্ড দিত আমলা নিজেই। হাতবদলের সময় পাসওয়ার্ড বলতে হত।

ক্ষমতা অপব্যবহারের কালো ছায়া আরও গভীর। সোনার কারবারে লেনদেন মূলত হাওয়ালা-নির্ভর। সেই হাওয়ালার প্রধান ঘাঁটি খড়্গপুর জংশন। হাওয়ালা পরিচালনা করে 'পান' পদবির এক ব্যক্তি। স্টেশনের থেকে খানিক দূরে তার একটি রেস্তোরাঁও রয়েছে। সেটা অবশ্য লোকদেখানো ব্যবসা। ঘাটালের দাসপুর এলাকার দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর সঙ্গেও সোনা সিন্ডিকেটের যোগাসাজশ রয়েছে বলে গোয়েন্দাদের আশঙ্কা। ওই দুই ব্যবসায়ী চোরাই সোনা গলানোর কাজ করে। গোল্ডেন ভেন রহস্য উন্মোচনে কেন্দ্রীয় গোয়ান্দারা ইতিমধ্যেই মাঠে নেমেছেন বলেই খবর। ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইন্টেলিজেন্স-এর গোয়েন্দারাও খোঁজখবর শুরু করেছেন। সবমিলিয়ে সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যারহস্যের পারদ ক্রমেই চড়তে শুরু করেছে।

পথে ইমাম, মোয়াজ্জিনরা

বহরমপুর, ১১ নভেম্বর : বিশেষ নিবিড় সংশোধনী ইস্যুতে যে কোনও ধরনের বিভ্রান্তি দূর করা সহ ফর্মের সরলীকরণের মতো একগুচ্ছ দাবিতে মঙ্গলবার বহরমপুর সহ বেলডাঙ্গার একাধিক এলাকায় পথে নামল অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন। মিছিল ও পথসভা করার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

ডুবে মৃত্যু

বহরমপুর, ১১ নভেম্বর : নদীর জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে এক শিশুর। ঘটনাটি মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের কান্দি এলাকায় ঘটেছে। মৃতের নাম ইয়াকুব শেখ (৮)। সে কান্দি পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। এদিন ইয়াকুব ব্রহ্মানি নদীর পাশে খেলছিল। খেলার সময় হঠাৎ সে জলে পড়ে যায়। পরবর্তীতে পরিবারের লোক সেখানে পৌঁছান।

বিএলএ-কে মার

প্রথম পাতার পর

তারা বলে আমি যেন বুথে কাজ না করি। কিন্তু আমাকে দল থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। এই কথা বলার পরেই তারা আমাকে মারধর শুরু করে।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, বকুল এর আগে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সন্ত্রাস চালিয়েছেন। খুন, ধর্ষণ, তোলাবাজি থেকে শুরু করে একাধিক অভিযোগ রয়েছে বকুলের বিরুদ্ধে। জেলও খেটেছিলেন বকুল। ছাড়া পেয়েই ফের এলাকায় সন্ত্রাস চালানোর চেষ্টা করছেন। স্থানীয়দের দাবি, আবদুল শান্তশিষ্ট মানুষ। তাঁকে অযথাই মারধর করা হয়েছে। নওদা যদুপুর অঞ্চলের তৃণমূল নেতা আমিনুজ্জামানের অভিযোগ, 'বকুল শেখ একসময় তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থেকে ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়েছে। সেই কথা সবাই জানেন। তার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। জেলও খেটেছে। তবে এখন কী দল করে আমার জানা নেই। পাঁচজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আমরা চাই তাদের শাস্তি হোক।'

বাইক র‍্যালির প্রতিবাদে টিএমসিপি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১১ নভেম্বর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতরে সোমবার বেশ কিছু বাইক নিয়ে এবিভিপি'র সদস্যরা র‍্যালি করেন এবং স্লোগান দেন। এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সদস্যরা প্রতিবাদ সভা করার পর রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকারকে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

টিএমসিপি'র ইউনিট সভাপতি আদিত্য রায়ের অভিযোগ, বহু সংখ্যক বাইক নিয়ে এবিভিপি'র সদস্যরা ক্যাম্পাসে ঢুকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে দীর্ঘক্ষণ বাইকগুলি একসঙ্গে হর্ন বাজিয়ে খেলার মাঠে ঢোকে। এরপর মাঠের চারদিকে একসঙ্গে বেপরোয়াভাবে বাইক চালানো হয়। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আগে এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি কখনোই দেখা যায়নি। আদিত্য তাই অবিলম্বে তাঁদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

এসএফআইয়ের জেলা সহ সম্পাদক বিবেক বর্মন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এই বেআইনি বাইক র‍্যালি ও শক্তিপ্রদর্শনের তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'তৃণমূল ও বিজেপি যে একটাই ফুল এবং এদের সংস্কৃতি যে একইরকম তা রায়গঞ্জের মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল দেখেছে। এবিভিপি'র বহিরাগতরা বিশ্ববিদ্যালয়েরই কোন উঁচু মাথার মদতে এই বাইক র‍্যালি করল তার তদন্ত করতে হবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এইরকম বিশৃঙ্খলা বন্ধ করতে হবে।'

এবিভিপি'র রাজ্য সহ সম্পাদক (উত্তরবঙ্গ) দীপ দত্তের দাবি, তাঁরা কোনও বেআইনি বাইক র‍্যালি করেননি। ২০১৭ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব অবৈধ শিক্ষাকর্মী

রেজিস্ট্রারকে স্মারকলিপি

নিয়োগ হয়েছেন তাঁদের চিহ্নিত করে বহিষ্কার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে যে নেশার আসর বসে তা ভাঙার দাবিতে তাঁদের বাইক র‍্যালি। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আগামীতেও আবার হবে। অন্যদিকে, এবিভিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শুভব্রত অধিকারীর কথায়, 'সারারাজ্যে এবিভিপি স্মারকলিপি দেয়, সেখানে রায়গঞ্জে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কাকুরা এবিভিপি'র বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দিচ্ছেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে তারা ভয় পেয়েছে।' এসএফআইকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মুদ্রার উলটো পিঠ বলে কটাক্ষ করেন তিনি।

মুক্ত পার্থর বিবৃতি

প্রথম পাতার পর

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'কান ও মাথা ধরার দরকার ছিল। কানটাই ধরে রাখতে পারল না। ইডি, সিবিআই আর কী করবে?'

হাসপাতাল থেকে বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত অনুগামীরা স্লোগান দিলেন, 'পার্থদা জিন্দাবাদ।' কবে তিনি তাঁর নির্বাচনকেন্দ্র বেহালা পশ্চিমে যাবেন, তাও জিজ্ঞাসা করেন অনুগামীরা। মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময়ই ভিড় করেছিলেন তাঁরা। বাড়ি যাওয়ার সময় পার্থর গাড়ির সঙ্গে তাঁরা ছিলেন বাইকে। বাড়িতে আত্মীয়রা তাঁকে স্বাগত জানান। তাতে কেঁদে ফেলেন তিনি। সান্ত্বনা দেন ভাইয়ের মেয়ে। দীর্ঘদিন পর বাড়ির পোষ্য কুকুরকে আদর করতে দেখা যায় পার্থকে।

২০২২ সালের ২৩ জুলাই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর মন্ত্রিত্ব খোয়াতে হয় তাঁকে। দলের সব পদ থেকে অপসারিত করা হয় প্রাক্তন মহাসচিবকে। বিধানসভায় সমস্ত কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। দল তাঁর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে। কিন্তু এদিন পার্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূলের আস্থাভাজন হয়ে চলতে চান তিনি। বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। বেহালা পশ্চিম কেন্দ্র থেকে ফের টিকিট পাওয়ার প্রত্যাশী তিনি।

তাঁর ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বেহালা পশ্চিমে 'পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আবার চাই' লেখা পোস্টার পড়েছে। যদিও পরিষদীয়মন্ত্রী তথা তৃণমূলের প্রবীণ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না। দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।' মঙ্গলবার নীলের ওপর সাদা ফুলছাপা পাঞ্জাবি পরে হুইলচেয়ারে বসে হাসপাতাল থেকে বেরোন পার্থ। মুখে ছিল নীলরঙা মাস্ক। গাড়িতে বসে নমস্কার জানাতে থাকেন। বাড়িতে হাজির ছিলেন ভাই, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে সহ অন্যরা। এখনও তাঁর বাড়িতে রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি।

পৃথিবীর পাঠশালা

ধন্যি সন্ন্যাসিনী

ঘরে থাকতে চায় না ছটফটে বাচ্চারা। তাদেরই দেখা যায় দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে। কিন্তু একই অবস্থা যে অশীতিপর তিন সন্ন্যাসিনীরও হতে পারে তা কে ভেবেছিল! অস্ট্রিয়ার এক বৃদ্ধাশ্রম থেকে তিন জেদি সন্ন্যাসিনীর চম্পট দেওয়ার ঘটনায় এখন রীতিমতো শোরগোল নেট দুনিয়ায়। স্বাস্থ্য ফেরাতে পুরোনো মঠ ছেড়ে আধুনিক কেয়ার হোমে গেলেও সেখানে মন টিকছিল না সিস্টার থেরেসিয়া, মারিয়া আর গার্ট্রুডের। তাঁদের মন পড়ে ছিল 'বার্ধক্যের বারাণসী' সেই পুরোনো ভেষজ চায়ের বাগিচায়! তাই নিজেদের মধ্যে শলা করে একেবারে ফিল্মি কায়দায় পালানোর ফন্দি আঁটেন তিন দিদিমা। এ কাজে তাঁদের সাহায্য করেন এক প্রাক্তন ছাত্রী আর এক তালামিস্ত্রি। সন্ন্যাসিনীরা ফিরে গেলেন নিজেদের ভাঙাচোরা প্রিয় মঠটিতে। পুলিশ তাঁদের ফেরানোর চেষ্টা করেছিল গুরুতর স্বাস্থ্যহানির ভয় দেখিয়ে। কিন্তু টলানো যায়নি প্রবীণাদের। তাঁরা খিল আটকে বসে রইলেন ঘরের মধ্যে। বহু সাধ্যসাধনাতেও দরজা খোলেননি। শেষে হাল ছাড়ে পুলিশ। এখন সন্ন্যাসিনীদের আগলে রেখে তাঁদের শখ-আহ্লাদ মেটাচ্ছেন গ্রামবাসী। এক পড়শি মজা করে তো বলেই দিলেন, 'ধন্যি মেয়ে বটে! এঁদের জেদ দেখলে ষাঁড়েরও হার মানা উচিত! এই বয়সেও এত অ্যাডভেঞ্চারিজম ভাবা যায় না!'

স্কটিশ সৈকতে ছিনাথ বহুরূপী

সন্ধেবেলার স্কটল্যান্ডের ওয়ালেস বে সৈকত। কালো প্যান্থার সেজে বেলাভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি লোক। দেখলে মনে হবে, সস্তা ভৌতিক চলচ্চিত্রের চলমান পোস্টার! ওই 'কালো বিড়াল-মানুষ'ই এখন ইন্টারনেটে ভাইরাল, যা একই সঙ্গে রহস্যময় এবং হাসির খোরাক। সেটা ২০২৫ সালের অক্টোবর। মসৃণ কালো পোশাক, জ্বলজ্বলে চোখের মুখোশ পরে নিঃশব্দ সৈকতে অনেকেই ঘুরে বেড়াতে দেখেছে লোকটাকে। তার সঙ্গে কেউ কেউ আবার মিল পেয়েছেন হাইল্যান্ডসে দেখা দেওয়া 'নেকড়ে-মানুষের' সঙ্গেও। সমাজমাধ্যমে ইতিমধ্যে মিলিয়ন ভিউ পার করেছে তার লাফানো আর বিড়ালের মতো চিৎকার করার ভিডিও। মানুষটার হাবভাব মনে করিয়ে দেয় শরৎচন্দ্রের ছিনাথ বহুরূপীকে। কিন্তু লোকটা কে? সে কি পাগল, নাকি ইউটিউবার? নাকি নিছক একজন অভিনেতা! স্থানীয় প্রশাসন যদিও বিড়াল-মানুষের কাণ্ডকারখানাকে 'নির্দোষ পাগলামি' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। রহস্য কিন্তু আজও বহাল।

তিরের গুঁতোয় দিব্যি বহাল

ইতালির এই লোকটি যেন সাক্ষাৎ 'অদ্ভুত কৌতুক'! ৬৪ বছরের জিউসেপ রসি দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর তাঁর কপালে গেঁথে আছে প্রায় এক ফুট লম্বা তির! তাঁর দরজায় নক করে এই দৃশ্য দেখে তো স্বেচ্ছাসেবীদের চক্ষু চড়কগাছ! রসি একেবারে নির্বিকার। ভ্রূক্ষেপহীন মানুষটা যেন কপালে সিঁদুর টিপ পরে আছেন! এমন অদ্ভুত অবস্থায় তিনি দু'দিন কাটিয়েছেন, জ্বরও আসেনি। হাসপাতালে ভর্তির সময়েও নির্বিকার রসির জবাব, 'তেমন লাগছে না!' নিউরোসার্জনরা বিস্মিত, তিরটি সামান্য একটু এদিক-ওদিক হলেই ভিতরে ঘিলু সব তালগোল পাকিয়ে যেত! অস্ত্রোপচারে তির বের হলেও সংক্রমণের আশঙ্কা ছিলই। পুলিশের সন্দেহ, গ্যারাজে বসে নিজে নিজেই তির ছোড়ার অনুশীলন করতে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন রসি। ইমার্জেন্সির নার্স বলেছেন, 'পরের বার নরম বল নিয়ে খেলবেন, প্লিজ।' মানুষ যে মৃত্যুর কিনারা ঘেঁষেও বিন্দাস থাকতে পারে, রসি যেন তার সাক্ষাৎ প্রমাণ।

বাক্স-ভূতের উদ্ভট উপহার

ভোর ৩টের সময় দরজার ক্যামেরায় দেখলেন, মুখ ঢাকা, কাগজের মুখোশ পরা একটা লোক ফিশফিশ করে বলছে, 'বাক্স-দানব হাজির...।' তারপর সে আপনার দরজায় একটা খালি কার্ডবোর্ডের বাক্স রেখে পালিয়ে গেল! চলতি বছরের মার্চে পেনসিলভেনিয়ার কুতজটাউনের এই ঘটনা এখন ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে পাড়াপড়শির।

স্থানীয় বাসিন্দা লিসা গ্রান্টের ক্যামেরায় ধরা পড়ে এই 'ভূত'। বেশ নাটকীয় ঢঙে বাক্সটি রেখে অংবংচং কিছু মন্ত্র পড়ে মাইকেল জ্যাকসনের কায়দা 'মুন ওয়াকিং' করে চম্পট দিতে দেখা যায় তাকে। না চুরি, না ভাঙচুর, শুধুমাত্র একটা খালি বাক্স! পুলিশ হেসে বলেছে, 'মনে হচ্ছে এ আমাদের ক্রিসমাসের সান্তাক্লজ, তবে গথিক স্টাইলে!'

জানা যায়, কাছাকাছি এক কিশোর এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, কিন্তু সে বলছে এটা নাকি তার 'শিল্পকর্ম'। অনলাইনে একজন বুদ্ধি করে লিখেছেন, 'কম করে হলেও বাক্স-ভূত জিনিসপত্র পুনর্ব্যবহার করেছে।' আর একজন লিখেছেন, 'এ ভূত ভয় দেখায় কম, হাসায় বেশি!'

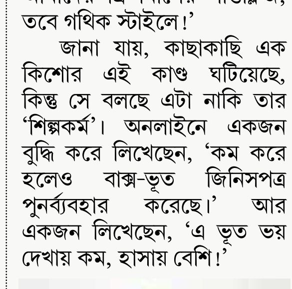

ট্রেনে কাটা

বহরমপুর, ১১ নভেম্বর : তারকেশ্বর থেকে বাড়ি ফেরার পথে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। মৃতের নাম স্বাধীন প্রামাণিক (৬০)। তিনি মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার বাসিন্দা। মঙ্গলবার বাড়ির ফেরার পথে আজিমগঞ্জে তিনি ট্রেন থেকে পড়ে যান। জিআরপি মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

পালাতে গিয়ে জালে ২

প্রথম পাতার পর

তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জেরা শুরু করেছে। অনুপ্রবেশের নেপথ্যে কোনও বড় চক্র বা ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বালুরঘাটের ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'পুলিশি টহলের সময় এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে কোনও নথি মেলেনি। অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি জেনেও কারা তাঁকে আশ্রয় বা সহায়তা দিয়েছে, তা খোঁজা হচ্ছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

২৫২ কিলোমিটার বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেরা দক্ষিণ দিনাজপুর দীর্ঘদিন ধরেই অনুপ্রবেশ ও অপরাধচক্রের 'সেফ করিডর' হিসেবে পরিচিত। তবে এসআইআর আবহে ও দিল্লি বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়লেন বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার বাসিন্দা শম্ভু বর্মন ও তাঁর তিন বছরের মেয়ে। তাঁদেরকে কাঁটাতার পার করানোর দায়িত্বে থাকা অভিযুক্ত দালাল কমল সিংহকেও আটক করে বিএসএফ। মঙ্গলবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ধৃতদের পেশ করলে বিচারক শম্ভু ও কমলকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। তিন বছরের শিশুটিকেও বাবার সঙ্গে জেলেই রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ওই তিন বছরের বাচ্চার বিরুদ্ধে কোনও মামলা হয়নি। মামলা হয়েছে তার বাবা ও দালালের বিরুদ্ধে।'

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বছর কয়েক আগে শম্ভু ও তাঁর স্ত্রী বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে রায়গঞ্জ থানার বাজে বিন্দোল এলাকায় মাসির বাড়িতে থাকতেন। সেখানেই নাকি তাঁদের আধার ও ভোটার কার্ড তৈরি হয়েছিল। পরে রোজগারের জন্য হরিয়ানা, দিল্লি ও পঞ্জাবে কাজ করেন তাঁরা। আটদিন আগে অসুস্থ মায়ের খবর পেয়ে শম্ভু ফের মাসির বাড়িতে এসেছিলেন। সেখান থেকেই স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে শম্ভু, তাঁর স্ত্রী ও তিন বছরের মেয়েকে সীমান্ত পারের ব্যবস্থা করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কমল সিংহ। কিন্তু স্ত্রী সীমান্ত পার হতে পারলেও শম্ভু ও তাঁর শিশুকন্যা মালন সীমান্তে বিএসএফ-এর হাতে ধরা পড়ে যান। বিএসএফ শম্ভু, তাঁর কন্যা ও দালাল কমল সিংহকে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'শম্ভু দুই বছর আগে স্ত্রীকে নিয়ে ভারতে আসে এবং হরিয়ানার একটি কারখানায় কাজ করত। ধৃতদের আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

এদিন রায়গঞ্জ আদালতে ধৃতদের আইনজীবী শুভদীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বিএসএফ ধৃতদের বাংলাদেশি বললেও আমরা আদালতে ভারতীয় আধার ও ভোটার কার্ড জমা দিয়েছি। বিচারক নথিপত্র যাচাইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন।'

পিচ বিতর্কের আগুনে পুড়ছে ইডেন

কী রহস্য লুকিয়ে ইডেনের বাইশ গজে? সন্ধানে শুভমান গিল। ছবি : ডি মণ্ডল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : হালকা শীতের আমেজ। কুয়াশাঘেরা সকাল।

বাংলা ও বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে সোয়েটার, জ্যাকেটের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

ময়দানের বিখ্যাত বটতলা পার করে গোষ্ঠ পাল সরণি ধরে ক্রিকেটের নন্দনকাননে পা রাখলে মহামান্য পাঠক, আপনার শীতের আমেজ দ্রুত উধাও হয়ে যাবে। বদলে মনে হবে, কোথায় শীত শীত ভাব। এ তো চৈত্র-বৈশাখ মাসের দাবদাহের মতো পরিস্থিতি।

সকাল নয়টার সামান্য আগে টিম ইন্ডিয়ার টিম বাস এসে হাজির হল ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনে। অধিনায়ক শুভমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজা, জসপ্রীত বুমরাহ, ওয়াশিংটন সুন্দর সহ মোট সাত ক্রিকেটার বাস থেকে নেমে সেঁধিয়ে গেলেন ইডেন গার্ডেন্সের সাজঘরে। গিলদের সাজঘর থেকে মাঠে নামার আগেই কোচ গৌতম গম্ভীর তাঁর সতীর্থ ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক, বোলিং কোচ মর্নি মরকেলদের নিয়ে ততক্ষণে হাজির ইডেনের বাইশ গজে। আলোচনা শুরু কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শুধু ইডেনের কিউরেটার সুজন নন, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের দুই অভিজ্ঞ কিউরেটার আশিস ভৌমিক ও তাপস চট্টোপাধ্যায়ও সাতসকালেই হাজির ইডেনে। সৌজন্যে ইডেনের পিচ। আরও স্পষ্টভাবে বললে, ঘূর্ণি পিচ।

নন্দনকাননে পিচ নিয়ে 'আমার সোনার হরিণ চাই' মার্কা দাবি দেখা গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার তরফে, অনেকেই মনে করতে পারছিলেন না। সিএবি-র অনেকে ভারতীয় দলের ঘূর্ণি চাইয়ের দাবিতে বিরক্তও। আশপাশে জল দেওয়া হলেও মূল পিচে আজ জল দেওয়া হয়নি সারাদিনে। চলেছে ভারী রোলারও। শুধু তাই

অসন্তুষ্ট গম্ভীর-গিলরা

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের মাথাদের সঙ্গে তিন কিউরেটারের আলোচনায় দ্রুত ঢুকে পড়লেন অধিনায়ক শুভমানও। হাঁটু মুড়ে বসে দেখলেন পিচ। সকালের ইডেনে ভারতীয় দলের প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার অনুশীলনে আসরে কিউরেটারদের সঙ্গে পিচের মাঝে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের আলোচনার এমন ছবি বারবার দেখা গিয়েছে আজ। অন্তত পাঁচবার। শেষ কবে ক্রিকেটের নয়, ভারতীয় দলের অনুশীলনের পর দুপুরের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা দল মাঠে প্রবেশের পর সেখানেও পিচ নিয়ে বিস্তর নাটক। কিউরেটার সুজনের সঙ্গে প্রোটিয়া টিম ম্যানেজমেন্টের প্রতিনিধিদের আলোচনা দেখে তাঁরা সন্তুষ্ট, এমনটা একেবারেই মনে হয়নি।

চমকের আরও বাকি রয়েছে। ইডেনে সন্ধ্যা নামার মুখে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রবেশ করলেন। সোজা হাজির হয়ে গেলেন মাঠে। খুঁটিয়ে দেখলেন পিচ। কিউরেটার সুজনের সঙ্গে কথা বললেন লম্বা সময়। পরে পিচ নিয়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও বাইশ গজের 'নাটক' নিয়ে তিনি নিজেও যে খুশি নন, শরীরিভাষাতেই সেটা স্পষ্ট। মহারাজকীয় বিরক্তি বাস্তবে স্বাভাবিকই। কারণ, অনেক দিনই ইডেনের পিচের চরিত্র বদলে গিয়েছে। অতীতের তুলনায় এখন ইডেনের পিচে গতি ও বাউন্স বেড়েছে। সেই পিচকে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের আবদারে ঘূর্ণি বানিয়ে দেওয়াটা সহজ তো নয়ই, বরং বেশ চ্যালেঞ্জিং। সঙ্গে বুমেরাং হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

নন্দনকাননে স্পিন মহড়া মার্করামদের

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : সকাল গড়িয়ে বিকেল।

উত্তুরে হাওয়ার আমেজ ইডেন গার্ডেন্সজুড়ে। সকালের প্র্যাকটিস সেশন সম্পূর্ণ করে ভারতীয় দল অনেক আগেই ইডেন গার্ডেন্স ছেড়েছে। স্টেডিয়ামের বাইরে অপেক্ষমাণ সমর্থকরা গা ভিজিয়েছেন শুভমান গিল, যশস্বী জয়সওয়ালদের নিয়ে উচ্ছ্বাসের উত্তাপে। যে রেশ বজায় রেখে নন্দনকাননে উপস্থিত দক্ষিণ আফ্রিকাও।

ভারতীয় দলের ঐচ্ছিক অনুশীলন। অর্ধেক টিম হাজির প্রথম দিনের অনুশীলনে। দক্ষিণ আফ্রিকা কিন্তু সদলবলে ইডেনে। টেম্বা বাভুমা, আইডেন মার্করাম থেকে কাগিসো রাবাদা, মার্কো জানসেন, ট্রিস্টান স্টাবস- দুপুরের ঝলমলে রোদে গা ঘামালেন। কেশব মহারাজ, ডিওয়াল্ড ব্রেভিসের বাড়তি প্রাপ্তি বিকেলে 'সৌরভের ক্লাস'!

আফ্রিকার প্র্যাকটিসেও। রাবাদা, মার্কো জানসেনের সঙ্গে করবিন বশ- তিন পেসার বেশ কয়েক ওভার হাত ঘোরালেন সতীর্থ ব্যাটারদের প্র্যাকটিসে। তবে বেশিরভাগ সময়ে মার্করাম, ব্রেভিসরা মন দিলেন স্পিনের বিরুদ্ধে অনুশীলনে। তারপর তিন স্পিনার কেশব, সাইমন হার্মার, সেনুরান মুথুস্বামীর সঙ্গে অফব্রেকও করলেন মার্করাম।

এছাড়া নেটে ৫-৭ জন ঘরোয়া স্পিনার। বল ঘুরবে। কবে থেকে সেটাই মূল প্রশ্ন। অতএব, কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজাদের কথা মাথায় রেখে শান দিয়ে নেওয়া। সবার আগে নেটে ঢোকেন অধিনায়ক বাভুমা। ঘুরেফিরে একাধিকবার নেট সেশন সারলেন। তার মাঝেই রাবাদা, কোচের সঙ্গে ইডেন ম্যাচের নীল নকশা তৈরির কাজ এগিয়ে রাখা। ২০১০ সালে শেষবার ইডেনে টেস্ট খেলেছিল নেলসন ম্যান্ডেলার দেশ। মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারতের দাপটের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করে গ্রেম স্মিথের দল।

হাসিম আমলা বাদ দিলে ম্যাচের দুই ইনিংসেই হরভজন সিংয়ের স্পিন খেলতে হিমসিম হয়েছিল প্রোটিয়া শিবির। ভাজ্জির জায়গায় কুলদীপ-জাদেজারা। তবে বাভুমার দলের প্লাস পয়েন্ট আইপিএলের সুবাদে বর্তমান দলের একঝাঁক ক্রিকেটার ভারতীয় পিচ, পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেকটাই ওয়াকিবহাল। প্রশ্নও থাকছে।

ব্রেভিস, স্টাবসরা আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসেন। কিন্তু বল ঘুরতে শুরু করলে সেই স্ট্র্যাটেজি কতটা ফলপ্রসূ হবে বলা কঠিন। সেক্ষেত্রে মার্করামের কাঁধে অ্যাঙ্করের ভূমিকা। এদিন ব্যাটিং অনুশীলনে তারই প্রতিফলন। প্রথম দিন ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনে বাকিদের মধ্যেও সেই তাগিদ। শুক্রবার থেকে শুরু অ্যাসিড টেস্টে তাঁর কতটা প্রভাব পড়ে সেটাই দেখার।

সৌরভের ক্লাসে কেশব-ব্রেভিস

দীর্ঘ ৬ বছর পর ইডেনে টেস্টের আসর। আয়োজক হিসেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়তি দায়িত্ব। পিচ প্রস্তুতকারক সুজন মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে মাঠে ঢোকেন। কিছুক্ষণ পর সৌরভের সান্নিধ্যে কেশব, ব্রেভিসরা। দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস টিমে দুজনের হেডকোচ সৌরভ। সৌজন্য সাক্ষাৎকার, তার সঙ্গে ইডেন পিচ, পরিস্থিতি সম্পর্কে টিপস।

পিচ নিশ্চিতভাবে ইডেন দ্বৈরথে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হতে চলেছে। ভারতীয় অনুশীলনের সময়ও গৌতম গম্ভীরদের অনেকটা সময় দিলেন পিচ পর্যবেক্ষণে। প্রতিপক্ষ হেডকোচ সুকরি কনরাড ইডেনে ঢুকে সোজা মাঝের জমিতে। কখনও পিচের নাড়ি টিপে দেখা তো, কখনও ভারী চেহারা নিয়েই প্রায় হামাগুড়ি।

শুকনো, প্রায় ঘাস ঘাসহীন ইডেন পিচের প্রভাব দক্ষিণ

দুই মহারাজ।। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেশব মহারাজ। ছবি : ডি মণ্ডল

কালীঘাটে ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। মঙ্গলবার বিকেলে।

গম্ভীরের ক্লাসে সাই, দীর্ঘ ব্যাটিং চর্চায় গিল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : সাদা বলের সিরিজ শেষে এবার লাল বলের ক্রিকেটে ফেরা।

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ থেকে দেশে ফেরার পরই সামনে এখন মিশন দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জেতা দল। এমন একটা দল, যাদের স্কোয়াডে কাগিসো রাবাদার মতো ম্যাচ উইনার জোরে বোলার যেমন রয়েছেন। তেমনই রয়েছেন কেশব মহারাজের মতো অভিজ্ঞ স্পিনারও।

শুক্রবার ক্রিকেটের নন্দনকাননে এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নামার আগে তাই প্রস্তুতিও সর্বোচ্চ মানের হওয়া দরকার। সঙ্গে চাই ঘরের মাঠের সুবিধাও। যাবতীয় লক্ষ্যপূরণে আজ সকালের ইডেন গার্ডেন্সে ভারতীয় দলের তিন ঘণ্টারও বেশি সময়ের অনুশীলনে একসঙ্গে অনেকগুলি দিক সামনে আসছে। এক, টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে প্রথম টেস্টের প্রথম একাদশ নিয়ে কম্বিনেশনের দোলাচল এখনও কাজ করছে। দুই, বিপক্ষ শিবিরে থাকা মহারাজ, সেনুরান মুথুস্বামী, সাইমন হার্মারদের মতো স্পিনারদের সামলানোর নীল নকশা। তিন, দলের ব্যাটারদের শট নির্বাচনের ব্যাপারে আরও সতর্ক হওয়া।

তিনটি বিষয়ই আজকের টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে প্রবলভাবে দেখা গিয়েছে। অধিনায়ক শুভমান গিল নেটে দীর্ঘসময় ধরে অনুশীলন করলেন। মূল নেটে স্পিন, পেস সামলালেন। পরে মূল পিচের পাশের নেটে থ্রো ডাউন নিলেন দীর্ঘসময়। দেখে মনে হচ্ছিল, ব্যাটিং সাধক। যিনি ইংল্যান্ড সিরিজের ছন্দ ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে রয়েছেন এখন। অধিনায়ক শুভমানের অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে সকালের ইডেনে সাত সদস্যের টিম ইন্ডিয়ার ঐচ্ছিক অনুশীলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন বি সাই সুদর্শন। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা টেস্ট থেকে অবসরের পর টিম ইন্ডিয়ার ওপেনিং জুটি নিয়ে সমস্যা মিটেছে। লোকেশ রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল নিয়মিতভাবে দলকে ভরসা দিচ্ছেন। কিন্তু তিন নম্বর ব্যাটারের জায়গায় সাই সুযোগ পাওয়ার পরও সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি।

বড় অঘটন না হলে ইডেনে ফের একবার সুযোগ পাবেন সাই। পাশে দলের ব্যাটিংয়ের তিন নম্বর জায়গাটা নিশ্চিত করতে? জবাব আপাতত জানে না ভারতীয় ক্রিকেট। ঠিক যেমন এখনও স্পষ্ট নয় ঠিক কেমন হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ। ইডেন টেস্টে ভারত তিন স্পিনারে খেলবে, একরকম নিশ্চিত। প্রশ্ন হল, নীতীশ কুমার রেড্ডি কি খেলবেন?

বি সাই সুদর্শনকে শ্যাডো করে দেখাচ্ছেন গৌতম গম্ভীর। ছবি : ডি মণ্ডল

তার আগে আজ সকালে কোচ গৌতম গম্ভীরের নজরদারিতে অন্তত এক ঘণ্টা বিভিন্ন নেটে টানা ব্যাট করে গেলেন তিনি। কোচ গম্ভীর সাইয়ের সঙ্গে বারবার কথাও বলছিলেন। এমনকি সাইকে নিজেও আজ থ্রো ডাউন দিয়েছেন গম্ভীর। সাই কি পারবেন ইডেনে টিম ইন্ডিয়াকে ভরসা দেওয়ার যদি খেলেন, কার জায়গায়? দল নিয়ে দোলাচলের মধ্যেই আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টিম ইন্ডিয়ার পেসার মহম্মদ সিরাজ জানিয়ে দিয়েছেন, ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার চ্যালেঞ্জ সামলাতে তাঁরা তৈরি।

ফলে উত্তেজক সিরিজের অপেক্ষায় এখন ক্রিকেটমহল।

শাহবাজের সাতে গ্রুপ শীর্ষে বাংলা

বাংলা-৪৭৪
রেলওয়েজ-২২২ ও ১৩২
(বাংলা ইনিংস ও ১২০ রানে জয়ী)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদের (৫৬/৭) ঘূর্ণির ভেলকি। অনভিজ্ঞ রাহুল প্রসাদের (৪১/২) নিয়ন্ত্রিত স্পিনের দাপট।

নিটফল, রেলকে বেলাইন করে আজ ম্যাচের শেষ দিনে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই জয় বাংলা। ইনিংস ও ১২০ রানে রেলের দখল নিয়ে রনজি ট্রফির এলিট পর্বের গ্রুপ 'সি'-র শীর্ষস্থানে উঠে এল সুদীপ ঘরামির টিম বাংলা। দুপুরের দিকে সুরাটে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করতেই সাময়িক আবেগে ভাসলেন তিনি। পরে সাবধানি ভঙ্গিতে বলে দিলেন, 'এই জয় পুরো দলের। সবাই সাফল্যের অবদান রেখেছে। তবে এই ম্যাচ জয়ের কথা দ্রুত ভুলে গিয়ে আমাদের সামনে তাকাতে হবে। সামনে এখন অনেক কঠিন লড়াই বাকি আমাদের।'

সুরাট থেকে মুম্বই হয়ে আজ গভীর রাতেই কলকাতায় ফিরছে বাংলা দল। পরের কয়েক দিনের মধ্যেই কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অসমের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ। সেই ম্যাচেও বাংলা পাবে না অভিষেক পোড়েল, আকাশ দীপদের। তবে তার জন্য আপাতত কুছ পরোয়া নেই বাংলা দলের। বরং চোট সারিয়ে ফিট হয়ে ক্রিকেটে ফেরার পর থেকেই শাহবাজ যেভাবে দলকে ভরসা দিয়ে চলেছেন, সঙ্গে রেল ম্যাচের সেরা অনুষ্টুপ মজুমদার ধারাবাহিকভাবে রান করছেন, তারপর বাংলার রনজি অভিযান নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে। কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য সতর্ক। বলছেন, 'রনজিতে সফল হতে গেলে অনেক কঠিন পথ পার করতে হয়। এখনই বেশি লাফালাফি করার মতো কিছুই হয়নি।'

সুরাটের বাইশ গজে বল ঘুরছিল গতকাল থেকেই। পিচ থেকে ধুলোও উড়ছিল। এমন অবস্থায় গতকালের ৯৫/৫ থেকে শুরু করে আজ শাহবাজ ঘূর্ণিতে ধস নামে রেলের ব্যাটিংয়ে। শাহবাজের ঘূর্ণির কোনও জবাবই ছিল না রেলের ব্যাটারদের কাছে। চার ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে বাংলা আপাতত গ্রুপ শীর্ষে পৌঁছানোর পর দলের অন্দরে কোনও উৎসব হয়নি। বরং কোচ লক্ষ্মীরতন তাঁর দলকে বার্তা দিয়েছেন, নীরবে এগিয়ে চলার।

চিনের ভিসার আবেদন বাতিল নাগালের

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়া ওপেনে সুযোগ পেতে এশিয়া-প্যাসিফিক ওয়াইল্ড কার্ড প্লে-অফ খেলার জন্য ভিসা পেলেন না দেশের এক নম্বর সিঙ্গলস খেলোয়াড় সুমিত নাগাল।

২৪ নভেম্বর থেকে চিনের চেংদুতে এশিয়া-প্যাসিফিক ওয়াইল্ড কার্ড প্লে-অফ প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা রয়েছে। এই প্রতিযোগিতা থেকে সরাসরি আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মূলপর্বে খেলার সুযোগ রয়েছে। সেই কারণে এশিয়া-প্যাসিফিক ওয়াইল্ড কার্ড প্লে-অফ খেলার জন্য ভিসার আবেদন করেছিলেন নাগাল। কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই তাঁর ভিসার আবেদন বাতিল করা হয়েছে।

ভিসা সমস্যা মেটাতে সমাজমাধ্যমে ভারতে থাকা চিনের রাষ্ট্রদূত এবং দিল্লির চিনা দূতাবাসের মুখপাত্রের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন সুমিত। তিনি লিখেছেন, 'আমি অস্ট্রেলিয়া ওপেনের প্লে-অফ খেলার জন্য চিনে যেতে চাই। কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই আমার ভিসার আবেদন বাতিল করা হয়েছে। তাই আপনাদের কাছে সাহায্য চাইছি।'

তবে এখনও পর্যন্ত চিনের দূতাবাস কিংবা সর্বভারতীয় টেনিস সংস্থা সুমিতের ভিসা সমস্যা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

জম্মু ও কাশ্মীরকে ঐতিহাসিক জয় এনে দেওয়ার পর কামরান ইকবাল।

রনজিতে প্রথম দিল্লি জয় জম্মুর

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : রনজি ট্রফির ইতিহাসে প্রথমবার দিল্লির বিরুদ্ধে জয় পেল জম্মু ও কাশ্মীর।

মঙ্গলবার রনজিতে দিল্লিকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর। দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের জয়ের জন্য ১৭৯ রান দরকার ছিল। ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় জম্মু ও কাশ্মীর। দলের ওপেনার কামরান ইকবাল ১৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন।

টসে জিতে ব্যাট করে নেমে প্রথম ইনিংসে দিল্লি ২১১ রান করে অল আউট হয়। জবাবে জম্মু ও কাশ্মীর করে ৩১০ রান। ৯৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে দিল্লির সংগ্রহ ২৭৭ রান। ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের সামনে ১৭৯ রানের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায়।

জয়ের ফলে গ্রুপ 'ডি'-তে ৪ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল জম্মু ও কাশ্মীর। ৪ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে শীর্ষে রয়েছে মুম্বই। সোমবার তারা ইনিংস এবং ১২০ রানে হারিয়েছে হিমাচলপ্রদেশকে। প্রথম ইনিংসে মুম্বই করেছিল ৪৪৬ রান। জবাবে হিমাচল প্রথম ইনিংসে ১৮৭ রানে অলআউট হয়ে যায়। ২৫৯ রানে লিড নিয়ে হিমাচলকে ফলোঅন করায় মুম্বই। দ্বিতীয় ইনিংসে হিমাচলপ্রদেশ ১৩৯ রানের বেশি করতে পারেনি।

এদিকে, রনজির অপর ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন বিদর্ভ ১০০ রানে হারিয়েছে ওড়িশাকে। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বিদর্ভ ২৮৬ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ওড়িশার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৬০ রানে। ১২৬ রানের লিড নিয়ে খেলতে নেমে ২ উইকেটে ২১৮ রান করার পর ইনিংস ডিক্লেয়ার করে বিদর্ভ। ফলে ৩৪৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে মঙ্গলবার ২৪৪ রানে শেষ হয় ওড়িশার ইনিংস।

মেসির সঙ্গে কলকাতায় হয়তো নেইমারও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : বার্সেলোনার বিখ্যাত 'এমএসএন' জুটিকে কি চাক্ষুস করবেন বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা?

১৩ ডিসেম্বর ভারতীয় ফুটবলের মক্কায় পা রাখছেন আর্জেন্টাইন জাদুকর। সঙ্গে লুইস সুয়ারেজ ও রডরিগো ডি পল আসছেন। তবে এখানেই শেষ নয়, ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারকেও দেখা যেতে পারে। তবে সেটা সম্ভব হবে, যদি তিনি ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন। অন্তত এমনটাই দাবি করেছেন মেসিকে ভারতে আনার উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে তিনি বলেছেন, 'যদি নেইমার ইন্টার মায়ামিতে সই করেন, তাহলে লিওনেল মেসির সঙ্গে ব্রাজিলিয়ান তারকাকেও কলকাতায় দেখা যাবে।' এবার মেসি-সুয়ারেজের সঙ্গে নেইমার কলকাতায় পা রাখলে বার্সার বিখ্যাত 'এমএসএন' জুটিকে সামনে থেকে দেখবেন ফুটবলপ্রেমীরা।

এদিকে, ১৩ ডিসেম্বর মেসির সামনে মোহনবাগান মেসি অলস্টার্স বনাম ইস্টবেঙ্গল মেসি অলস্টার্স ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি না মেলায় ইস্টবেঙ্গল মেসি অলস্টার্স দলের নাম পরিবর্তন হয়ে ডায়মন্ড হারবার মেসি অলস্টার্স নামে ওইদিন প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে বলেই জানিয়েছেন শতদ্রু।

কলকাতায় এই প্রদর্শনী ম্যাচ ছাড়াও মেসির একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে। ২০ জন খুদে ফুটবলারদের নিয়ে একটি 'ফুটবল ক্লিনিকে' অংশ নেবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এছাড়াও আর্জেন্টাইন মহাতারকার সঙ্গে সামনাসামনি সাক্ষাৎ করবেন বাংলার সন্তোষজয়ী দলের তারকারা।

দিল্লিতে বিস্ফোরণ, বাড়ল নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক ম্যাচ ঘিরে ইডেন গার্ডেন্সকে নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা নতুন নয়। আজকের ছবিটা যদিও একটু অন্যরকম। শুক্রবার টেস্ট শুরু। কিন্তু মঙ্গলবার থেকে ইডেনজুড়ে নিরাপত্তারক্ষীদের ব্যস্ততা!

ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন নগরপাল

ইডেনের বাইরে, ভিতরে সর্বত্র। সোমবার দিল্লি বিস্ফোরণের জের।

ম্যাচ ঘিরে বাড়তি সতর্কতা। বাড়ানো হয়েছে ইডেনের নিরাপত্তাও। প্রত্যেককে ভালো করে পরীক্ষার পরই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে স্টেডিয়ামে। মূলত যে দৃশ্য দেখা যায় ম্যাচের দিনগুলিতে। কিন্তু দিল্লিতে বিস্ফোরণ পুরো পরিস্থিতিই বদলে দিয়েছে। নিরাপত্তায় কোনওরকম ফাঁকফোকর রাখার ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রশাসন। ওপরমহল থেকে সেরকমই নির্দেশ।

বিকেলের দিকে সদলবলে ইডেন পরিদর্শন করেন কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মা। নিরাপত্তা ব্যবস্থার হালহকিকত খতিয়ে দেখেন তিনি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সহ সিএবি-র শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকেও বসেন। নন্দনকানন ছাড়ার আগে আত্মবিশ্বাসী গলায় নগরপাল জানান, টেস্টকে ঘিরে 'হাই অ্যালার্ট'-এ রয়েছেন তাঁরা। দিল্লি বিস্ফোরণের কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে দায়িত্বে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। লালবাজার সূত্রে খবর, ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হচ্ছে ইডেনকে। দুই দলের টিম হোটেলেও থাকছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা।

ইডেন গার্ডেন্সের গ্যালারি পরিদর্শনে পুলিশ কর্তারা। ছবি : ডি মণ্ডল

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত প্রভসুখান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : সুপার কাপের সেমিফাইনালের আগে দুঃশ্চিন্তা বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের। জ্বর থাকায় অনুশীলনে দেখা যায়নি গোলরক্ষক প্রভসুখান সিং গিলকে। তাঁর রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আসার পর দেখা গিয়েছে, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এই গোলরক্ষক। একান্তই প্রভসুখান সেমিফাইনালে খেলতে না পারলে দেবজিৎ মজুমদার ছাড়া সেভাবে কোনও বিকল্প নেই ইস্টবেঙ্গলের সামনে। মঙ্গলবার অবশ্য অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন পিভি বিষ্ণু।

এদিকে, মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে দুই-একদিনের চিনে যাবার কথা রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত তাদের ভিসা আসেনি। অবশ্য ম্যানেজমেন্ট আশা করছে, দ্রুতই ভিসা চলে আসবে।

যৌথ বিবৃতিতে চাপ বাড়াচ্ছেন ফুটবলাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : লিগ শুরু করার জন্য অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের উপর চাপ বাড়ছে। আলাদা করে নয়, একযোগে নিজেদের বিবৃতি প্রকাশ করে খেলা শুরুর বিষয়টি প্রায় আন্দোলনের পথে নিয়ে গেলেন ফুটবলাররা।

মঙ্গলবার সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ ঝিংগান, প্রীতম কোটাল, মনবীর সিং থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ থেকে আই লিগ-সব পর্যায়ের ফুটবলাররা একযোগে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরলেন নিজেদের সামাজিক মাধ্যমে। লম্বা সময়ের এই বিরতির জন্য তৈরি হওয়া ক্ষোভ এবং হতাশা এবার তাঁদের যে বেপরোয়া করে তুলছে, সেকথাই জানানো হয়েছে এই বিবৃতিতে। এআইএফএফ সময়সীমার শেষদিন পর্যন্ত কোনও দরপত্র পায়নি। এতদিন অপেক্ষার পরও লিগ শুরু করার বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা না পাওয়ার পরই ফুটবলাররা চরম হতাশ হয়ে পড়েন এবং তাঁদের ক্ষোভ বাইরে বেরিয়ে আসে। সন্দেশের সামাজিক মাধ্যমের দেওয়ালে প্রথম এই বিবৃতি দেখা যায়। এরপর একে একে সুনীল, গুরপ্রীত সিং সান্ধুরা লিখতে শুরু করেন। যেখানে লেখা, 'আরও দেরি হলে সেটা কোচ, সমর্থক, কর্মী এবং ফুটবলারদের কাছে একটা স্থবির পরিস্থিতি করে দেবে। আমাদের পরিশ্রম, ত্যাগ স্বীকার যেন নীরবে উধাও না হয়ে যায়।' এরপর আরও লেখা হয়েছে, 'আমরা কঠিনতম চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে। তার পরেও আমাদের এই পর্যায়ে এসে আবেদন করতে হচ্ছে। পুরো ভারতীয় ফুটবলের ইকোসিস্টেম এই মুহূর্তে অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে। স্বপ্ন থেমে গিয়েছে। প্রতিটি দিন আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে।'

তাঁর এই বিবৃতির পরই দেখা যায় সুনীল থেকে জুনিয়ার ফুটবলারদেরও অনেকেই একই বক্তব্য নিজেদের সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন। সুনীল-গুরপ্রীত-মনবীরদের লেখায় দেখা গেছে, 'সমর্থকরা আমাদের ভালোবাসে এবং ওঁরা আমাদের সবকিছু। এখন তাঁদের সামনে আমরা মাঠে নামতে মরিয়া। এই সমর্থকরাই আমাদের পরিবার। এখন খেলা শুরু করার জন্য যা যা করতে হবে তার জন্য আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে তৈরি।' এই বিবৃতিতে আরও লেখা হয়েছে, 'এদেশের ফুটবল মরশুম এখনই শুরু করা খুব জরুরি। আমাদের এটাই পেশা। মাঠে নামতে বললেই নেমে পড়তে আমরা তৈরি।' ফুটবলারদের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, আর চুপ করে বসে থাকতে তাঁরা নারাজ। কারণ আগেই ওডিশা এফসি, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মতো কিছু ক্লাব শুধু অনুশীলন বন্ধ রাখাই নয়, ফুটবলারদের বেতন দেওয়াও বন্ধ রেখেছে। সুপার কাপ খেলার পর কেরালা ব্লাস্টার্স, চেন্নাইয়ান এফসি, মোহনবাগান সুপার জায়েন্টও আপাতত যাবতীয় কার্যাবলি বন্ধ করে দেওয়াতেই এবার ক্রমশ আশঙ্কার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। ফেডারেশনের তরফে দরপত্র না পাওয়ার পর একটিমাত্র বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে বিড ইভালুয়েশন কমিটির প্রধান এল নাগেশ্বর রাও ফের সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করতে চলেছেন। তবে আর তাঁদের কথার উপর নির্ভর করে থাকতে রাজি নন ফুটবলাররা। অন্য একটি সূত্র বলছে, এই বিষয়ে ফুটবলারদের পিছনে কাজ করছে ক্লাব, এফএসডিএল ও ফেডারেশনের কর্তাব্যক্তিরা। ফুটবলারদের রুটিরুজির কথা তুলেই আদালতের কাছে আবেদন করা হবে। যাতে কিছু নিয়ম বদলে দ্রুত ফুটবল মরশুম শুরু করা যায়।

সুনীল ছেত্রী, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, মনবীর সিংদের বার্তা

সমর্থকরা আমাদের ভালোবাসে এবং ওঁরা আমাদের সবকিছু। এখন তাঁদের সামনে আমরা মাঠে নামতে মরিয়া। এই সমর্থকরাই আমাদের পরিবার। এখন খেলা শুরু করার জন্য যা যা করতে হবে তার জন্য আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে তৈরি।

বাংলাদেশ ম্যাচের জন্য বেঙ্গালুরুতে প্রস্তুতিতে গুরপ্রীত সিং সান্ধু।

২০২৬ বিশ্বকাপ খেলেই অবসর : রোনাল্ডো

ডাবলিন, ১১ নভেম্বর : ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনে পর্তুগালের প্রয়োজন মাত্র ২ পয়েন্ট। সেই লক্ষ্য পূরণে ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা। তার আগে এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে পর্তুগিজ মহাতারকা জানালেন, আগামী বিশ্বকাপের পরেই তুলে রাখবেন বুট জোড়া। ৪০ বছরেও সর্বোচ্চ স্তরের ফুটবল চালিয়ে যাওয়ার রহস্য ফাঁস করে রোনাল্ডো বলেছেন, 'এই মুহূর্তে সত্যিই উপভোগ করছি। এখনও যথেষ্ট গতি এবং তীক্ষ্ণতা রয়েছে। গোল করছি। জাতীয় দলেও সময় ভালো কাটছে। তবে সত্যি কথা বলতে হয়তো আরও দুই বছর।'

তাহলে লক্ষ্য কী আগামী বছরে মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় হতে চলা বিশ্বকাপ? পর্তুগিজ মহাতারকার উত্তর, 'অবশ্যই হ্যাঁ। কারণ বিশ্বকাপের সময় আমার বয়স হবে ৪১। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর ফুটবলারদের বয়স দ্রুত বাড়তে থাকে।'

বর্তমানে বাঁচা এবং প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করা- এই কৌশলেই বাকি সময়টা পার করতে চান। দেশের জার্সিতে সর্বাধিক ১৪৩ গোলের মালিকের কথায়, 'গত ২৫ বছরে ফুটবলে নিজের সবকিছু উজাড় করে দিয়েছি। একাধিক নজির গড়েছি ক্লাব ও দেশের জার্সিতে। সে জন্য আমি গর্বিত। তাই বাকি সময়টা উপভোগ করতে চাই, বর্তমানে বাঁচতে চাই।'

খেতাব জয়ের পর মহানন্দপুর একাদশ। ছবি : সৌরভ রায়

চ্যাম্পিয়ন মহানন্দপুর একাদশ

হরিরামপুর, ১১ নভেম্বর : সৈয়দপুর যুব সংঘ ও গ্রন্থাগারের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ইটাহার ব্লকের মহানন্দপুর একাদশ। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে ইটাহার লোভল একাদশকে হারিয়েছে। গোল করেন সমীর ওরাওঁ। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে ট্রফি ও আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

দেবোত্তমের শতরান

রায়গঞ্জ, ১১ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার রায়গঞ্জ আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেটে মঙ্গলবার প্রথম ডিভিশনে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব ১২১ রানে অশোকপল্লি স্পোর্টস অ্যান্ড গেমসকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে অরবিন্দ ৪০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৫০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা দেবোত্তম চক্রবর্তী ১১৮ রান করেন। দেবাশিস সাহার অবদান ৬৮। নিরঞ্জন সূত্রধর ১৭ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে অশোকপল্লি ৩৩.৩ ওভারে ১২৯ রানে অল আউট হয়। আকাশ দে ২৪ রান করেন। দেবাশিস সাহা ও শুভজিৎ সরকার নেন ২ উইকেট। বুধবার প্রথম ডিভিশনে খেলবে ডাক্তার একাদশ এবং বিধাননগর স্পোর্টিং ক্লাব।

ম্যাচের সেরা দেবোত্তম চক্রবর্তী। ছবি : রাহুল দেব

বিপিনের দাপটে জয়ী টাউন

বালুরঘাট, ১১ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অমলেশচন্দ্র চন্দ ট্রফি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে মঙ্গলবার বালুরঘাট টাউন ক্লাব ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ৪৭ রানে গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে টাউন ৪২.২ ওভারে ২০৭ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা বিপিন রায় ৬৯ ও শেখর মহন্ত ৫৫ রান করেন। অতনু সরকার ৪২ ও রোহিত দাস ৪৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে গঙ্গারামপুর ৪৩.১ ওভারে ১৬০ রানে সব উইকেট হারায়। শশাঙ্ক সরকার ৪৬ ও অতনু ৩২ রান করেন। সৃজন দেব ২৮ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন দৈবিক তোকদারও (২৯/২)।

ম্যাচের সেরার পদক গলায় বিপিন রায়। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

ব্রোঞ্জ নকুলের

মালদা, ১১ নভেম্বর : চেন্নাইয়ে এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে ব্রোঞ্জ জিতলেন মালদার ৮৪ বছরের নকুল চৌধুরী। পুরুষদের ৮০ ঊর্ধ্ব বিভাগে দেড় হাজার মিটার দৌড়ে তৃতীয় হয়েছেন তিনি।

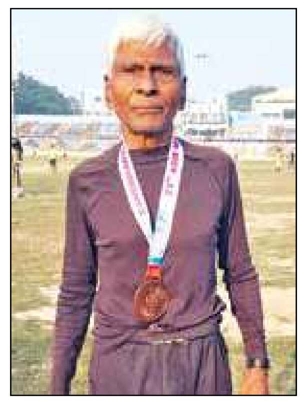

মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে ব্রোঞ্জ জিতে নকুল চৌধুরী।

জিতল উল্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব ২-১ গোলে হারিয়েছে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ২৮ মিনিটে বিভাস সাওয়ারিয়া মহানন্দাকে এগিয়ে দেন। ৭২ মিনিটে সুরজ ছেত্রী খেলায় সমতা ফেরান। ৮৭ মিনিটে উল্কাকে জয়সূচক গোলটি এনে দেন সুরজ। ম্যাচের সেরা হয়ে সুরজ পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। বুধবার খেলবে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ।

সেমিফাইনালে গাজোল

জলপাইগুড়ি, ১১ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত রুনু গুহ ঠাকুরতা ও সুভাষ ভৌমিক ট্রফি উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল মালদার গাজোল আদিবাসী ক্লাব। মঙ্গলবার তারা ২-১ গোলে শিলিগুড়ির নবাঙ্কুর সংঘ লাইব্রেরিকে হারিয়ছে। গাজোলের ম্যাচের সেরা মোহিত মণ্ডল ও অমল বাসক গোল করেন। নবাঙ্কুরের গোলটি জয়হরি বর্মনের। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে কাঞ্চনজঙ্ঘা ফুটবল ক্লাব ও দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।

ম্যাচের সেরা হয়ে মোহিত মণ্ডল। ছবি : অনীক চৌধুরী

সেরা মহাশক্তি

সিতাই, ১১ নভেম্বর : নয়ারহাট বিবেকানন্দ ক্লাবের ৮ দলীয় নৈশ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মহাশক্তি ক্লাব। সোমবার রাতে ফাইনালে তারা ১-০ গোলে শিব শক্তি ক্লাবকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে পুরস্কার তুলে দেন বিবেকানন্দ ক্লাবের সভাপতি সঞ্জয় বর্মন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

দীপেশ নন্দী
জন্ম : ১৯৪৬ * মৃত্যু : ২০২২
তুমি যেখানেই থাকো
ভালো থেকো
ভাগ্যহীনা -
স্ত্রী ঃ শিবানী নন্দী
ও কন্যাদ্বয়

টাকা থেকে শুরু ডাউন পেমেন্ট ₹1,999^

কর্পোরেট অফার ₹2,200^ পর্যন্ত

তাৎক্ষণিক ছাড় ₹10,000^ টাকা পর্যন্ত

HDFC BANK FESTIVE TREATS ক্রেডিট কার্ড

Powered by pine labs

এক্সচেঞ্জ অফার ₹2,500^

বিশদে জানতে স্ক্যান করুন

INDIA'S FIRST 5 YEAR WARRANTY* *Conditions apply

Hero GoodLife Stand a chance to win 100% Cashback | 24 Carat Gold Coin and many more assured benefits^

Additional offers on Flipkart amazon.in

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. I CIN: L35911DL1984PLC017354 I For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. 125M is as per the cumulative dispatch number till Aug 2025. *Based on the data available in the public forum for products in 125cc Motorcycle segment. AERA Tech is Advanced Electronic Ride Assist Technology. ^Finance offer is at the sole discretion of the financier, subject to its respective T&Cs. Available at select dealerships. #Ex-showroom price of Glamour X Drum variant in West Bengal.

টোল ফ্রি নম্বর 1800 266 0018

Authorised Dealers: Islampur: Bharat Hero, Ph: 9289923202, Cooch Behar: Sandeep Hero, Ph: 9289922698, Malda: Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero, Ph: 9289923031, Raiganj: Shankar Hero, Ph: 9289922594, Siliguri: Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero, Ph: 9289922904. Associate Dealers: Jalpaiguri: Pratik Automobiles-7063520686, Dinhata: Jogomaya Auto Works-9851244490, Dhupguri: Bharat Automobiles-7029599132, Gangarampur: Gupta Auto Centre-9733726677, Gazole: Mira Auto Centre-9593159789, Mathabhanga: Jogomaya Auto Works-6297782171, Kaliachak: A K Wheels-9733079141, Itahar: Deep Auto Centre-9800630306, Dalkhola: A S Motors-7908477285, Goagaon: Mabudh Automobiles-9896216422.

FCB INTERFACE/8486/NOV25/BEN